

দ্বিতীয় অংশ : বাংলা শিক্ষণবিজ্ঞান

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ভাষা ও যোগাযোগ শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের বিকাশ শিক্ষণ ক্ষেত্র, ভাষা ও যোগাযোগ সহায়ক শিখন সামগ্রী শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের উন্নয়ন ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের উন্নয়নে শিক্ষকের করণীয় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কৌশল	
২	প্রাথমিক শিক্ষান্তরের শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয় বাংলা শিখন শেখানোর উদ্দেশ্য বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা আবশ্যকীয় শিখনক্রম বিষয়বস্তুতে শিখনফলের প্রতিফলন	
৩	প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা	
৪	ভাষা দক্ষতার ধারণা ও বিকাশ ভাষাদক্ষতা: শোনা ভাষাদক্ষতা: বলা ভাষাদক্ষতা: পড়া ভাষাদক্ষতা: লেখা	
৫	শিখন-শেখানো কৌশল ছবিতে গল্প পরিচয়মূলক পাঠ ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল গল্প ও প্রবন্ধ শিখন-শেখানো কৌশল সংলাপধর্মী পাঠ শিখন-শেখানো কৌশল	
৬	প্রাথমিক স্তরে বাংলা বিষয়ে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন	
৭	শেখানোর জন্য পরিকল্পনা	

অধ্যায় ১

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ভাষা ও যোগাযোগ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শিখনভিত্তি। বাংলাদেশে এ স্তরের শিশুর বয়স ৫+ এবং তাদের বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় বিকাশে সহায়তা করতে চারটি বিকাশের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ভাষা ও যোগাযোগ অন্যতম। ভাষা ভাবের বাহন, যোগাযোগের মাধ্যম। শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে তখন সে ভাষার বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করে আসে। যেমন, মাতৃভাষায় কোনো কিছু শুনে বুঝতে পারা ও কথা বলার মাধ্যমে তার আবেগ-অনুভূতি প্রয়োজন মতো প্রকাশ করতে পারা। প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের কোনো কিছু শুনে বুঝতে পারা ও বলার দক্ষতাকে আরো শক্তিশালী করা, বর্ণমালার আনুষ্ঠানিক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিশুকে পড়তে ও লিখতে শেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, আনন্দের সাথে অর্থপূর্ণভাবে কোনো বলা-পড়া-লেখার নানা কাজে শিশুকে সম্পৃক্ত করে শিশুর ভাষা-দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ভাষা ও যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের বিকাশ

ভাষা শেখার মূল উদ্দেশ্য হলো একের সাথে অন্যের যোগাযোগ রক্ষা করা। এ যোগাযোগ হলো তথ্যের আদান-প্রদান, ভাব বা আবেগের প্রকাশের জন্য। শিশু জন্মমাত্রই হাসি-কান্না, আকার-ইঙ্গিত ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। এটাই শিশুর জন্য যোগাযোগ। কিন্তু যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। শিশু তার পরিবার, পরিবেশের চারপাশ থেকে শোনার মাধ্যমে ভাষা গ্রহণ করে এবং বলার মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এই ভাষা আঞ্চলিক ভাষা, এই ভাষা শিশুর মাতৃভাষা। এটি প্রমিত নাও হতে পারে। ভাষার প্রমিত চলিত রীতি বা রূপটিই হলো সিদ্ধ বা প্রামাণ্য। এটি অর্জন হয় ধীরে ধীরে। চর্চার মধ্য দিয়েই এটি প্রমিত বা শুদ্ধ হতে থাকে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভাষা শেখার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন করা।

শিক্ষণ ক্ষেত্র: ভাষা ও যোগাযোগ

শিখন ক্ষেত্র	অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
৩. ভাষা ও যোগাযোগ	৩.১ ভাব গ্রহণ (দেখা এবং শোনা) ও প্রকাশ (বলা বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি) করতে পারা।	৩.১.১ মৌখিক নির্দেশনা (আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ) অনুসরণ করতে পারবে।
		৩.১.২ প্রশ্ন করতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
		৩.১.৩ ছোট ছোট গল্প শুনে নিজের মত করে বলতে পারবে।
		৩.১.৪ দেখে বা শুনে কোনো কিছু শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.১.৫ অপরিচিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে ও এর অর্থ বুঝতে পারবে।
		৩.১.৬ পরিচিত বস্তু, ছবি বা দৃশ্যপট সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন ক্ষেত্র	অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
		৩.১.৭ ছড়া, গান, গল্প বলতে পারবে।
		৩.১.৮ স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্যভাবে কথা বলতে পারবে।
		৩.১.৯ কাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) অনুযায়ী ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
		৩.১.১০ কথোপকথন ও দলীয় আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।
		৩.১.১১ নতুন পরিচিত শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে পারবে।
		৩.১.১২ অসম্পূর্ণ গল্প নিজে সম্পূর্ণ করে বলতে পারবে।
		৩.১.১৩ সপ্তাহের সাত দিনের নাম বলতে পারবে।
	৩.২ পড়তে পারা (প্রাক-পঠন)	৩.২.১ পরিবেশের বিভিন্ন শব্দ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.২ বাক্য থেকে শব্দ আলাদা করতে পারবে।
		৩.২.৩ একই রকম শব্দ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৪ একই রকম শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করতে পারবে।
		৩.২.৫ শব্দ থেকে ধ্বনি আলাদা করতে পারবে।
		৩.২.৬ একই রকম ধ্বনি শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৭ একই রকম ধ্বনি ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি করতে পারবে।
		৩.২.৮ ধ্বনির প্রতীক (বর্ণ) শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৯ শব্দ থেকে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.১০ দুই বা তিন বর্ণের ছোট ছোট সরল শব্দ পড়তে পারবে।
		৩.২.১১ ছবি/চিত্র/ভিজুয়াল ধারাবাহিক কাহিনী বা গল্প বলতে (পড়তে) পারবে।
		৩.২.১২ বই ব্যবহার করতে (বই ধরতে, পাতা উল্টাতে, বাম থেকে ডানে যেতে, উপর থেকে নিচে যেতে) পারবে।
		৩.২.১৩ নিজের লেখা নাম চিনতে পারবে।
		৩.২.১৪ বিভিন্ন সংকেত / প্রতীক চিনতে/পড়তে পারবে।
	৩.৩ লিখতে পারা (প্রাক-লিখন)	৩.৩.১ ইচ্ছেমত আঁকিবুঁকি করতে পারবে।
		৩.৩.২ প্যাটার্ন/আকৃতি আঁকতে পারবে।
		৩.৩.৩ ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
		৩.৩.৪ ছবি/চিত্র/বস্তু/দৃশ্য দেখে আঁকতে পারবে।
		৩.৩.৫ নিজের নাম দেখে লিখতে পারবে।
		৩.৩.৬ ধ্বনির প্রতীক (বর্ণ) লিখতে পারবে।
		৩.৩.৭ দুই বা তিন বর্ণের পরিচিত সরল শব্দ লিখতে পারবে।

সহায়ক শিখন সামগ্রী

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের শিখন শেখানো সামগ্রীর প্রয়োজন পড়ে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিশুরা লেখাপড়ার চেয়ে নানা ধরনের কাজ, খেলা ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমেই বেশি শেখে। শিশুরা এই শ্রেণিতে নানা ধরনের খেলনা ও উপকরণ নেড়েচেড়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার (Interaction) মাধ্যমে নিজেরাই শেখে। সুতরাং এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ভাষা শিখনে যথোপযুক্ত শিখন

শেখানো সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই সামগ্রীগুলো নিম্নরূপ:

আমার বই, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা : এটি শিশুদের উপযোগী একটি আকর্ষণীয় পুস্তক। এই বইতে শিশুদের রং করার অনুশীলনের জন্য ছবি, ছবি পড়া, ছবিতে গল্প, বর্ণমালা পরিচিতি, বর্ণমালার ছড়া, শব্দ থেকে বর্ণ খুঁজে বের করা, খালি ঘরে বর্ণ লেখা, বর্ণ ও শব্দের মিল করা ইত্যাদি কাজ এ বইতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ কাজগুলোর মাধ্যমে শিশুর প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখন দক্ষতার উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়।

এসো লিখতে শিখি : এ বইতে শিশুরা ছবিতে রং করবে, বর্ণ/শব্দ ও চিত্র দাগ টেনে মেলাবে। এ কাজের মাধ্যমে শিশুরা বর্ণের সাথে পরিচিত হবে।

বর্ণ ও সংখ্যা কার্ড : শিশুদেরকে বর্ণ ও সংখ্যার সাথে পরিচিতি ঘটানোসহ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য এক সেট রঙ্গিন ও আকর্ষণীয় বর্ণকার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে।

এক সেট গল্পের বই : রঙ্গিন ছবিযুক্ত শিশুতোষ গল্পের মোট দশটি বই রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এসব বই থেকে গল্প শুনিতে বলার অনুশীলন করাবেন। এতে শিশুর বলার মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটবে।

ছবি দেখে শিখি (ফ্লিপ চার্ট) : মোট ১৩টি চার্ট রয়েছে। প্রতিটিই আকর্ষণীয় চিত্রযুক্ত। চার্টগুলো শিশুর নিকট পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন পারিবেশিক তথ্য জানার সাথে সাথে শিশুরা ঐ সম্পর্কে অন্যের সাথে বলা ও শোনার অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

ছড়ায় ছন্দে ব্যঞ্জনবর্ণ : আকর্ষণীয় চিত্র ও বর্ণ পাশাপাশি রয়েছে এবং এটি ছড়ায়-ছন্দে মিল করে ব্যঞ্জনবর্ণ আয়ত্ত করার শিশুতোষ ব্যবস্থা।

ছড়ায় ছন্দে স্বরবর্ণ : আকর্ষণীয় চিত্র ও বর্ণ পাশাপাশি রয়েছে এবং ছড়ায়-ছন্দে মিল করে স্বরবর্ণ আয়ত্ত করার শিশুতোষ ব্যবস্থা।

শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য তথা সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষক শিশুদের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সৃজনশীল কাজ শিশুদের জন্য একটি বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। এখানে ভাষার উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলো – ছড়া, গান, গল্প বলা ও অভিনয়। ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় শিক্ষক কীভাবে শিশুদের সাথে নিয়ে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করবেন তা আলোচনা করা হলো।

ছড়া শেখানোর নিয়ম

- শিশুদের ছড়া শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি ছড়া ভালোভাবে নিজে আয়ত্ত করে নেবেন;
- প্রথমে পুরো ছড়াটি শিশুদের সামনে শুদ্ধ উচ্চারণে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন এবং খুব সহজভাবে ছড়া অনুসারে কথা বলে পরিবেশ তৈরি করে করবেন যাতে ছড়াটির প্রতি শিশুদের আগ্রহ তৈরি হয়;
- অতঃপর ছড়াটির দুই লাইন শিক্ষক নিজে সুন্দরভাবে আবৃত্তি করবেন এবং শিশুদেরকেও করতে বলবেন। প্রথমে দুই লাইন সবার আয়ত্ত হলে পরের দুই লাইন শেখাবেন;
- এভাবে দুই লাইন দুই লাইন করে পুরো ছড়াটি শেখাতে হবে;
- যেসব শিশু আগে ছড়াটি আয়ত্ত করতে পারবে তাদেরকে অন্য শিশুদের সামনে দাঁড় করিয়ে আবৃত্তি করতে উৎসাহ দিবেন;
- ছড়াটি সব শিশু শিখে তারা হাততালি দিয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে, নেচেনেচে, বিভিন্নভাবে ছড়াটি আবৃত্তি করবে।

গান শেখানোর নিয়ম

- শিশুদের গান শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি গান নিজে ভালোভাবে আয়ত্ত করে নেবেন;
- প্রথমে পুরো গানটি শিশুদের সামনে গাইবেন এবং তারপর শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন যে গানটি তাদের ভালো লেগেছে কি না;
- শিশুরা আগ্রহী হলে তাদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং শিক্ষক গানটির প্রথম অংশ শিশুদের নিয়ে গাইবেন। একটি অংশ শিশুরা ভালোভাবে আয়ত্ত করার পর পরবর্তী অংশ গাইবেন;
- শিশুদের নিয়ে হাততালি দিয়ে গান গাওয়া যেতে পারে। তাতে শিশুরা তালে ও ছন্দে গাইবে;
- এভাবে পুরো গানটি শিশুদের নিয়ে গাইবেন;
- পুরো গানটি শেখা হলে শিশুদেরকে একাকী ও দলে গাইতে উৎসাহ ও সহায়তা দেবেন;
- গান গাওয়ার দলীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

গল্প বলার নিয়ম

- গল্প বলার সময় শিশুদের নিয়ে কাছাকাছি গোল হয়ে বসবেন এবং গল্পের পরিবেশ বা আসর তৈরি করবেন যাতে গল্প শুনতে সবাই আগ্রহী হয়;

- গল্প বলার সময় শিক্ষক একটু উঁচু জায়গায় বসবেন বা বইটি একটু উঁচু করে ধরবেন যাতে সব শিশু বইটি দেখতে পায়;
- শিক্ষক গল্প বলার পূর্বে গল্পটি ভালো করে পড়ে ও বুঝে নেবেন। তারপর লেখার নিচে আঙ্গুল দিয়ে গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনাবেন;
- গল্পের বইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি গল্পই ছবি ধরে ধরে শিশুরা কী দেখছে, কী বুঝতে পারছে তার ভিত্তিতে বলবেন;
- গল্প বলার সময় গল্পের ভাবের সাথে মিল রেখে গল্পের স্বরের উঠানামা, মুখের-চোখের অভিব্যক্তি ও অঙ্গভঙ্গি করবেন;
- গল্প বলার সময় শিশুরা গল্পের কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। না বুঝে থাকলে ঐ অংশটিকে পুনরায় বলবেন;
- গল্প বলার সময় উপকরণ (ছবি/পাপেট/পুতুল/মুখোশ ইত্যাদি) ব্যবহার করে গল্পের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা করবেন;
- শিশুদের গল্পগুলো তাদের নিজের ভাষায় বলতে উৎসাহিত করবেন;
- আয়ত্তকৃত একটি গল্প বাছাই করে শিশুদেরকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বলানো যেতে পারে;
- গল্পের বর্ণনাকৃত চরিত্রগুলো শিশুদের দিয়ে অভিনয় করানো যেতে পারে। গল্পগুলো শিশুদের ভালোভাবে আয়ত্ত করা হলে দলীয়ভাবে তাদের দিয়ে অভিনয় করানো যেতে পারে।

অভিনয় করানোর নিয়ম

- প্রথমে শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী দলে ভাগ করে নেবেন;
- অভিনয়ের জন্য গল্পের বই থেকে যে কোনো একটি গল্প অথবা কোনো থিম বা বিষয় বাছাই করে শিশুদেরকে বুঝিয়ে দেবেন;
- শিশুদেরকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে বলবেন, প্রয়োজনে ঘটনাটা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিবেন। কী উপকরণ লাগবে, কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা শিশুদের আলোচনা করতে দিবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেবেন;
- শিশুদের সংলাপগুলো তৈরি করতে সহায়তা করবেন। শিশুরা নিজেদের ভাষায় সংলাপ বলবে। সংলাপ মুখস্ত করানোর প্রয়োজন নেই;

- শিশুদের প্রস্তুতির জন্য সময় বরাদ্দ করবেন;
- অভিনয়ের জন্য উপকরণ সংগ্রহে শিক্ষক সহায়তা করবেন;
- রিহার্সেল বা মহড়া করাবেন। তবে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ে উৎসাহিত করবেন;
- এরপর শিক্ষক একেক দলকে অভিনয় করার জন্য আহ্বান জানাবেন;
- মুক্ত অভিনয়কে উৎসাহিত করা এবং পর্যায়ক্রমে চ্যালেঞ্জিং করার জন্য অভিনয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন;
- বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি নিয়ে মুকাভিনয়ের আয়োজন করা যেতে পারে;
- সবাইকে উৎসাহ দিয়ে কাজ শেষ করবেন।

শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়নের জন্য **ভাষার কাজ** একটি অন্যতম অধ্যায়। এর মধ্যে আছে শোনা-বলা, প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন। শিখন শেখানো কাজ কীভাবে পরিচালনা করবেন তার নির্দেশনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

শোনা ও বলা

শিখন শেখানো পদ্ধতি

- নাম থেকে ধ্বনি শনাক্ত করার খেলায় শিক্ষক প্রথমে নিজের নাম বলে নামটি কোন ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে তা শিশুদের বলবেন;
- এরপর সবাইকে তাদের নাম বলতে কোন ধ্বনি দিয়ে তাদের নাম শুরু হয়েছে তা জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক সবার নামের ধ্বনি শুনবেন। ভুল হলে শুধরে দেবেন;
- এরপর শিশুদের কার কার নাম একই ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে তা খুঁজে বের করতে বলবেন। যেমন- ‘লিপি’ ও ‘লিমন’ শুরু হয়েছে ‘লি’ দিয়ে। এভাবে কিছুক্ষণ খেলাটি খেলবেন;
- এবার শিক্ষক নিজের নামের ধ্বনি দিয়ে আর কী কী শব্দ হয় তার ২/১টি উদাহরণ দিবেন। অনুরূপভাবে শিশুদেরকেও তাদের নামের প্রথম ধ্বনি দিয়ে নতুন শব্দ বলতে বলবেন।

প্রাক-পঠন

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাক-পঠন বলতে ছবির গল্প পড়া, নাম পড়া, দেখে পার্থক্য বের করতে পারা, বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন, শব্দ পঠন ও প্রতীক পড়াকে বুঝায়।

শিখন শেখানো পদ্ধতি

- কাজটি করার ক্ষেত্রে একই ধরনের কিছু ছবি বা চিহ্ন শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। যেমন : $\neq = \neq$ শিশুদের ভালোভাবে দেখতে বলবেন;
- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন – সবগুলো ছবি/চিহ্ন একই রকম কি না ? কোনো শিশু না-বোধক উত্তর দিলে তাকে অন্য রকমটি খুঁজে বের করতে বলবেন। আলাদা দেখতে ছবিটি/চিহ্নটি কেন আলাদা তা জিজ্ঞেস করবেন। শিশুরা আলাদা দেখতে লেখাটি খুঁজে বের করতে না পারলে তাদেরকে বিভিন্ন সংকেত দিয়ে শিক্ষক সাহায্য করবেন;
- এরপর আমার বই এর ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠার কাজটি শিশুদের করতে দিবেন। প্রথমে একই রকম দেখতে ছবি থেকে কোনটি আলাদা তা খুঁজে বের করবে। পরে ছবির মিল-অমিল বের করার কাজ করতে বলবেন। সবশেষে আমার বইয়ের ২৮ পৃষ্ঠার মিল-অমিল বের করার কাজ করাবেন।

প্রাক-লিখন

শিখন শেখানো পদ্ধতি

- শিশুদের লেখার দক্ষতা বিকাশের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে শিশুদের ইচ্ছেমতো আঁকতে দেবেন। এর মাধ্যমে তাদের ঠিকভাবে পেনসিল ধরার দক্ষতা যেমন বাড়বে, তেমনি তাদের মুক্ত চিন্তা করার দক্ষতাও বাড়বে;
- শিক্ষক শিশুদের এসো লিখতে শিখি খাতা ও পেনসিল দেবেন। শিশুরা এসো লিখতে শিখি খাতার ১-১৪ পৃষ্ঠায় ইচ্ছেমতো ছবি আঁকবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যাতে শিশুরা স্বাধীনভাবে নতুন নতুন আঁকার বিষয় নির্বাচন করতে পারে, খাতার পাতা ভরে আঁকে এবং ঠিকভাবে পেনসিল ধরতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শিশুদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। যদি শিশু ইচ্ছেমতো আঁকার বিষয় নিজে নিজে নির্বাচন করতে না পারে, তবে তাকে ছোট ছোট পরামর্শ দিতে পারেন, যেমন : তুমি ফুল আঁকতে পার, পাখি আঁকতে পার, তোমার স্কুল বা বাড়ির ছবি আঁকতে পার ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে, ফুল-পাখি ইত্যাদি সঠিকভাবে আঁকা মূল লক্ষ্য নয়, মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের তাদের ইচ্ছেমতো আঁকতে সহায়তা করা।

- কদিন পর শিশুদের খাতা, পেনসিলের সঙ্গে রঙ ও দেবেন। শিশুরা খাতায় ইচ্ছেমতো ছবি আঁকবে ও রং করবে;

- শিশু ছবি আঁকার পর শিক্ষক ছবিটি দেখবেন, ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন (যেমন-তুমি কী এঁকেছো?), তারপর শিশুকে ছবিটির একটি নাম দিতে বলবেন, শিক্ষক নামটি ছবির নিচে লিখে দেবেন। পর্যায়ক্রমে সকল শিশুর ছবি দেখে ছবির নাম দেওয়ার কাজটি নিশ্চিত করবেন (একদিনে নয়);
- ধীরে ধীরে ছবির নাম দেওয়া ও লেখার কাজটি শিক্ষক শিশুদেরকে করতে উৎসাহিত করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শিশু তার নিজের মতো করে ছবির নাম দেবে ও আঁকিবুকি করে লিখবে, শিক্ষক এ প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করবেন।

ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের উন্নয়ন

পাঠের সফলতা নির্ভর করে শিশুর সাথে শিক্ষকের সহজ ও সাবলীলভাবে ভাব বিনিময়ের ওপর। ভাব বিনিময় দুভাবে হতে পারে। মৌখিক এবং সাংকেতিক। মৌখিক ভাব বিনিময়ের সময়ে কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেমন-

- ছোট ছোট বাক্য বলা
- সহজ ভাষা ব্যবহার করা
- প্রমিত চলিত রীতিতে কথা বলা
- সহজ নির্দেশনা প্রদান করা
- স্পষ্টভাবে বলা
- আঞ্চলিকতাকে প্রমিত ভাষা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা
- বিশেষ শব্দকে ভেঙ্গে বলা
- অর্থ বলা
- ভাষাগত সামর্থ্য বুঝে সাড়া দেওয়া
- ছবি/বস্তু/উপকরণ দেখিয়ে প্রকাশ করতে দেওয়া
- ভাষা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহার করা
- খুব উঁচু স্বরে কথা না বলা
- খুব নিচু স্বরে কথা না বলা

- ধীরে ধীরে কথা বলা
- কথার ভাবের সাথে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ঠিক রাখা
- শিশুদের কথা বলার মাঝখানে কথা না বলা
- শিশুদের এমন প্রশ্ন করা যেখানে চিন্তা করার সুযোগ থাকে।

মৌখিক নয় এমন ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের লক্ষণীয় দিকগুলো হলো –

১. শিশুদের সাথে চোখে চোখে যোগাযোগ রাখা
২. শিশুদের সাথে হাসিখুশি থাকা
৩. শিশুদের সামনে আন্তরিকভাবে বসা
৪. শিশুদের কাছাকাছি যাওয়া
৫. হাত, মাথা ও নাড়াচাড়ার মধ্যে একটি সমন্বয় রক্ষা করা
৬. কথার ভাবের সাথে অঙ্গভঙ্গি ঠিক রাখা।

ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের উন্নয়নে শিক্ষকের করণীয়

শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য প্রত্যাশিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং শিখনফলের প্রতি লক্ষ রেখে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল কাজের মধ্যে রয়েছে ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ একটি বিশেষ ক্ষেত্র। কারণ এই ক্ষেত্র যেমন সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নের গুরু, তেমনি সকল ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের সমষ্টি। এছাড়া শিশুরা যেন সামাজিকভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে তাও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির বিষয় ও কাজ নির্ধারণে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষকের করণীয় নিচে উল্লেখ করা হলো –

- মৌখিক নির্দেশনা প্রদান (আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ) ও তা প্রতিপালন করতে সহায়তা করানো
- প্রশ্ন করা ও প্রশ্ন করতে দেওয়া
- ছোট ছোট গল্প শুনিয়ে বলতে বলা
- দেখে বা শুনে কোনো কিছু শনাক্ত করতে বলা
- পরিচিত বস্তু, ছবি বা দৃশ্যপট সম্পর্কে বলতে দেওয়া।
- ছড়া, গান ও গল্প করতে বলা
- স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্যভাবে কথা বলতে সহায়তা করা

- কথোপকথন ও দলীয় আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো
- নতুন পরিচিত শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে বলা
- অসম্পূর্ণ গল্প নিজে সম্পূর্ণ করে দেওয়া
- সপ্তাহের সাত দিনের নাম বলতে দেওয়া
- শব্দ থেকে বর্ণ আলাদা করতে বলা
- একই রকম শব্দ শনাক্ত করতে বলা
- একই রকম শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করতে দেওয়া
- শব্দ থেকে ধ্বনি আলাদা করতে দেওয়া
- একই রকম ধ্বনি ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি করতে বলা
- ধ্বনির প্রতীক বর্ণ শনাক্ত করতে দেওয়া
- শব্দ থেকে বর্ণ শনাক্ত করতে বলা
- দুই বা তিন বর্ণের ছোট ছোট সরল শব্দ পড়তে দেওয়া
- ছবি/চিত্রভিত্তিক ধারাবাহিক কাহিনী বা গল্প বলতে দেওয়া
- বই ব্যবহার করতে (বই ধরতে, পাতা উল্টাতে, বাম থেকে ডানে যেতে, উপর থেকে নিচে যেতে এবং নির্দিষ্ট পাঠ খুঁজে বের করা) শেখানো
- নিজের লেখা নাম চিনতে দেওয়া
- বিভিন্ন সংকেত / প্রতীক চিনতে / পড়তে সহায়তা করা
- ইচ্ছেমত আঁকতে দেওয়া
- প্যাটার্ন / আকৃতি আঁকতে দেওয়া
- ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে ও রং করতে বলা
- বর্ণ লিখতে দেওয়া
- নাম দেখে লিখতে দেওয়া
- দুই বা তিন বর্ণের পরিচিত সরল শব্দ লিখতে দেওয়া।

শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কৌশল

যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ব্লক টিচিং পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সেহেতু একজন শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক স্তরের প্রতিদিনের নির্ধারিত সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন। সাধারণত শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা রাখেন। ভাষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। শিশুর শিখন নির্ভর করে শিক্ষকের শিখন শেখানো কাজের সফলতার ওপর। ভাষাসংশ্লিষ্ট কাজ যেমন – প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা, ছোট ছোট গল্প শুনে নিজের মত করে বলতে পারা, স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারা, পরিচিত শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে পারা, বর্ণ শনাক্ত করতে ও লিখতে পারা, শব্দ থেকে বর্ণ শনাক্ত করতে পারা, ছবিদেখে গল্প বলতে পারা, নিজের লেখা নাম চিনতে পারা, নিজের নাম দেখে লিখতে পারা ইত্যাদি বিষয়ে শিশুর অবস্থান জেনে তার মাধ্যমেই শিক্ষক শিশুর ভাষার বিকাশে সহায়তা করবেন। ভাষা ও যোগাযোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলি নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে হাজিরা বইয়ে (Attendance Register) দেওয়া ছকে প্রতি মাসে রেকর্ড করে রাখবেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পড়া এবং লেখা দক্ষতা দুটি প্রতিমাসে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না। তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়া এবং লেখা দক্ষতা দুটি যাতে অর্জিত হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

অধ্যায় ২

প্রাথমিক শিক্ষান্তরের শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়

প্রাথমিক শিক্ষান্তরে বাংলা বিষয় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শেখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা থাকলে সহজেই শিখন শেখানো ঘটে। একারণে প্রাথমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন অপরাপর বিষয়ের সফলতা লাভেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার করার জন্য শোনা, বলা, পড়া ও লেখা ভাষাদক্ষতাগুলো নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা রপ্ত করতে হয়। এই অনুশীলন ছাড়া ভাষা ঠিকমতো ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

বাংলা শিখন শেখানোর উদ্দেশ্য

শিশু তার মাতৃভাষা অর্জন করে সহজাতভাবে। পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে তা পরিপুষ্ট হয়। শিশুর শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে পড়া, সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে লেখায় সাহায্য করা, শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ করা, বাক্যগঠনে তাকে দক্ষ করে তোলা-এ সবই ভাষা শিখন শেখানোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাক্রমভিত্তিক ভাষা-শিক্ষা শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে আত্মপ্রকাশে এবং জীবন ও পরিবেশ উপলব্ধিতে সহায়তা করে। আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় শেখার মাধ্যমও বাংলা। তাই বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন তার জীবনে ব্যবহারিক বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অনুকূল ভিত্তি প্রস্তুত করে দেয়। একই সঙ্গে ভাষিক দক্ষতা শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে এবং স্বদেশ ও বিশ্ব, সমাজ ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে।

ভাষা শেখার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করার সঙ্গে ঐ চারটি দক্ষতাও অর্জন করতে পারবে এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার যেটুকু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জিত হবে তা দিয়ে সে জীবনে বাংলাভাষা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। দৈনন্দিন জীবনে চিঠিপত্র লেখা, দরখাস্ত করা, দলিল দস্তাবেজ পড়া, সরকারি বিজ্ঞপ্তি পড়ে বুঝতে পারা, ফরম পূরণ করা ইত্যাদি তার পক্ষে তখন কঠিন হবে না। এছাড়াও আনন্দ-বিনোদন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনীয় বই ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহার তার পক্ষে সম্ভব হবে। এভাবে অর্জিত ভাষাজ্ঞান তার আত্মপ্রত্যয় ও কর্মদক্ষতা অর্জনের পক্ষে সহায়ক হবে। শিশুর কল্পনা, আত্মপ্রকাশ ও সৃজনশীলতা বিকাশের প্রধান মাধ্যম হলো তার মাতৃভাষা বাংলা। প্রত্যাশা করা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বাংলা ভাষাদক্ষতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা

আত্মপ্রকাশেও সচেষ্ট হবে। প্রাথমিক স্তরে অর্জিত ভাষাজ্ঞান ও ভাষাদক্ষতা শিক্ষার্থীর পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভের ভিত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলা বিষয়ের প্রান্তিকযোগ্যতা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ভাষাসংশ্লিষ্ট যে উদ্দেশ্য নির্ধারিত রয়েছে তা হলো, ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা। এ উদ্দেশ্যের আলোকে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা হলো বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা। বাংলা বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শোনা

১. বাংলা ভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ইত্যাদি শ্রুতিগ্রাহ্য সাহিত্য শুনে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।
৩. কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি শ্রুতিগ্রাহ্য বিষয় শুনে বুঝতে পারা।

বলা

১. বাংলা ভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধারণা প্রয়োগ করে কথা বলতে পারা।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বুঝে বলতে পারা।
৩. সহপাঠী ও অন্যদের সঙ্গে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারা।
৪. বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান ও অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা।

পড়া

১. স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারা।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি পড়ে মূলভাব বুঝতে পারা।
৩. হাতের লেখা ও মুদ্রিত লেখা পড়তে পারা।

লেখা

১. স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধভাবে লিখতে পারা।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝে লিখতে পারা।
৩. পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মনোভাব ইত্যাদি শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারা।
৪. সাধারণ চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারা এবং ফরম পূরণ করতে পারা।

বাংলা বিষয়ের আবশ্যকীয় শিখনক্রম

এবার আমরা বুঝতে চেষ্টা করব, কীভাবে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা আবশ্যকীয় শিখনক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। ধরা যাক, শোনা দক্ষতার প্রান্তিক যোগ্যতা-১: বাংলা ভাষার গঠনপ্রণালী, বাক্য বিন্যাস ও নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। নির্বাচিত এই প্রান্তিক যোগ্যতাটির পরিসর বৃদ্ধির বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। প্রদত্ত চার্ট অনুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাটির উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাসে পরিসর বৃদ্ধির বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। ১.১ ...মনোযোগ সহকারে শুনবে ১.২ ... ধৈর্য সহকারে শুনবে ১.৩ ... শুনে বুঝতে পারবে। ১.১ এ শুধু মনোযোগ অথচ ১.২ এ ধৈর্য অর্থাৎ পরিসর একটু বাড়ল। কিন্তু ১.৩ এ শুনে বুঝতে পারার বিষয়টি যুক্ত হয়েছে, যার প্রত্যাশা ১.১ ও ১.২ থেকে অনেক বেশি।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতার পরিসর বৃদ্ধি					
আনুভূমিক →					
উল্লম্ব ↓	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
	১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি ও নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে।	১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে।	১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে।	১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১ বাংলা যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
	১.২ কারচিহ্নহীন ও কারচিহ্নযুক্ত শব্দ এবং অনুরূপ শব্দযোগে গঠিত বাক্য শুনবে।	১.২ বিভিন্ন শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২ পরিচিত ও পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্য শুনে বুঝবে।	১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।
	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা শুনে বুঝবে।	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শোনা দক্ষতার এ পরিসর বৃদ্ধি উল্লম্বের দিকে। উল্লম্বে পরিসর বৃদ্ধি মূলত একই শ্রেণিতে ঘটে থাকে। অপর পক্ষে আনুভূমিক পরিসর বৃদ্ধি হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণিতে কোনো একটি প্রান্তিক যোগ্যতার ক্রমবর্ধমান রূপ। যেমন, প্রথম শ্রেণির ১.৩ অর্জন-উপযোগী যোগ্যতার সাথে দ্বিতীয় শ্রেণির ১.৩ এ যুক্ত হয়েছে নির্দেশ। তবে উভয় শ্রেণিতেই শুনে বুঝতে পারার বিষয়টি অবিকৃত। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির ১.৩ এ দ্বিতীয় শ্রেণির

সাথে যুক্ত হয়েছে ঘোষণা। আর শুনে বুঝতে পারবে এর স্থলে পালন করতে পারবে। অপরদিকে চতুর্থ শ্রেণিতে এই পালন করার বিষয়টি আরো যথাযথভাবে পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে বলে পঞ্চম শ্রেণিতে আর এটিকে টেনে নেওয়ার দবকার মনে করা হয় নি। কারণ চতুর্থ শ্রেণিতেই এ যোগ্যতাটির অর্জন শেষ হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রেণি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর সাথে সাথে অর্জন সংক্রান্ত প্রত্যাশার পরিসরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবশ্যিকীয় শিখনক্রমে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অর্জন-উপযোগী যোগ্যতাগুলো সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। পরে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণির জন্য বিস্তৃত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই বিস্তৃত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। তবে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে আরো ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির তুলনায় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিখন, শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা আরো সুসংবদ্ধ হয়।

বাংলা বিষয়বস্তুর শিখনফলের প্রতিফলন

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে শিক্ষকের শিখন শেখানো কাজের ওপর। এই শিখন শেখানো কাজ অনেকাংশে পরিচালিত হয় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিষয়বস্তুর ঘিরে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধাপ অনুযায়ী এ বিষয়বস্তু রচনা করা হয় শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে। পাঠ্যপুস্তকের লেখকগণ শিক্ষাক্রমের এই কঠিন অথচ বৈচিত্রপূর্ণ কাজটি করেন। অর্থাৎ শিখনফলকে সামনে রেখেই রচনা করেন বিষয়বস্তু। আর এটি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত হয় গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা, চিঠি হয়ে। এ কথাটি বলা প্রয়োজন যে, পাঠের বিষয়বস্তু ও শিখনফলের এই সমন্বয় শিক্ষকের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম শ্রেণির দক্ষতাভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা এবং শিখনফল উপস্থাপন করা হলো –

প্রথম শ্রেণি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা শোনা	শিখনফল
---------------------------	--------

শোনা ৩.৪ সাত দিনের নাম শুনে মনে রাখতে পারবে। ১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি ও নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে। বলা ২.৭ সাত দিনের নাম বলতে পারবে। ১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি ও নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। পড়া ২.৭ সাত দিনের নাম পড়তে পারবে। ১.৩ নির্বাচিত কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জন পড়তে পারবে। লেখা ২.৫ সাত দিনের নাম লিখতে পারবে। ১.৪ নির্বাচিত যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে ও নির্বাচিত যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে শব্দ লিখতে পারবে।	শোনা ৩.৪.১ সপ্তাহের সাত দিনের নাম শুনে মনে রাখতে পারবে। ১.১.২ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে ও মনে রাখবে। বলা ২.৭.১ সপ্তাহের সাত দিনের নাম বলতে পারবে। ১.১.২ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। পড়া ২.৭.১ সপ্তাহের সাত দিনের নাম পড়তে পারবে। ১.৩.১ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত করে পড়তে পারবে। লেখা ২.৫.১ সপ্তাহের সাত দিনের নাম লিখতে পারবে। ১.৪.১ নির্বাচিত যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ নির্বাচিত যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে শব্দ লিখতে পারবে।
--	---

সবগুলো শিখনফলকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এরূপ একটি পাঠ বিনির্মাণ করতে হবে যেখানে বাক্য থাকবে, এটি একটি গল্পের মতো হবে, সপ্তাহের সাত দিনের নাম থাকবে, যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লেখার নির্দেশনা থাকবে ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এর বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কোন পাঠটি বর্ণিত শিখনফলের আলোকে রচনা করা হয়েছে। সহজেই বোঝা যায় এটি হলো **মুমুর সাত দিন**। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ-পাঠে পাঁচটি যুক্তব্যঞ্জন (স্কুলে, মঙ্গল, বৃহস্পতি, সপ্তাহ, শুক্রবার) আছে। এটি অনেকটা গল্পের মতো। সপ্তাহের সাত দিনের নাম আছে। যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লেখার নির্দেশনা রয়েছে। সাত দিনের নাম লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। এটি একটিমাত্র উদাহরণ। এভাবেই রচিত হয়েছে পাঠ, আর পাঠ রচনা করা হয়েছে শিখনফলের ভিত্তিতে।

অধ্যায় ৩

প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তু মূলত কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ভাববস্তুর উপর রচিত। এখন আমাদের জানা দরকার ভাববস্তু বলতে কী বুঝায়? ভাববস্তু হচ্ছে কোনো লেখার মূল ধারণা। মূলত এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই লেখাটির পরিকল্পনা করা হয়। তৃতীয় শ্রেণির কথাই ধরা যাক। শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ে এ শ্রেণিতে যে ভাববস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো – দেশপ্রেম/ দেশাত্মবোধ, গ্রামীণ ও নগর জীবন, প্রকৃতি, অভিযান, ভ্রমণ, খেলাধুলা, দেশ-পরিচয়, পোষা-অপোষা পশুপাখি ও জীবজন্তু, নদী-সাগর-পাহাড়, মহৎ জীবন, অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, মানবপ্রেম, মাতৃভাষা, ভাষা-আন্দোলন, জাতীয় দিবস, নৈতিকতা, সমাজ জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, নিরাপদ জীবনযাপন।

তৃতীয় শ্রেণিতে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে যে বিষয় (বিষয়বস্তু) রচিত হয়েছে তা হলো – ১. ছবি ও কথা, ২. আমাদের এই বাংলাদেশ, ৩. রাজা ও তাঁর তিন কন্যা, ৪. হাটে যাব, ৫. ভাষাশহিদদের কথা, ৬. চল চল চল, ৭. স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে, ৮. কুঁজো বুড়ির গল্প, ৯. তালগাছ, ১০. একাই একটি দুর্গ, ১১. আমার পণ, ১২. পাখিদের কথা, ১৩. আমাদের গ্রাম, ১৪. কানামাছি ভোঁ ভোঁ, ১৫. আদর্শ ছেলে, ১৬. একজন পটুয়ার কথা, ১৭. ঘুড়ি, ১৮. স্টিমারের সিটি, ১৯. পাল্লা দেওয়ার খবর, ২০. বড় কে?, ২১. নিরাপদে চলাচল। এখন যদি আপনাদের প্রশ্ন করা হয়, নিরাপদ জীবনযাপন এ ভাববস্তুর ওপর ভিত্তি করে এ শ্রেণিতে কোন বিষয়টি রচনা করা হয়েছে? বিষয়গুলো ভালোভাবে পড়লেই বোঝা যাবে সাধারণভাবে এ বিষয়বস্তুর নাম হলো নিরাপদে চলাচল। আপনাদের পর্যালোচনা সঠিক আছে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে এ বিষয়টি হয়তো অন্য কোনো ভাবেও স্পর্শ করেছে। যেমন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোনো লেখায় নীতিকথার ছোঁয়া থাকতে পারে। অথচ নীতিকথা অন্য একটি ভাববস্তু।

নির্দিষ্ট কোনো ভাববস্তু অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনে লেখক সাধারণত কতকগুলো মাধ্যম ব্যবহার করেন। এ মাধ্যমগুলো হচ্ছে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কথোপকথন, চিঠি, দরখাস্ত ইত্যাদি। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য এগুলো হচ্ছে সাহিত্যরূপ। কোনো বিষয়বস্তুতে শিল্পরূপ দানের জন্য ভাষার যে আঙ্গিক নির্মাণ করা হয় তাই সাহিত্যরূপ। এই রূপগুলো একে অপরের থেকে আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন এ সাহিত্যরীতি বিষয়বস্তুর আদল ও আবেদন দুইই পাণ্টে দেয়। বিষয়বস্তুর এই ভিন্নতা সাহিত্যের অত্যন্ত পরিচিত একটি রূপ। বিষয়বস্তুর এই ভিন্নতা শিশুর ভাষা শিখনে বৈচিত্র্য আনে।

ভাববস্তু অনুযায়ী বিষয়বস্তুর এই বিভিন্নতা শিক্ষার্থীর শিখনে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি শিক্ষকের শেখানোর ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের সচেতন থাকা খুবই প্রয়োজন। কেননা ছড়া বা কবিতা যেমন করে পড়াতে হবে তেমনি করে কি গল্প বা প্রবন্ধ পড়ানো যায়? আবার সব গল্পই কি একই ঢঙে পড়ানো যায়? বোধ করি না। কেন এমনটি হয় আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি? বস্তুত শিক্ষক বিষয়বস্তুর বর্ণনা অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করে থাকেন।

এবার ভেবে দেখি, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আসলে কী শেখে? আর তাদের মননধারার কী উন্নয়নের জন্য তারা অনুশীলন করে? সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই বিষয়বস্তুগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা কতকগুলো শিখনফল তথা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করে। মূলত এই অর্জন শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার মাধ্যমে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কেবল সাহিত্য পড়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবই বুঝে না বরং সাহিত্যের মাধ্যমে অপরাপর ভাষাদক্ষতাগুলোরও উন্নয়ন করে। ভাষাচর্চা ও সাহিত্যবোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে ক্রমসম্প্রারণশীল মূল্যবোধের জন্ম নেয়। এই মূল্যবোধ তাকে জীবন পথে নতুন দিশা দেয়। এ ব্যাপারে আরো ভালোভাবে বুঝতে আমরা আমাদের কোর্সের বাংলা বিষয়ের যেকোনো বিষয়বস্তু উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কেননা বাংলা কোর্সে সন্নিবেশিত সাহিত্যধর্মী বিষয়বস্তুগুলো পড়েও আমরা যেমন সাহিত্যরস সিঞ্চন করব তেমনি ভাষাদক্ষতার উন্নয়ন করব।

পাঠের ধরন পর্যালোচনা

আমরা যদি প্রথমেই প্রথম শ্রেণি বাংলা পাঠ্যপুস্তককে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। নিচের ছকে এটি দেখানো হলো।

পাঠের ধরন	পাঠ নম্বর
ছবিতে কথা/গল্প	১, ২, ৩, ৫, ৫৩
ছড়া	৪, ১৪, ২১, ২৭, ৩০
আঁকাআঁকি	৬
বর্ণ পাঠ	৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১
কার চিহ্নের পাঠ	৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩
কবিতা	৪৪, ৪৯, ৫৪
গল্প ও প্রবন্ধ	৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৫
কথোপকথনধর্মী পাঠ	৫১
শব্দের খেলা	৫৬

এটি দেওয়ার অর্থ হলো প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে এ ধরনের পাঠ আছে। অর্থাৎ শিক্ষক যদি উল্লিখিত ধরনের একটি পাঠের ওপর শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করতে পারেন তাহলে ঐ ধরনের অন্য পাঠ পরিচালনা করা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। একটি মজার ব্যাপার হলো যত ওপরের শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা যাবে, দেখা যাবে পাঠের এই ধরনের ভিন্নতার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু মূলত: কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধকে ঘিরে রচিত বা সংকলিত হয়েছে। এখান থেকে একটি বিষয় পরিস্কার যে, কোনো শিক্ষক যদি প্রথম শ্রেণির বিষয় উপস্থাপনে দক্ষ হতে পারেন, তাহলে তিনি অন্য শ্রেণিতে খুব সহজেই পাঠ উপস্থাপনে দক্ষ হয়ে উঠবেন।

পাঠ সংশ্লিষ্ট অনুশীলনীর পর্যালোচনা

ধরা যাক, তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক। এখানে ২১টি বিষয় (বিষয়বস্তু) আছে। প্রতিটি বিষয়ের অনুশীলনীতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ আছে। যেমন – আমাদের এই বাংলাদেশ কবিতার অনুশীলনীতে ‘পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, অর্থ বলা, খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা, মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা, যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লেখা, যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া, বহুনির্বাকী প্রশ্ন, কবিতা পড়া, কবিতাটি লেখা, বাংলাদেশ সম্পর্কে বাক্য লেখা’ এ ধরনের কাজ রয়েছে। আবার অন্য কোনো একটি গল্প বা কবিতায় নতুন অন্য ধরনের মূল্যায়ন পদ রাখা হয়েছে। এভাবে যদি ২১ বিষয়ের মূল্যায়ন পদ একত্র করা যায় তাহলে দেখা যায় এ শ্রেণির শিখনফলের আলোকে মূল্যায়ন পদের সংখ্যা অনেক। এগুলো হলো:

বাক্য বলা ও লেখা, পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দের অর্থ বলা ও লেখা, খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা, পড়া ও নিজের ভাষায় বলা, মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা, ছবির নিচে শব্দ লেখা, যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লেখা, যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া, মিল করা, পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা, কবিতা আবৃত্তি করা, মুখে মুখে গল্প বলা, নাম বাচক শব্দ বলা ও লেখা, বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা, একই অর্থের শব্দ জানা, বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা, শব্দ খুঁজে মালা বানানো, প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা, বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা, ছক পূরণ করা, ক্রমবাচক শব্দ বলা, পড়া ও লেখা, বানান ও অর্থের পার্থক্য করা, সংকেত জেনে নেওয়া, ছবি দেখে গল্প তৈরি করা, গল্প শোনানো ইত্যাদি।

অনেকে মনে করি একটি পাঠের বা বিষয়বস্তুর জন্য যেসকল মূল্যায়ন পদ রাখা হয়েছে কেবল সেগুলো অনুশীলন করাতে পারলেই শিক্ষার্থীর অর্জন নিশ্চিত করা যাবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। কোনো বিষয়ের জন্য ঐ শ্রেণিতে যতগুলো মূল্যায়ন পদ নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রযোজ্য সব ধরনের মূল্যায়ন পদ শিক্ষার্থীকে অনুশীলন করানো আবশ্যিক। যেমন বর্ণিত কবিতার অনুশীলনীতে বিপরীত শব্দ এর অনুশীলন নেই। কিন্তু ভাষাশহিদদের কথা প্রবন্ধে বিপরীত শব্দের অনুশীলন রাখা হয়েছে। এখানে এমনটি ভাবার কি অবকাশ আছে যে, ভাষাশহিদদের কথা

প্রবন্ধের বিপরীত শব্দ শিখলেই তৃতীয় শ্রেণির এ-সম্পর্কিত সব অর্জন শেষ হয়েছে? সে কারণে শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে শিক্ষাক্রমের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একটি পরিকল্পনা আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু তাই বলে একটি পাঠে বা একদিনের পাঠে শিক্ষক এর সবগুলো মূল্যায়ন করবেন না। শিখন শেখানো কার্যক্রম শেষে ঐ শ্রেণির জন্য যেসকল মূল্যায়ন পদ নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ বিষয়বস্তুর জন্য প্রযোজ্য সব কটি কার্যক্রম অনুশীলন ও মূল্যায়ন করবেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি দেশপ্রেম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা প্রভৃতি ভাববস্তু আত্মস্থ করার সুযোগ পাবে। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনবোধেরও প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে মাতৃভাষা ব্যবহারে দক্ষ হতে পারবে। শিক্ষকগণ এ বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে শিখন শেখানো কার্যাবলিতে পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৪

ভাষাদক্ষতার ধারণা ও বিকাশ

ভাষা ব্যবহারিক এবং সামাজিক বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে আমরা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে ভাব বিনিময় করি। এই ভাব বিনিময়কে যোগাযোগ বলতে পারি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে সাধারণত মৌখিকভাবে কিংবা লিখিতরূপে তথ্যের আদান-প্রদান করে থাকি। মৌখিকভাবে যোগাযোগ ঘটে বলা-শোনার মাধ্যমে, এবং লিখিতরূপে ঘটে লেখা-পড়ার মাধ্যমে। যেমন- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বলেন শিক্ষার্থীরা শোনে, শিক্ষার্থী বলে শিক্ষক শোনে। আবার শিক্ষক বোর্ডে লেখেন শিক্ষার্থীরা সে-লেখা পড়ে, শিক্ষার্থী খাতায় বা বোর্ডে লেখে শিক্ষক তা পড়েন। এই বলা-শোনা এবং লেখা-পড়ার মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণ ঘটে। অর্থাৎ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মানুষের পারিবারিক, সামাজিক কিংবা কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনের সর্বত্র যোগাযোগ চলে। সঠিকভাবে তথ্যের আদান-প্রদান কিংবা ভাব বিনিময় বা যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ভাষাদক্ষতা অপরিহার্য। ভাষাদক্ষতা বলতে সাধারণত ভাষা ব্যবহারের পারদর্শিতা বা ক্ষমতাকে বোঝায়। আসলে ভাষাদক্ষতা হচ্ছে নির্দিষ্ট ভাষায় কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারা। অর্থাৎ বলে শ্রোতাকে বোঝাতে পারা, শুনে বুঝতে পারা, পড়ে বুঝতে পারা এবং লিখে প্রকাশ করতে পারা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভাষার চারটি দক্ষতা রয়েছে। যেমন-

- শোনা
- পড়া
- বলা
- লেখা

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বলা এবং লেখা হচ্ছে উৎপাদনমূলক ভাষাদক্ষতা (Productive Skills)। কারণ, বলা এবং লেখার সময় চিন্তা করতে হয়। আমরা যখন বলি অথবা লিখি তখন আসলে বক্তব্য বা কথা সৃষ্টি করি। মানুষ যে কথা সৃষ্টি করে তার বড় প্রমাণ হলো গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি। অর্থাৎ অন্যের কাছে আমাদের চিন্তা-ভাবনা আবেগ-অনুভূতি, দর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করি। অনুরূপভাবে আবার আমরা যখন লিখি তখনও আসলে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, দর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করি। অর্থাৎ এখানেও কথা সৃষ্টি করি বা উৎপাদন করি। বলা এবং লেখায় পার্থক্য কেবল রূপগত। একটি ভাষার লিখিতরূপ আর একটি ভাষার মৌখিক রূপ।

শোনা এবং পড়া হলো গ্রহণমূলক (Receptive skills) ভাষাদক্ষতা। কারণ যখন কারও বক্তব্য শুনি তখন আসলে শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন না কোন তথ্য পাই এবং সংগ্রহ করি। যেমন- রেডিও, টেলিভিশনের সংবাদ অথবা

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য শুনে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমরা যখন কোন রচনা (Text) পড়ি তখনও অসংখ্য তথ্য পাই। যেমন- সংবাদপত্র, চিঠি, বই ইত্যাদি পড়ে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করি। এ-কারণে শোনা এবং পড়া হলো গ্রহণমূলক ভাষাদক্ষতা।

ভাষা একটি আচরণ। জন্মের পর হতে শিশুর নানা ধরনের আচরণের প্রকাশ ঘটতে থাকে। কান্নার মাধ্যমে এর সূত্রপাত হলেও বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে শিশু ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত করে এবং ভাষিক-আচরণ করে। ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে দুইটি প্রক্রিয়া রয়েছে- একটি হলো ভাষা-অর্জন (Language Acquisition) এবং দ্বিতীয়টি হলো ভাষা-শিখন (Language Learning)। ভাষা-অর্জন বলতে পরিবার-পরিবেশ থেকে অর্জিত ভাষা-দক্ষতাকে বোঝায়। তবে পরিবার-পরিবেশ থেকে শিশু যে ভাষা-দক্ষতা অর্জন করে তা কেবল বলা ও শোনা এই দুইটি দক্ষতা। লেখা ও পড়া দক্ষতা সচেতনভাবে শিখতে হয়। ভাষা-শিখন (Language Learning) বলতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে ভাষার চারটি দক্ষতা সচেতনভাবে শেখাকে বোঝায়। যেমন- কোন বিদেশি ভাষার ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা এই চারটি দক্ষতার-ই ব্যবহার শিখতে হয়।

শিশুর জীবন বিকাশে কল্পনা, চিন্তন ও ভাষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আর ভাষাই শিশুর কল্পনা ও চিন্তনকে সুস্পষ্ট করে। কেননা সকলে তার কল্পনা ও চিন্তাগুলোকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। শিশুরা সাধারণত নানা বিষয় নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ, আলোচনা, বর্ণনা, যুক্তিতর্ক ভাষার সাহায্যেই করে থাকে। সুতরাং ভাষা শিশুর সুসংবদ্ধ চিন্তন-প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। আমরা জানি যে, ভাষা হচ্ছে এক ধরনের প্রতীক। আবার চিন্তনের ক্ষেত্রে শিশুরা প্রতীক ও চিহ্নের ব্যবহার করে। তাই কল্পনা, চিন্তন ও ভাষার সম্পর্ক নিবিড়। নিম্নে শিশুর ভাষার বিকাশ উল্লেখ করা হলো-

প্রথম স্তর : শিশুরা প্রথমত স্বরধ্বনি (আ, উ) ও পরে ব্যঞ্জনধ্বনি (দি, দা, মা) উচ্চারণ করে। এই নিছক অর্থহীন শব্দ বা আওয়াজগুলো শিশু পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আয়ত্ত করে থাকে।

দ্বিতীয় স্তর : শিশু বস্তু বা ব্যক্তির সাথে মিল করে শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই উচ্চারণ শিশু অনুকরণের মাধ্যমে করে থাকে।

তৃতীয় স্তর : ভাষা বিকাশের এই স্তরকে শিশুর অর্থবোধক স্তর বলে। এই স্তরে শিশু তার চারিদিকের সব বস্তুর নাম বলতে পারে।

চতুর্থ স্তর : শিশু সচেতনতার সাথে ভাষার ব্যবহার করে। সাধারণত শিশুরা কতকগুলো এলোমেলো শব্দ ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করে। সম্পূর্ণ বাক্য বলতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যের কথা বুঝতে ইশারা-ইঙ্গিতের প্রয়োজন হয়।

পঞ্চম স্তর : শিশু ক্রিয়া ও বিশেষণ পদ ব্যবহার করে সহজ বাক্য বলতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়াই অন্যের কথার অর্থ বুঝতে পারে।

ষষ্ঠ স্তর : শিশু যৌগিক বাক্য ব্যবহার করতে পারে। কখনো কখনো বিমূর্ত শব্দ যেমন, সামর্থ্য, সাহসী ইত্যাদি ব্যবহার করে বাক্য বলতে পারে।

সপ্তম স্তর : শিশু ভাষা পড়তে পারে। তা ছাড়াও মনের ভাব লিখে প্রকাশ করতে পারে। এই স্তর থেকেই শিশুর ভাষার বিকাশ ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। এই স্তর থেকে মূলত শিশুর ভাষাদক্ষতা অর্জনের পর্যায় শুরু হয়।

ভাষাদক্ষতা: শোনা

শোনা (Listening) কী ?

শোনা / শ্রবণ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ ও মস্তিষ্ক। ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি প্রথমে শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক এই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। শ্রবণের আসল কথা হলো শুনে বুঝতে পারা। বক্তব্য শুনে বুঝতে না পারলে শ্রবণ হবে না। বক্তার বক্তব্য কিংবা কোনও কথোপকথন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ করতে পারাকে শোনা বলে। শুনে বুঝতে না পারলে যেমন যোগাযোগ অসম্ভব হয়ে ওঠে তেমনি তথ্য ও তত্ত্বগত দিক থেকেও লাভবান হওয়া যায় না। সাধারণত শ্রবণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। দ্বিমুখীভাবে বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে আলাপ-চারিতা চলে। অর্থাৎ একজন বলেন অন্যজন শোনে।

বক্তা —————> শ্রোতা (বক্তা বলেন শ্রোতা শোনে)
শ্রোতা <———— বক্তা (শ্রোতা বক্তা হয়ে ওঠেন আর বক্তা হয়ে যান শ্রোতা)

শ্রবণ আবার একমুখীও হতে পারে। যেমন- রেডিও, টেলিভিশনের খবর শোনা। এখানে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে না। শ্রোতা কেবলমাত্র শোনার সুযোগ পান। বক্তার বক্তব্যের ওপর কোনও কিছু বলার বা প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না।

শ্রবণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পন্থা হলো, বক্তার বক্তব্য বাধাগ্রস্ত না করে তাঁকে বলার সুযোগ দেওয়া এবং সর্বকর্তার সাথে বক্তব্য শোনা। শ্রোতার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তাহলে তা বক্তার বক্তব্য শেষে জিজ্ঞেস করা-ই ভালো। বক্তার বক্তব্যের মাঝে তাঁকে বিব্রত কিংবা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। অর্থাৎ একজন বলবেন এবং অন্যজন

শুনবেন। এভাবেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ-কারণে বলা হয়, একজন ভালো শ্রোতা সাধারণত একজন ভালো বক্তা। কেননা ভালো করে না শুনলে ভালো বলা যায় না।

শ্রবণের বৈশিষ্ট্য

১. শ্রবণ একটি গ্রহণমূলক ভাষিক-দক্ষতা;
২. শ্রবণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, আবার একমুখীও হতে পারে;
৩. শ্রবণের সাথে মস্তিষ্ক ও শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ জড়িত;
৪. একজন ভালো শ্রোতা সাধারণত একজন ভালো বক্তা।

শ্রবণের প্রকারভেদ

শ্রবণ দুই ধরনের। যেমন-

ক. উদ্দেশ্যমুখী শ্রবণ এবং

খ. নৈমিত্তিক শ্রবণ

ক. উদ্দেশ্যমুখী শ্রবণ

উদ্দেশ্যমুখী শ্রবণ হলো শ্রোতা যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনোযোগ সহকারে বক্তার বক্তব্য শোনে এবং প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করে। যেমন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনে এবং প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো খাতায় লিখে নেয়। এখানে শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিক্ষকের বক্তব্য শোনে। কারণ শিক্ষকের প্রদত্ত বক্তব্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে এবং তাদেরকে মূল্যায়নের ওপর এর প্রভাব রয়েছে।

খ. নৈমিত্তিক শ্রবণ

উদ্দেশ্যহীনভাবে আমরা যখন কারও বক্তব্য শুনি তখন সেটা হয়ে ওঠে নৈমিত্তিক শ্রবণ। প্রতিদিনই আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য ও কথোপকথন শুনে থাকি। এই ধরনের শ্রবণের ক্ষেত্রে শ্রোতার মনোযোগ প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকে না। নৈমিত্তিক শ্রবণে কাঙ্ক্ষিত কোনও তথ্য সংগ্রহ করার মানসিকতাও এখানে বর্তমান থাকে না। যেমন- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য শোনার সময় শ্রেণিকক্ষের বাইরের কোনও ঘোষণা শোনা, রাস্তা-ঘাটে চলার সময় অথবা কোন আড্ডায় অনেক বক্তার কথাই আমরা শুনে থাকি। তবে নৈমিত্তিক শ্রবণ কোনও গুরুত্ব বহন করে না তা কিন্তু নয়। নৈমিত্তিক শ্রবণের মাধ্যমেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে ও তথ্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। যেমন- মার্কেটে শপিং করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ রাস্তায় ঘোষণা শোনা গেল যে, অনিবার্য কারণবশত আজ মার্কেট বন্ধ। এই তথ্যটা ঐ ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রবণের গুরুত্ব

ভাষাদক্ষতাগুলোর মধ্যে শ্রবণদক্ষতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ তথ্য আমরা শ্রবণের মাধ্যমে পাই। দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে আমরা এ-তথ্য ব্যবহার করি। অনেক সময় পড়ে তথ্য পাওয়ার সুযোগ হয় না, সেক্ষেত্রে কারও কাছ থেকে তথ্যগুলো শুনে পাওয়ার চেষ্টা করে থাকি। যেমন- রেডিও, টেলিভিশনের সংবাদ, সতর্কীকরণ প্রভৃতি শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রে শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধ্বনির সঠিক উচ্চারণে শ্রবণের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা শ্রেণিতে শিক্ষকের বক্তব্যই শিক্ষার্থীরা শোনে এবং শেখে। শিক্ষার উঁচুস্তরের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে শিক্ষকের বক্তব্য শ্রবণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তথ্য ও তত্ত্বগতভাবে লাভবান হয়ে ওঠে। সতর্কভাবে শ্রবণের মাধ্যমে বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগও বৃদ্ধি পায়।

শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ-দক্ষতা অনুশীলনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের শ্রবণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ অনুশীলন প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষা-কোর্সে (মাতৃভাষা বাংলা অথবা বিদেশি ভাষা ইংরেজি) ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ অনুশীলন আবশ্যিক। কেননা প্রাথমিক স্তর ভাষা-শিক্ষার জন্য উত্তম সময়। শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ-দক্ষতা অনুশীলনে শিক্ষকের করণীয়-

১। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি

শ্রেণিকক্ষে শ্রবণকার্য পরিচালনার জন্য শ্রবণ উপযোগী একটি পরিবেশ আবশ্যিক। কোলাহলমুক্ত পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত শ্রবণ-দক্ষতা অনুশীলনের অন্যতম শর্ত। এ-ক্ষেত্রে শিক্ষক ভাষাশিক্ষা ল্যাবরেটরি, সাউণ্ড-সিস্টেম, অডিও-ভিডিও ব্যবহার করতে পারেন।

২। আগ্রহ সৃষ্টি

শ্রবণ অনুশীলনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। উৎসাহ প্রদান, পুরস্কৃত করা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রবণের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। শিক্ষকের বক্তৃতামূলক পাঠদানের পর কুইজ প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগ আসবে এবং শ্রবণ দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৩। আকর্ষণীয় বিষয়

শ্রবণের জন্য আকর্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করতে হবে। বিষয় আকর্ষণীয় না হলে শিক্ষার্থীরা শ্রবণের প্রতি মনোযোগ নাও দিতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণিতে শ্রবণকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবহার করতে পারেন। যেমন- গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন ইত্যাদি শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রবণদক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪। শিক্ষকের বাচনভঙ্গী ও উপস্থাপন কৌশল

শ্রেণিতে শ্রবণ অনুশীলনের জন্য শিক্ষকের বাচনভঙ্গী ও উপস্থাপনা অর্থাৎ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও নির্ভুল উচ্চারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিক্ষকের বক্তব্য শিক্ষার্থীরা শোনে এবং অনুকরণ করে। শিক্ষকের বক্তব্য থেকে শিক্ষার্থীরা শ্রবণের মাধ্যমে শিখন শেখে। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের উচ্চারণে যদি অস্পষ্টতা এবং ভুল থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা ভুল শিখবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ অনুশীলন ও মূল্যায়ন

১। শ্রুতিলিখন

শ্রেণিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোধগম্য ও শোষণ উপযোগী একটি রচনা বা রচনার একটি অংশ একবার প্রয়োজনে দুবার নির্ভুলভাবে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পাঠিত বিষয় শুনবে এবং নির্দেশিত কাজ সম্পাদন করবে। ছব্ব রচনাটি লেখা, রচনার মূল বক্তব্য লেখা, নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ কিংবা প্রশ্নোত্তরও লিখতে দিতে পারেন। এরপর শিক্ষক নির্দেশিত কাজের ওপর শিক্ষার্থীদের শ্রবণ দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।

২। গল্প বলা

গল্প বলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ অনুশীলন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা গল্প শুনতে পছন্দ করে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠ-সংশ্লিষ্ট গল্প শোনাবেন। তারপর ঐ গল্পের ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। এতে শিক্ষার্থীরা গল্পটি মনোযোগসহকারে শুনবে এবং শ্রবণ-দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৩। বক্তৃতা

বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ-দক্ষতা অনুশীলন করা যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তব্য উপস্থাপনের পর অভীক্ষা প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা বক্তব্যের বিষয় শোনার পর কতটুকু বুঝতে পারলো কিংবা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারলো কি না সেটা পরিমাপ করতে হবে। তবে বক্তৃতার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও বোধগম্য হতে হবে।

৪। আবৃত্তি

আবৃত্তির সাহায্যে শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শ্রবণ অনুশীলন করাতে পারেন। ছড়া, কবিতা আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের নিকট একটি উপভোগ্য বিষয়। বস্তুত শিক্ষার্থীরা ছড়া, কবিতা আবৃত্তি শুনে শুনেই আবৃত্তি করতে শিখে ফেলে। শিক্ষক যথাযথভাবে ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগসহকারে আবৃত্তি শুনতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষার্থীরা শুনলো কিনা এবং কতটা বুঝতে পারলো শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন।

৫। কথোপকথন

শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথোপকথন বা আলাপচারিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রেণিতে শ্রবণ অনুশীলন করাতে পারেন। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যখন কথোপকথন চলবে তখন অন্য শিক্ষার্থীরা তাঁদের কথোপকথন শুনবে। কথোপকথন শেষে শিক্ষক শ্রোতা শিক্ষার্থীদের ঐ কথোপকথনের বিষয়ের ওপর শ্রবণ দক্ষতা পরিমাপ করবেন।

ভাষাদক্ষতা: বলা

বলা (Speaking) কী?

ভাষার মৌখিক রূপ হলো বলা। পারস্পারিক যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া। বলার সময় আমরা সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করি। একজনের সাথে আরেকজনের সরাসরি যোগাযোগ। সাধারণত এর মধ্যে কোন মাধ্যম থাকে না। আবার দূরবর্তী স্থানে প্রয়োজনে আমরা টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনে যোগাযোগ করতে পারি। সেক্ষেত্রে টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশন মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। একজন বলার সাথে সাথেই অন্যের মনের মধ্যে উত্তর তৈরি হয়ে যায়। বলার আগে আমাদের মাথায় চিন্তা হয় এবং সেই চিন্তার প্রকাশ ঘটে বলার মধ্য দিয়ে। বলার মধ্য দিয়ে আচরণ প্রকাশ পায়। তাই বলা হয় কথাই মানুষের আচরণ। এর মধ্য দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতারও প্রকাশ ঘটে। বলার বিষয়টা আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে। বলা

আমাদের চিন্তা-ভাবনা এবং কল্পনার দিগন্তকে প্রকাশ করে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ ফুটে ওঠে। বলা এক ধরনের সৃজনশীল প্রকাশ এবং একটি শিল্প।

বলার বৈশিষ্ট্য

১. বলা ভাষার একটি উৎপাদনমূলক দক্ষতা;
২. বলার মধ্য দিয়ে আচরণ ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়;
৩. বলা এক ধরনের শিল্প;
৪. বলার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা প্রকাশ পায় ও ব্যক্তিত্ববোধ ফুটে ওঠে।

বলার প্রকারভেদ

বলা সাধারণত দুপ্রকার।

ক. আনুষ্ঠানিক বলা

খ. অনানুষ্ঠানিক বলা

ক. আনুষ্ঠানিক বলা

আনুষ্ঠানিক বলা পূর্ব পরিকল্পিত। বলার বিষয়, স্থান এবং সময় সুনির্দিষ্ট থাকে। আমরা যখন আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে এবং প্রস্তুতি নিয়ে বলি তখন সেটা হলো বলার আনুষ্ঠানিক রূপ। কমিটি কেন্দ্রিক আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, সংলাপ, গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার, সাক্ষাৎকার, বিতর্ক, রেডিও এবং টেলিভিশনে বলা, শ্রেণিকক্ষে বলা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক বলার বিভিন্ন রূপ।

খ. অনানুষ্ঠানিক বলা

এ ধরনের বলার ক্ষেত্রে বিষয়, শ্রোতা ও সময় পূর্বনির্ধারিত থাকে না। হঠাৎ কোনও জায়গায় কারও সাথে আলাপ করা, পরিবারের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বলা, আড্ডায় বন্ধুদের সাথে অনির্ধারিত বিষয়ে আলাপ-চারিতা ইত্যাদি বলার অনানুষ্ঠানিক রূপ। শুধু বলার জন্য বলা। অর্থাৎ বিষয়ের ওপর পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বলা।

বলার গুরুত্ব

ব্যক্তির সামাজিক উন্নয়নে বলার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ আমাদের প্রয়োজন মেটায়। সমাজের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য এবং সমাজকে কিছু দেওয়ার জন্য বলা প্রয়োজন। বলার মধ্যদিয়ে মানুষের যে চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটে, তাতে সমাজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়। বলার মধ্যদিয়ে যে সকল তথ্যের আদান-প্রদান ঘটে তা সমাজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান ঘটায় এবং তত্ত্বগতভাবে আমরা লাভবান হই। বলার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারি এবং অন্যের সমস্যারও সমাধান দিতে পারি। বলার মাধ্যমে আমাদের ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি

পায় এবং আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে বলা অত্যন্ত কার্যকর। বলার মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

বলার দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল

ভালো বক্তার দুধরনের দক্ষতা থাকতে হয়-

ক. শারীরিক দক্ষতা

শারীরিক দক্ষতা জন্মগত। ভালো বলতে হলে প্রথমে শারীরিকভাবে সুস্থ ও ভালো থাকতে হবে। শারীরিকভাবে ভালো না থাকলে অথবা কষ্ট ভালো না থাকলে ভালো বলা যায় না।

খ. অনুশীলনের দক্ষতা

কতকগুলো বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করে একজন ভালো বক্তা হওয়া যায় এবং বলার দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন-

১. এমনভাবে বলা প্রয়োজন, কণ্ঠের ব্যবহার এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে কথাগুলো সবাই ভালোভাবে শুনতে এবং বুঝতে পারে;
২. বলার আগে ভাবকে ঠিকমত নির্বাচন করা এবং গুছিয়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বলা;
৩. এমন ধরনের শব্দ এবং বাক্য ব্যবহার করা যাতে ভাবটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়;
৪. বলার সময় শারীরিক অঙ্গভঙ্গি যেন প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ হয়;
৫. পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে বলতে হয়;
৬. বলার সময় সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিবেচনা করা;
৭. প্রয়োজনবোধে উপকরণ ব্যবহার করা।

শ্রেণিতে বলা অনুশীলনে শিক্ষকের ভূমিকা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বলা একটি শিল্প। বলা একটি দক্ষতা। বলা মানে বাকপটুতা নয়। বলার দক্ষতা এমনি এমনি আসে না। এর জন্য অনুশীলন করা প্রয়োজন। অনুশীলনের মাধ্যমে বলা দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে একটি আদর্শ জায়গা। এখানে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বলা-দক্ষতা অর্জন শিক্ষক কেন্দ্রিক। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বলা-দক্ষতা অনুশীলনে শিক্ষকের ভূমিকা:

১. শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক-ভাষা পরিহার করে মান-ভাষায় বলা, কারণ শিক্ষকের ভাষা শুনে এবং তাঁকে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা ভাষা শেখে;
২. শিক্ষার্থীদের বলার জন্য শিক্ষক উৎসাহ প্রদান করবেন;

৩. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার না করা;
৪. শিক্ষার্থীর উচ্চারণে ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং সঠিক উচ্চারণে সুস্পষ্টভাবে বলতে সহায়তা করা;
৫. গুছিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে শেখাবেন;
৬. সহজ ভাষায় বলতে শেখাবেন;
৭. বলার সময় ভাষা-দূষণ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলবেন;
৮. শিক্ষার্থীদের বলার সময় প্রাসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি করতে শেখাবেন।

শ্রেণিকক্ষে বলা অনুশীলন ও মূল্যায়ন

১. কথোপকথন

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথোপকথন বা আলাপ-চারিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিতে বলা অনুশীলন করতে পারেন। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যখন কথোপকথন চলবে তখন অন্য সকল শিক্ষার্থী তাঁদের কথোপকথন শুনবে। কথোপকথন চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ কথোপকথনের বিষয়ের ওপর এবং শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দিকের ওপর খেয়াল রাখবেন।

কথোপকথন মানে অনর্গল কথা বলা নয়। প্রত্যেক বক্তা বক্তব্যের বিষয় সম্পর্কে কিছুনা কিছু বিষয়গত চিন্তা-ভাবনার অবদান রাখেন এবং পরস্পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এটা হলো মূলত পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় উদ্ধারের জন্য যোগাযোগ। কথোপকথনের সময় আলাপকারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক থাকতে হয়। আচরণগত সুস্থতা বজায় রেখে বলতে হয়। যারা খুব ভালো বলেন তারা খুব দায়িত্ববান, সত্যনিষ্ঠ এবং সহনশীল বা সহমর্মী হন। বলার সময় উগ্রতা পরিহার করে, যুক্তিবাদী হতে হয়। আসলে বন্ধত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা কথোপকথনের মূলকথা।

২. গল্প বলা

গল্প বলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বলা অনুশীলন করা যেতে পারে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের গল্প বলতে বলবেন। গল্প বলার সময় শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা, শব্দের উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি, ইত্যাদি মূল্যায়ন করবেন।

৩. বক্তৃতা

বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বলা অনুশীলন করা যায়। বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণের মনোভাব তৈরি হয় এবং নেতৃত্বের গুণ বৃদ্ধি পায়। তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বক্তৃতার বিষয় হবে সহজ, আকর্ষণীয় ও সুনির্দিষ্ট। অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা বক্তৃতা করতে ভয় পায় কিংবা লজ্জাবোধ করে। এ

ক্ষেত্রে শিক্ষক তাদেরকে উৎসাহিত করে তুলবেন। বক্তৃতার বিষয়ের ভাবের ক্রমবিকাশ, আবেগ-অনুভূতি, শব্দ চয়ন, আঞ্চলিকতা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি দিক খেয়াল রাখতে হবে। বক্তৃতা প্রদান শেখানোর পর নির্ধারিত বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থী সঠিকভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারছে কি না তা মূল্যায়ন করতে হবে।

৪. আবৃত্তি

শিশু-শিক্ষার্থীরা ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করে। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির অনুশীলন করাতে পারেন। ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের নিকট একটি উপভোগ্য বিষয়। কার্যত শিক্ষার্থীরা ছড়া, কবিতা আবৃত্তি শুনে শুনেই আবৃত্তি করতে শিখে ফেলে। শিক্ষক সুন্দর করে ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগসহকারে আবৃত্তি শুনতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অনুরূপভাবে আবৃত্তি করতে পারছে কি না সেটা মূল্যায়ন করবেন।

৫. বিতর্ক

বিদ্যালয়ে / শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বলাদক্ষতার উন্নয়ন করা যায়। বিতর্ক হলো এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা। বিতর্কে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তা নিজের দলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুক্তিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। এতে করে বক্তার যুক্তিপূর্ণভাবে কথা বলার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক চলাকালে শিক্ষক বিতর্কিক শিক্ষার্থীদের বলা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করবেন।

শোনা ও বলা দক্ষতার সমন্বিত বিকাশ

বিদ্যালয় অথবা বিদ্যালয়ের বাইরে শিশুদের শোনা এবং বলার পারদর্শিতা অর্জন তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়েও দেখা যায় তারা যতটা সময় ব্যয় করে পড়া ও লেখার কাজে, তার চেয়ে অনেক কম সময় ব্যয় করে শোনা এবং বলার ক্ষেত্রে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের শিখন শেখানো কাজে এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শোনা ও বলা অনেকটা জরুরি। কেননা এ-পর্যায়ে শিশুরা পাঠ্য বিষয়ের চেয়ে শিক্ষকের নির্দেশনা, প্রশ্নোত্তর, ব্যাখ্যা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিখে থাকে।

শিশুদের যে পৃথিবীতে বসবাস, সেই পৃথিবীকে উপলব্ধি এবং আবিষ্কারের সাথে শিশুদের ভাষিক বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুনে, অনুমান করে, প্রশ্ন করে এবং আরও নানা প্রকার ভাষাগত কাজ, যা তার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে, তার মাধ্যমে সে অনেক কিছু শেখে। বস্তুত এ-বয়সে তার সকল প্রকার শিখন নির্ভর করে তার প্রশ্ন করা, যুক্তি প্রদর্শন করা, বিভিন্ন ধারণার সৃষ্টি এবং সম্ভাব্য প্রকল্প তৈরি করা

ইত্যাদি সম্পর্কে সক্ষমতা লাভের ওপর। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে তার ভাষিক-বিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে শোনা ও বলার দক্ষতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি পর্যায়ে শিশু তার মা-বাবা অথবা পরিবারের অন্য কারও ওপর তার দৈনন্দিন প্রয়োজন যথা – খাওয়া, ঘুমানো, খেলাধুলা করা ইত্যাদি কাজে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। কিন্তু যখন তার বয়স ৩/৪ বছর হয় তখন তাকে স্বাধীনভাবে এসব দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন – পিপাসা পেলে অথবা ক্ষুধা লাগলে তাকে বলতে হয় ‘পানি খাব’ অথবা ‘ক্ষুধা লেগেছে’ ইত্যাদি। এভাবে ক্রমান্বয়ে যখন সে আরও বড় হয় তখন তাকে তার অনেক প্রয়োজন তথা অধিকার মেটানোর জন্য যুক্তি প্রদর্শন করতে হয়, চিন্তা করতে হয়, ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদির কথা বলতে হয় অথবা অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে হয়। এই মানসিক প্রক্রিয়া প্রকাশের জন্য শিশুকে অনেকাংশেই শোনা ও বলা দক্ষতার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। শিক্ষককে অবশ্যই শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এমন কিছু কাজ পরিকল্পনা করতে হবে, যা তার শোনা ও বলা দক্ষতা বৃদ্ধি করে। যেমন, শিশুরা যেন যেকোনো কিছু শুনে তা স্বল্পতম সময়ে বুঝে সে অনুসারে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া বলার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে সেজন্য কোনো একটি ঘটনা বলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মন্তব্য আহরণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের শ্রুতলিপি লিখতে দিয়ে তাদের শোনা দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। একটি নাটিকা দেখিয়ে, কবিতা আবৃত্তি শুনিয়ে অথবা কারও কোনও বক্তব্য শুনিয়ে লিখিতভাবে অথবা বলতে দিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ দিলে তার শোনা দক্ষতা এবং বলা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে দেখা যায়, শোনার ও বলার দক্ষতাটি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে হলেও তা সমন্বিতভাবে চর্চা করলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। এ কাজটি শিক্ষক সমন্বিতভাবে করতে পারেন।

ভাষাদক্ষতা: পড়া

পড়া (Reading) কী?

আমরা যখন কোন রচনা (Text) পড়ি তখন আসলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, বস্তু, বিষয় ও তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। অর্থাৎ কোনও না কোনও তথ্য পাই। আবার পড়ার মধ্যদিয়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগও স্থাপিত হয়। লেখকের লেখা পড়ে পাঠক হিসেবে আমরা লেখক সম্পর্কে জানতে পারি এবং আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারি।

কোন রচনা পড়ে বুঝতে পারাকে পড়া বলে। পড়ে রচনার অর্থ উদ্ধার করতে না পারলে পড়া হয় না। ড. মাইকেল ওয়েস্ট এর ভাষায় ‘পঠন হলো দৃশ্যত ধ্বনি উৎপাদন ও অর্থ উপলব্ধির মিলিত প্রক্রিয়া’। বিভিন্ন সময় আমরা

বিভিন্ন ধরনের রচনা পড়ি। যেমন- গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। পড়ার পর যদি আমরা পাঠের বিষয়বস্তু বুঝতে না পারি তাহলে আমাদের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটে না। পড়ে বুঝতে পারলে পড়া কার্যকর হয়ে ওঠে এবং আমরা এক ধরনের পরিতৃপ্তি লাভ করি। অতএব পড়ার আসল কথা হলো রচনা পড়ে বুঝতে পারা।

পড়ার বৈশিষ্ট্য

১. পড়া একটি গ্রহণমূলক ভাষিক দক্ষতা;
২. পড়া একটি শিল্প;
৩. পড়ার সাথে মস্তিষ্ক ও দর্শনেন্দ্রিয় চোখ জড়িত;
৪. পাঠ সরব ও নীরব প্রক্রিয়া।

পড়ার উদ্দেশ্য

পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য দুটি। যেমন-

১. আনন্দ পাওয়ার জন্য
২. তথ্য পাওয়ার জন্য।

১. আনন্দ লাভের জন্য পাঠ

পাঠকের চিত্তবিনোদনই এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। পাঠের মধ্যদিয়ে পাঠক বিষয়বস্তুর রস আন্বাদন করে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে। সাহিত্যধর্মী রচনা আনন্দ লাভের জন্য পাঠের প্রধান বিষয়বস্তু। এই ধরনের পাঠে তথ্য সংগ্রহ মূল উদ্দেশ্য থাকে না।

২. তথ্য পাওয়ার জন্য পাঠ

পাঠকের চাহিদানুযায়ী তথ্য সংগ্রহ এবং জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষণই এই পাঠের আসল কথা। সাধারণত প্রবন্ধধর্মী এবং তথ্যবহুল রচনা এই ধরনের পাঠের বিষয়বস্তু।

তবে আনন্দ লাভের জন্য যে পাঠ সেখানেও তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য পাওয়ার জন্য পাঠেও আবার আনন্দ পাওয়া যায়। এখানে পার্থক্য হলো আনন্দ লাভের জন্য পাঠে আনন্দ লাভ মূখ্য এবং তথ্য সংগ্রহ গৌণ। অন্যদিকে তথ্য পাওয়ার জন্য পাঠে তথ্য সংগ্রহ মূখ্য এবং আনন্দ লাভ গৌণ।

পড়ার দক্ষতা

১. রচনা পড়তে পারা, অর্থাৎ রচনার ভাষাগত দিক জানা;
২. অর্থবোধ করা, অজানা শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বাক্যের অর্থ জানা;

৩. বাক্য থেকে বাক্যগুচ্ছ, স্তবক থেকে স্তবকের সম্পর্ক বোঝা;
৪. তথ্য থাকলে তথ্যের দিকগুলো বোঝা এবং আবেগ-অনুভূতি থাকলে তা বোঝা;
৫. রচনার ধারণাগত (Conceptual) দিক বুঝতে পারা;
৬. রচনার লক্ষ্য বুঝতে পারা;
৭. রচনার মূলভাব ধরতে পারা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বুঝতে পারা;
৮. সমগ্র রচনায় বিভিন্ন সহায়ক বিবরণ থেকে মূলভাবকে বের করে আনতে পারা;
৯. রচনায় মূল অংশগুলো চিহ্নিত করতে পারা;
১০. অনুসন্ধান ও বাছাই করে পড়তে পারা।

পাঠের প্রকারভেদ

ধরন অনুসারে পাঠ দুই প্রকার-

১. সরব পাঠ এবং
২. নীরব পাঠ।

১। সরব পাঠ

বাগযন্ত্র ব্যবহার করে অর্থাৎ কণ্ঠনালীস্থিত ঝিল্লীর তন্ত্রীতে অনুরণন সৃষ্টি করে যে পাঠ করা হয় তাকে সরব পাঠ বলে। তবে বাগযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দ করে পড়লে-ই সরব পাঠ হয় না। এর কিছু বিশেষ শর্ত রয়েছে।

যেমন-

১. ধ্বনি ও শব্দের সুস্পষ্ট ও যথার্থ উচ্চারণ;
২. কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ;
৩. বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার;
৪. শ্বাসাঘাতের যথাযথ প্রয়োগ;
৫. বিষয়বস্তুর অনুভূতি ও আবেগের পাঠে প্রতিফলন;
৬. অনাবশ্যক দ্রুত পাঠ পরিহার;
৭. অনাবশ্যক জোরে উচ্চারণ পরিহার।

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে সরব পাঠ অত্যন্ত কার্যকর। শুদ্ধ উচ্চারণ ও আদর্শ ভাষা-ব্যবহার-শিক্ষা সরব পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত করা যায়। এতে মুখের জড়তা কেটে যায় এবং

উচ্চরণে সুস্পষ্টতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পাঠে ছন্দ ও যতিচিহ্নগুলোর যথাযথ প্রতিফলন হয়, ফলে এটি শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তবে সরব পাঠের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, ছন্দ ও যতি বিন্যাসের নিয়মগুলো না জানলে সঠিক সরব পাঠ করা অসম্ভব। সরব পাঠে ভুল উচ্চারণ অভ্যাস হয়ে গেলে পরে তা সংশোধন করা কঠিন হয়ে ওঠে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সবাই এক সাথে সরব পাঠ করলে কোলাহল তৈরি হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে এক সাথে সরব পাঠ করাতে পারেন।

আদর্শ সরব পাঠে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

শ্রেণিকক্ষে আদর্শ সরব পাঠে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন –

১. ধ্বনি ও শব্দের শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ;
২. ছন্দ ও যতি চিহ্নের প্রতি লক্ষ রেখে সরব পাঠ;
৩. সরব পাঠের সময় স্বাসাঘাত ও বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ রীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান;
৪. সরব পাঠ নিম্নস্তরের শ্রেণিগুলোতে খুব বেশি প্রয়োজন। তবে শিক্ষার্থীদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যত বাড়বে, সরব পাঠ তত কমিয়ে নীরব পাঠের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা;
৫. ছড়া ও কবিতার ক্ষেত্রে সরব পাঠ অপরিহার্য করে তোলা;
৬. সরব পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের মনো সংযোগ আকৃষ্ট করা;
৭. সরব পাঠের মধ্য দিয়ে লেখকের অনুভূতি ও বিষয়বস্তু আবেগকম্পিত স্বরে প্রকাশ;
৮. সরব পাঠকে আবৃত্তির মাধ্যমে শিল্প পর্যায়ে রূপান্তর;
৯. শিক্ষককে যথাযথ আবৃত্তি করতে জানতে হবে। ভাষা শিক্ষাদানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ সরব পাঠ দেবেন। শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ করাবেন, শিক্ষার্থীদের ভুল ত্রুটি হলে সহানুভূতির সঙ্গে সংশোধন করে দেবেন;
১০. শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি শোনাতে হবে। এর জন্য আবৃত্তির বিভিন্ন শিল্পী বিদ্যালয়ে আনা যেতে পারে, রেকর্ড বাজিয়েও শিক্ষার্থীদের ভাল আবৃত্তি শোনানো যেতে পারে।

২. নীরব পাঠ

বাগযন্ত্র ব্যবহার না করে অর্থাৎ শব্দ না করে মনে মনে পড়াকে নীরব পাঠ বলে। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ শর্ত রয়েছে। যেমন-

১. নীরব পাঠে মনোসংযোগ ও একাগ্রতা থাকতে হবে;

২. পাঠ নীরবে হলেও শব্দ, ধ্বনি ও যতি চিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে;

৩. অনাবশ্যক দ্রুত পাঠ করা যাবে না;

৪. নীরব পাঠের মধ্যদিয়েও লেখকের আবেগ, অনুভূতি, প্রভৃতি উপলব্ধি করতে হবে।

নীরব পাঠে শিক্ষার্থীদের সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগে এবং শক্তিও কম ব্যয় হয়। তাই শিক্ষার্থীদের পক্ষে মনো সংযোগ বজায় রেখে একটানা অনেক সময় নীরব পাঠ করা সম্ভব। শ্রেণিতে নীরব পাঠ অত্যন্ত কার্যকর। কারণ নীরব পাঠে শ্রেণিতে কোন বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় না। লাইব্রেরিতেও অনেক শিক্ষার্থী এক সঙ্গে নীরব পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। নীরব পাঠ মননশীলতার উপযোগী। চিন্তাশীল বিষয়, গবেষণা, মৌলিক চিন্তা ও ভাবগম্ভীর বিষয়ের অধ্যয়নে নীরব পাঠ অপরিহার্য। উচ্চস্তরের শ্রেণিতে অধ্যয়নের জন্য নীরব পাঠ একান্ত প্রয়োজন।

তবে নীরব পাঠের কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন, নীরব পাঠ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শব্দ ও বর্ণের উচ্চরণে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে না। কবিতার ক্ষেত্রে নীরব পাঠ অপেক্ষাকৃত অকার্যকর। কারণ, নীরব পাঠে ছন্দ ও যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না।

আদর্শ নীরব পাঠে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

শ্রেণিকক্ষে আদর্শ নীরব পাঠে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন-

১. নীরব পাঠে শিক্ষার্থীরা পড়ছে কি না তা শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করা;
২. নীরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু কতটা আয়ত্ত করতে পারলো তা মূল্যায়ন করা;
৩. শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা।

আদর্শ পাঠের বিশেষত্ব

সব ধরনের পাঠ আদর্শ পাঠ নাও হতে পারে। অর্থাৎ পাঠকে আদর্শ কিংবা অধিক কার্যকর করতে হলে কতগুলো বিশেষত্ব অর্জন করতে হয়। এই বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলোর ওপর দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে ভাষাশিক্ষা সফল ও সার্থক হবে না।। সরবে কিংবা নীরবে আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলো নিম্নরূপ-

১। নির্ভুলতা

সঠিক ও নির্ভুলভাবে পাঠ করা আদর্শ পাঠের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রচনাটি (Text) সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পড়তে হবে। সরব পাঠের ক্ষেত্রে শান্ত, ছন্দোময়, স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়তে হবে। নীরব পাঠের বেলায়ও সতর্কভাবে

মূল রচনাকে অনুসরণ করে সঠিকভাবে পড়তে হবে। নির্ভুলভাবে পড়তে না পারলে রচনার অর্থ উপলব্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

২। গতি

পাঠের একটা স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে হবে। সরবে কিংবা নীরবে অনাবশ্যিক দ্রুত অথবা ধীরে পাঠ পরিহার করতে হবে। পাঠের গতি শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণি ও মানসিকতা অনুযায়ী দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। আবার সরব পাঠের ক্ষেত্রে কাব্য ও সাহিত্যের বিষয় পড়ার গতির ওপর তার রস আন্বাদন ও অভিব্যক্তি নির্ভরশীল।

৩। উপলব্ধি

পড়ে বুঝতে পারা ও উপলব্ধি করা আদর্শ পাঠের প্রধান শর্ত। পড়ে বিষয়বস্তু উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে না পারলে আসলে পড়াই হয় না। রচনার বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণ, সাহিত্যগুণ, ধ্বনি ও রস, সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে হবে। রচনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলে আদর্শ পাঠ ব্যাহত হয়।

৪। অভিব্যক্তি

রচনা (Text) পড়ার পর বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরণ এবং উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ হলো অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি আদর্শ পাঠের একটি অন্যতম শর্ত। সরব অথবা নীরব যে পাঠই হোক না কেন পাঠের বিষয়বস্তুর ওপর অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে আদর্শ পাঠ হয় না।

পাঠের গুরুত্ব

শিশুর কার্যকর সাক্ষরতা অর্জনে (Effective Literacy) পঠনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। কেননা, ভাষার এই দক্ষতাটির নিয়মতান্ত্রিক, কার্যকর এবং ক্রমাগত চর্চা শিশুর অন্যান্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে এবং পঠন-দক্ষতা অর্জনেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।। পঠন কেবল শিশুর মাতৃভাষা চর্চার জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণ এবং শিক্ষাজীবনের চলমানতার জন্য এটি অপরিহার্য। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পঠন দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়-প্রথম পর্যায়ে শিশু পড়তে শেখে অর্থাৎ পঠনের জন্য শিখন; দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু তার অর্জিত দক্ষতা ব্যবহার করে বিষয়জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ শিখনের জন্য পঠন। প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হতে পারাটাই হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুর জন্য শ্রেষ্ঠ অর্জন। নিম্নে পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হল-

- পঠন-দক্ষতা শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে এবং শিশুর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করে।
- পঠন-দক্ষতা শিশুকে বই পড়তে এবং পাঠাভ্যাস গঠনে সহায়তা করে।

- পঠন শিশুকে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী করে এবং স্বশিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।
- আনন্দের সাথে পাঠ করলে তথ্য অর্জনের পাশাপাশি যথেষ্ট বিনোদনও লাভ করা যায়। এই বিনোদন শিশুর জ্ঞানস্পৃহাকে বাড়িয়ে দেয়।
- শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো পঠন।
- পঠনের মাধ্যমে শিশু বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করে।
- মনীষীদের জীবনী পঠন ও অন্যান্য বিষয় পঠনের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ, নান্দনিকতা, পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে শিশু পরিচিত হয় এবং এই জ্ঞান ও উপলব্ধি তার মানসিক বৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।
- পঠন শিশুকে সামাজিক, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা করে।
- শিশুর সব বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন নিরূপণে পঠন-দক্ষতা একটি কার্যকর মাপকাঠি।
- উচ্চারণে শুদ্ধতা অর্জনের জন্য পঠন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
- পঠন শিশুর ভাষাদক্ষতা অর্জনের অন্যতম কার্যকর উপায়।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পঠনের গুরুত্ব

বাংলা ভাষা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা, ভাব-বিনিময় ও যোগাযোগের প্রধান বাহন। বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম হলো বাংলা। তাই বাংলা ভাষায় যথোচিত যোগ্যতা অর্জন ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা সাফল্যের সাথে অর্জন করা সম্ভব হবে না। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার চারটি দক্ষতা অর্জন করতে পারলে ‘অন্যের প্রমিত চলিত ভাষারীতিতে বলা কথা শুনে মনের ভাব বুঝতে পারবে; শুদ্ধ, স্পষ্ট, প্রমিত চলিত রীতিতে কথা বলতে পারবে; মুদ্রিত পত্রপত্রিকা, বইপুস্তক, বিজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি, হাতের লেখা চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ পড়ে বুঝতে পারবে এবং স্পষ্ট বোধগম্যভাবে লিখতে পারবে।’

পঠন শিখন/পঠন-দক্ষতা অর্জন

এ পর্যন্ত আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে যে, পঠন-দক্ষতা অর্জন শিশুর জন্য অপরিহার্য। শিশুকে দক্ষ পাঠক করার জন্য শিক্ষককে প্রথমেই জানতে হবে শিশু কীভাবে পড়তে শেখে। শিশুর পঠন-দক্ষতা অর্জন ও বিকাশের জন্য শিক্ষক কী কী কার্যকর পন্থা অবলম্বন বা প্রয়োগ করতে পারেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন, যাতে শিশুর পঠন-দক্ষতা অর্জন ও বিকাশে পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে পারেন।

Cole (২০০৩)-এর মতে, পঠনে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হয়- ১) ভাষাদক্ষতা অর্জন এবং ২) পাঠের মর্মার্থ উপলব্ধি (পৃ. ২৭২)। কোলের এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায় যে, ঐতিহাসিকভাবে পঠনে প্রথাগত ধারণা ব্যবহৃত হলেও সাম্প্রতিককালে সাক্ষরতার ধারণা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পঠন শিখনের প্রথাগত ধারণা

প্রথাগত পদ্ধতিতে শিশুর পঠন শিখনের জন্য দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়- ১) ধ্বনি থেকে বাক্য বা Bottom-Up এবং ২) বাক্য থেকে ধ্বনি বা Top-Down।

Bottom-Up পদ্ধতিতে শিশু প্রথমে কোনো ভাষার (সাধারণত মাতৃভাষা) পুরো বর্ণমালা এবং এর উচ্চারণগত দিকটি আয়ত্ত করে। তারপর বর্ণের সমন্বয়ে শব্দ গঠন করতে শেখে। সবশেষে একাধিক শব্দ দিয়ে কীভাবে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ গঠিত হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। নিম্নের রেখচিত্রের মাধ্যমে Bottom-Up পদ্ধতি উপস্থাপন করা যায় :

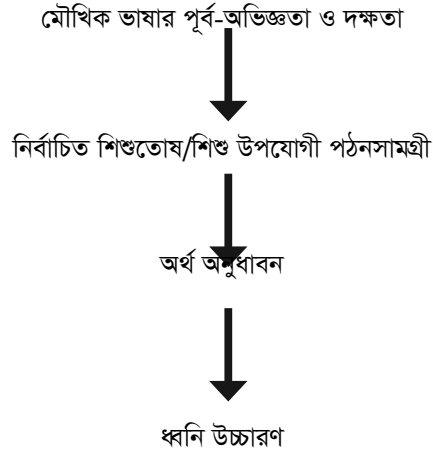
পঠনসামগ্রী → বর্ণ → ধ্বনি ও অর্থ → উচ্চারণ → অর্থ

Bottom-Up পদ্ধতিতে শিশু যে একটি সমৃদ্ধ মৌখিক ভাষার ভাণ্ডার নিয়ে স্কুলে আসে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এই পঠন শিখন-প্রক্রিয়ায় পঠনসামগ্রীতে ব্যবহৃত বিশেষ শৈলী বা রীতি, শব্দের অর্থ, প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা, উচ্চারণের শুদ্ধতা ইত্যাদি শেখানোর ওপরে অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়। ফলে পঠনের আসল উদ্দেশ্য, যা হলো বিষয়বস্তুর মর্মার্থ উপলব্ধি করা, তা শিশু করতে অসমর্থ হয়।

পঠনসামগ্রীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ কিংবা মর্মার্থ উপলব্ধিতে শিশুর সক্রিয় ভূমিকাকে উপেক্ষা করে বলে গবেষকগণ (যেমন, Rumelhart, 1977; Cole, ২০০৩) পঠনের এই পদ্ধতিকে একটি পরোক্ষ প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

Goodman (১৯৬৭) মনে করেন যে, কেবল ভাষার ক্ষেত্রে পঠন শিখন-প্রক্রিয়ায় পঠনসামগ্রীতে ব্যবহৃত বিশেষ শৈলী বা রীতি, শব্দের অর্থ, প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা, উচ্চারণের শুদ্ধতার মাধ্যমে শিশুর কার্যকর পঠন-দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি Bottom-Up এর বিকল্পে Top-Down পদ্ধতির অবতারণা করেন। এই পঠন-পদ্ধতিতে শিশুকে পঠনসামগ্রীর অর্থ অনুমান করতে, তথ্যপ্রক্রিয়া বুঝতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ Top-Down পদ্ধতিতে শিশুর পূর্বধারণা, অভিজ্ঞতা, ভাষাদক্ষতা ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিশু প্রতিটি শব্দের প্রতীক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে পঠনসামগ্রী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করে। যদিও এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো পঠনসামগ্রীর অর্থ অনুধাবন, তবে বারবার পড়ার মাধ্যমে শিশু বর্ণ, শব্দ, শব্দের ব্যবহার,

বাক্য তৈরি ইত্যাদি প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। যেহেতু শিক্ষার্থীরা অর্থপূর্ণ বই পড়ে পড়ে পড়তে শেখে, সেহেতু পড়াটা খুবই উপভোগ করে। নিম্নের রেখচিত্রের মাধ্যমে Top-Down পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো :



Bottom-Up পদ্ধতি শিশুর ভাষাদক্ষতায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে বলে পঠনসামগ্রী থেকে মর্মার্থ উপলব্ধির প্রসঙ্গটি অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। এখানে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগও অপেক্ষাকৃত সীমিত। অন্যদিকে Top-Down শিশুর ভাষাদক্ষতার বিকাশের তুলনায় অর্থ অনুসন্ধানের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের ফলে কার্যকর ভাষাদক্ষতা বিকাশে সব সময় সহায়ক হয় না। একারণে শিক্ষাক্রমে সাধারণত এ দুটি পদ্ধতির একটি মিশ্রিত রূপ (Blended Method) প্রয়োগ করা হয়। মিশ্র পদ্ধতিতে পঠনসামগ্রীর বৈশিষ্ট্য, শিশুর চাহিদা, যোগ্যতা, ভাষাদক্ষতা এবং পঠনের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে Top-Down এবং Bottom-Up উভয় পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। শিশুদের জন্য পঠনসামগ্রী অর্থবহ হওয়া একান্ত দরকার। কারণ শিশুরা ভাষার অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা অর্জন করে একটি অর্থপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতের মাধ্যমে। তবে এটাও সত্য যে লিখিত ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য, অনেক ধরনের বই পড়ার জন্য তাদেরকে বর্ণ চিনতে হবে, শব্দ ও বানানের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, বাক্যের লিখিত রূপ দিতে পারতে হবে। এইজন্য এই দুটি পদ্ধতির মিশ্রিত রূপ প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পড়তে শেখার উপাদান

ধ্বনিগত সচেতনতা

ধ্বনিগত সচেতনতা হলো বলার সময় শব্দের উচ্চারণ-পার্থক্য শনাক্ত করা, সে অনুযায়ী প্রতিটি শব্দের পৃথক শব্দাংশ উচ্চারণ করার দক্ষতা বা সামর্থ্য। মুদ্রিত লেখা পড়তে শেখার আগেই কীভাবে শিশুর শব্দের উচ্চারণ গঠিত হয় এবং গঠন অনুসারে উচ্চারণ করতে বা বলতে হয় তা শিখতে হয়। তাকে অবশ্যই বুঝতে হয় যে, শব্দ কতগুলো ধ্বনি অথবা শব্দাংশের উচ্চারণের সমন্বয়েই গঠিত হয়।

উচ্চারণগত পরিবর্তনের কারণে শব্দের অর্থ বদলে যায়। উদাহরণস্বরূপ ‘কলম’ শব্দের তিনটি পৃথক ধ্বনি হচ্ছে /ক/ /ল/ /ম/। এখানে প্রথম ধ্বনি ‘ক’ এর স্থলে ‘ম’ বসালে হয়ে যায় ‘মলম’। এতে যেমন উচ্চারণের মধ্যে পরিবর্তন আসে, তেমনি অর্থের মধ্যেও পার্থক্য ঘটে।

শিশুরা বিভিন্নভাবে ধ্বনিগত সচেতনতা লাভ করতে পারে।

যেমন—

- গুরুত্ব একই রকম উচ্চারণ হয় এমন শব্দ চিনতে পারা। যেমন : অজ, অনল; ইট, ইলিশ; ঈগল, ঈশান; কলা, কলম, কলস, কদম, কমলা, কথা।
- শব্দের প্রথম ও শেষ ধ্বনি চিনতে পারা ও উচ্চারণ করতে পারা। যেমন : ‘কলম’ শব্দে প্রথম ধ্বনি /ক/ ও শেষ ধ্বনি /ম/ এবং ‘চডুই’ শব্দে প্রথম ধ্বনি /চ/ ও শেষ ধ্বনি /ই/।
- শব্দ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করতে পারা (যেমন : বই = ব ই; মঙ্গল = ম ঙ+গ ল; ব ই = বই, ম ঙ+গ ল = মঙ্গল)।
- উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণ বা শব্দাংশ আলাদা করতে পারা। (এক তান = একতান)
যে সকল শিশুর ধ্বনিগত সচেতনতার দক্ষতা আছে তারা ধ্বনিগত সচেতনতাহীন শিশুর তুলনায় শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ ও সঠিক বানান গঠনে অধিক পারদর্শী।

বর্ণজ্ঞান

বর্ণজ্ঞান হলো বর্ণমালা থেকে বর্ণ শনাক্ত করার সামর্থ্য অর্থাৎ যেকোনো বর্ণ চিনতে পারা, বলতে পারা এবং সঠিক নিয়মে লিখতে পারা। বর্ণ যেকোনো ধ্বনির ক্ষুদ্রতম একক। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পঠন উন্নয়নের জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে এই সামর্থ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

বর্ণমালার পরিচিতি লাভ কার্যকর প্রাক-পঠনের একটি শক্তিশালী নির্দেশক। যখন শিশু দ্রুত বর্ণ চিনতে পারে, তখন তার মধ্যে এই উপলব্ধি আসে যে বর্ণসমূহ একটি চমৎকার ধারাবাহিকতা ও আদর্শ রীতি অনুসরণ করে শব্দে ব্যবহার করা হয়। যখন শিশু সহজেই এক বর্ণের আকৃতির সঙ্গে অন্য বর্ণের আকৃতির পার্থক্য শনাক্ত করতে পারে, তখন তারা বিভিন্ন শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ ও এর উচ্চারণের মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে পায়।

ইংরেজি বর্ণসমূহের নাম ও আকৃতি একটির সঙ্গে অন্যটি প্রায় কাছাকাছি হওয়ায় অনেক নিয়ন্ত্রিত ও আনন্দময় পদ্ধতির মাধ্যমে শিখন ত্বরান্বিত করা যায়। ইংরেজি বর্ণের ন্যায় বাংলা বর্ণ খুব একটা সহজ নয়। এজন্য বাক্য

অনুক্রম→ শব্দ অনুক্রম→ বর্ণ পদ্ধতিতে বর্ণজ্ঞান অর্জন করলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। একই আকৃতির বর্ণগুলো এক সঙ্গে লেখা শিখলে তা শেখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। প্রাক-প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক শ্রেণির শিশুদের বর্ণের নাম, আকৃতি, উচ্চারণ ও বর্ণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য শিক্ষকের উচিত তাদের জন্য বিভিন্ন আনন্দদায়ক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।

শব্দজ্ঞান

কার্যকর যোগাযোগের জন্য শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একজন ব্যক্তি যত শব্দ জানে তা ঐ ব্যক্তির শব্দভাণ্ডার। আমাদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় কথা বলা বা পড়ার মাধ্যমে। মৌখিক শব্দভাণ্ডার হলো সেই সকল শব্দ, যা আমরা কথা বলায় ব্যবহার করি ও শুনি। পড়ার শব্দভাণ্ডার হলো সেই সকল শব্দ, যা আমরা মুদ্রিত কোনো লেখায় চিনতে পারি বা লেখায় ব্যবহার করতে পারি।

শব্দভাণ্ডার পড়তে শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পড়তে শিখছে এমন শিশুরা যে সকল শব্দ শুনেছে বা যেগুলোর অর্থ বুঝতে পারে বা মুদ্রিত অবস্থায় কোথাও দেখেছে তা তারা ব্যবহার করতে পারে। যখন একজন নব্য পড়ুয়া বইয়ে ‘কলম’ শব্দটি দেখে তখন কী ঘটে? যেহেতু কলম শব্দে ক, ল এবং ম বর্ণ তিনটির প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, যা তার পরিচিত এবং শব্দটি সে বহুবার শুনেছে বা বলেছে, তাই শব্দটি চিনতে পারা অনেক সহজ হয়। কিন্তু যে শব্দগুলো তার শব্দভাণ্ডারে নেই, সেগুলো চিনতে বা পড়তে তাদের বেশ সমস্যা হয়।

বোধগম্যতার জন্য শব্দভাণ্ডার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শব্দের অর্থ জানা না থাকলে একজন পাঠকের পক্ষে পড়ে একই সঙ্গে বুঝতে পারা সম্ভব হয় না। শিশুর পড়ার ধরন যেহেতু ক্রমশ কঠিন হতে থাকে, তাই তাদের মৌখিক শব্দভাণ্ডারের পাশাপাশি নতুন শব্দের অর্থও জানতে হয়।

সাবলীলতা

সাবলীলতা হলো একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ শুদ্ধভাবে ও স্বাভাবিক গতিতে পড়ার দক্ষতা। সাবলীল পাঠক পড়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই শব্দ চিনতে পারে। এরা পঠিত শব্দগুচ্ছ মনে রেখে এর অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে

পারে। সাবলীল পাঠক গলার স্বরের ওঠানামা করে সরবে পড়তে পারে। তার পড়ার উচ্চারণ সাধারণ কথা বলার মতো স্বাভাবিক হয়। যারা সাবলীলতা অর্জন করতে পারেনি তারা ধীরে ধীরে এবং একটি একটি করে শব্দ বানান করে পড়ে। ফলে তাদের পড়া হয় তুলনামূলক ধীরগতির, কখনো বা অস্পষ্ট উচ্চারণে। পড়ায় সাবলীলতা শব্দ চেনা ও বোধগম্যতার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে। সাবলীল পাঠক/শিক্ষার্থী একটি একটি করে শব্দ চেনা ও বানানের ওপর মনোনিবেশ না করে পঠিত পাঠ্যাংশের মূলভাব অনুধাবনে বেশি মনোযোগ দেয়। তারা দ্রুত পাঠ্যাংশের মূল ধারণাসমূহের সঙ্গে নিজের পূর্বজ্ঞানজাত ধারণার সমন্বয় করতে পারে। অন্য কথায়, সাবলীল পাঠক প্রতিটি শব্দ চিনে পড়ে পাঠ্যাংশের অর্থ বুঝতে পারে। যারা সাবলীল পাঠক নয়, তারা গুরুত্ব দেয় শব্দ চেনা ও বানান করার ওপর। ফলে তারা পাঠ্যাংশ বোধগম্যতার ওপর স্বাভাবিকভাবেই কম মনোযোগ দিতে পারে। পাঠের উন্নয়ন ঘটে সুসংগঠিত ও পর্যায়ক্রমিক অনুশীলনের মাধ্যমে। পড়ার সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রারম্ভিক স্তরে শিশুর মৌখিক পড়া অপেক্ষাকৃত ধীরগতির ও অশুদ্ধ হয়। কেননা, এ সময় শিক্ষার্থীরা বর্ণ থেকে ধ্বনি চিনে উচ্চারণ করে, বর্ণের সঙ্গে বর্ণ মিলিয়ে শব্দ গঠন করে অর্থ উদ্ধার করতে শেখে। এমনকি শিশু অনেক শব্দ স্বাভাবিকভাবে চিনতে পারলেও অর্থ না জানার কারণে তাদের মৌখিক পড়া সাবলীল হয় না। অভিব্যক্তিসহ পড়ার ক্ষেত্রে পাঠকের অবশ্যই পাঠকে অর্থপূর্ণভাবে বিভক্ত করার দক্ষতা থাকতে হয়। এই বিভক্ত শব্দগুচ্ছের মধ্যে বিভিন্ন বাগ্ধারা বা শব্দগুচ্ছ থাকতে পারে। বাক্যের মধ্যে বা শেষে কোথায়, কতটুকু থামতে হয় এবং কখন স্বরের ওঠানামা করতে হয় তা অবশ্যই পাঠককে জানতে হয়। সাবলীল পাঠক বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো দ্রুত ও সহজে পড়তে পারে। পাঠ্যাংশের ধরন, ব্যবহৃত শব্দের পরিচয় এবং পঠিত অংশটি কতবার পড়া হচ্ছে (পঠনের সংখ্যা), তার ভিত্তিতে পড়ায় গতিসঞ্চর ঘটে।

কোনো কোনো পাঠক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত কিছু শব্দ নতুন হলেও চিনতে পারে। আবার কোনো কোনো পাঠক একই শব্দ পাঠ্যাংশের অন্তর্গত অন্য বাক্যে ব্যবহার করা হলেও তা চিনতে পারে না। স্বয়ংক্রিয়ভাবে শব্দ চিনতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুততার সঙ্গে পড়ার চর্চার জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা দরকার। যে সকল শিশু সঠিক নির্দেশনা ও গঠনমূলক মতামতসহ নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ সরবে পড়ে ও বারবার অনুশীলন করে, তারা উত্তম পড়ুয়া হতে পারে। একই পাঠের বারবার সরবপাঠ পাঠকের শব্দ চিনতে পারার হার বৃদ্ধিতে, পাঠে গতিসঞ্চরে ও নির্ভুল পঠনে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করে।

বোধগম্যতা

পড়ার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বোধগম্যতা। যদি কোনো পাঠক শব্দ বা বাক্য পড়তে পারে অথচ তার অর্থ বুঝতে না পারে, তাহলে সেটা প্রকৃত অর্থে পড়া হয় না।

বোধগম্যতা একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া, যার জন্য দরকার হয় পড়ার বিষয়বস্তু ও পাঠকের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যমূলক ও চিন্তনশীল মিথস্ক্রিয়া। “বোধগম্যতা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক চিন্তন প্রক্রিয়া, যা পাঠ্য বিষয় ও পাঠকের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়” (Harris & Hodges, 1995)। পাঠক যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো কিছু পড়ে তখন সে এর অর্থ অনুধাবনের জন্য এতে পরিপূর্ণ মনোযোগ দেয়, পূর্বজ্ঞানের নির্ভরতায় নিজে নিজে চিন্তা করে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় পড়ে অনুধাবনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। অর্থাৎ পাঠক যখন পড়ার বিষয়কে তার নিজস্ব জ্ঞান ও পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারে তখনই বোধগম্যতা বাড়ে, যা তার মানসিক অংশগ্রহণ বাড়িয়ে নতুন শিখনটি মনে রাখায় সহায়তা করে।

শ্রেণিকক্ষে পড়া অনুশীলন ও মূল্যায়ন

ধ্বনিগত সচেতনতা

১. একই রকম শব্দ বা ধ্বনি অথবা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা ধ্বনি চিহ্নিত করা (বউ, মউ, পাখি);
২. অন্ত্যমিলসম্পন্ন শব্দ শনাক্ত করা (টুটি-ছুটি, পাই-যাই, সকালে-কপালে, পায়রা-টায়রা);
৩. বাক্যে শব্দের সংখ্যা অনুসারে হাততালি দেওয়া (ইতল{তালি}, বিতল{তালি}, গাছের{তালি}, পাতা{তালি});
৪. একই ধরনের চরণে/বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দ খুঁজে বের করা (হনহন, পনপন, ঝনঝন, কনকন, শনশন, ভনভন);
৫. শেষে মিল রেখে শব্দ প্রণয়ন করা (যেমন : ফুল-ভুল, ছয়-ভয়, চার-হার, আট-ঘাট);
৬. শব্দের অন্তর্গত শব্দাংশ (অক্ষর) অনুসরণ করে হাততালি দেওয়া (নাগর{তালি}, দোলা{তালি} অর্থাৎ ‘নাগরদোলা’, শব্দটির দুই অংশের (অক্ষর) জন্য দুবার হাততালি);
৭. একাধিক শব্দের বাক্যে কোন ধ্বনিটি পৃথক তা শনাক্ত করা;
৮. মুখে মুখে শব্দাংশ (অক্ষর) বের করে বানান করা (ঢোল-কলমি; মহা-নবি);
৯. শব্দাংশ আলাদা করা (প্রজা-পতি, দাদি-মা);
১০. শব্দের আদ্যক্ষর বা প্রথম ধ্বনি শনাক্ত করা (কলম, কলা, কলস।)

বর্ণজ্ঞান

১. স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শনাক্ত করতে দেওয়া;
২. স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে দেওয়া;
৩. সঠিক আকৃতিতে বর্ণ লিখতে দেওয়া;

৪. কার-চিহ্নযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে দেওয়া;
৫. যুক্তব্যঞ্জন চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে দেওয়া;

শব্দজ্ঞান

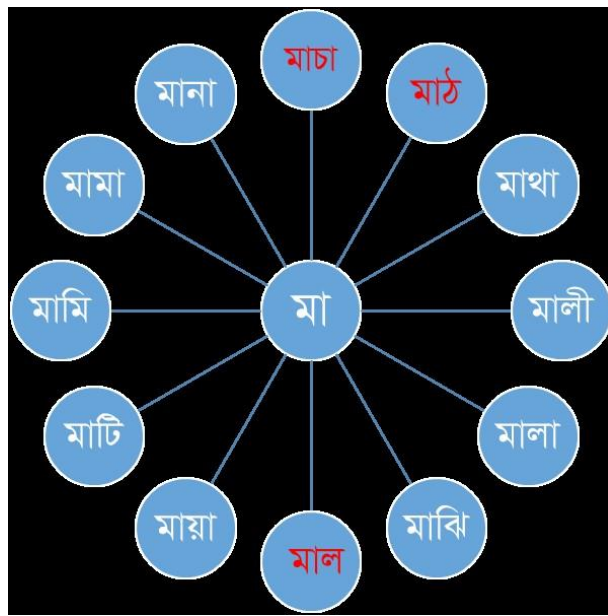
শিক্ষার্থীদের পড়া ও লেখার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দজ্ঞান বৃদ্ধির কৌশল-

১) পাঠ্য বইয়ের নতুন শব্দ

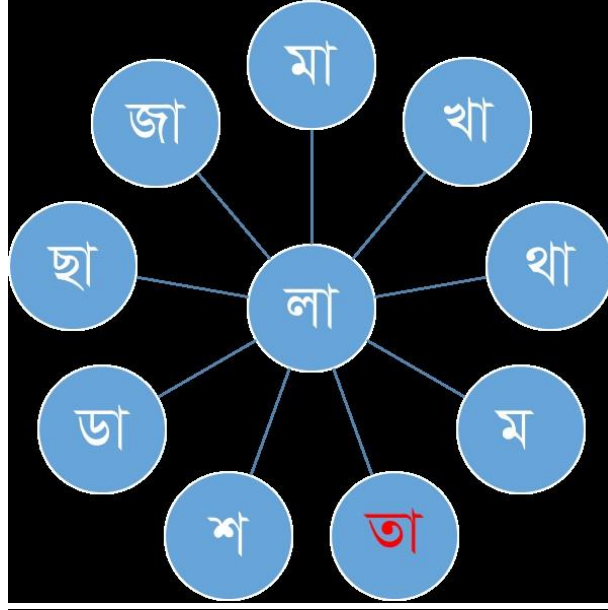
শিশুর পড়া ও লেখা দক্ষতা অর্জনে শব্দজ্ঞান জরুরি। এজন্য শিক্ষক শিশুকে পাঠে ব্যবহৃত নতুন বা কঠিন শব্দের অর্থ বুঝতে সহায়তা করবেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই নতুন নতুন শব্দ সঠিক বানানে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ে অর্থ খুঁজে বের করতে পারে এবং প্রয়োজনানুসারে বাক্যে ব্যবহার করতে পারে সেই দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক সহায়তা করবেন (যেমন- পাঠ শিখি অংশ)।

২) ভাষার কাঠামো শিখতে সহায়তা করা ও শব্দ তৈরি

শিশুদের নতুন শব্দ শিখতে সহায়তা করার একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো শব্দের মূল অংশ চিনতে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে প্রথম দিকে শিশুর পরিচিত শব্দ থেকে কোনো একটির মূল অংশ ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করার খেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন- ‘মা’ শিশুর কাছে একটি পরিচিত শব্দ, এটিকে মূল শব্দ বা শব্দাংশ বিবেচনা করে নতুন শব্দ তৈরির কৌশল দেওয়া হলো-



শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এভাবে যেকোনো একটি মূল শব্দ বা শব্দাংশ (শুরু/শেষ) দিয়ে নতুন শব্দ তৈরির খেলা করা যায়। এর মাধ্যমে শিশুরা নতুন নতুন শব্দ গঠন করতে শেখে। যেমন :



৩) প্রাসঙ্গিক ধারণার ব্যবহার

কোনো শব্দ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ধারণা দিয়ে এর অর্থ বোঝানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অপরিচিত শব্দ শিখতে সহায়তা করা যায়। যেমন—কোনো পাঠে ‘স্থানান্তর’ শব্দটি শিক্ষার্থীর কাছে প্রথম বারে পড়ার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রয়োজন। এর আভিধানিক অর্থ “কোনো কিছুর অবস্থানের পরিবর্তন” অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া। কিন্তু এ অর্থ শিশুর কাছে প্রথম অবস্থায় নিরর্থক হবে। যতক্ষণ না সে এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে, ততক্ষণ পাঠ্যাংশের যথাযথ অনুধাবনও তার হবে না। তাই শব্দটির অর্থ বোঝাতে সহজ উদাহরণ বা বাস্তব প্রেক্ষাপট দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তা শিখনে সহায়ক হবে। পাঠ্য বিষয়ে এমন অচেনা শব্দ এলে শিক্ষককে সব সময় তাদের পরিবেশ-জ্ঞান ও জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল রেখে উদাহরণ দেওয়া ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরও একইভাবে চিন্তা করতে উৎসাহ দিতে হবে, যেন তাদের নতুন শব্দজ্ঞান অর্জন সহজ হয়। নতুন শব্দজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ধারণা দিয়ে শেখানোর পদ্ধতি শব্দভাণ্ডারে নতুন শব্দ গঠনে খুবই সহায়ক। তবে কেবল একটি পদ্ধতিই নতুন শব্দজ্ঞান শেখানোর জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, এর ফলে অনেক সময় মূল শব্দার্থ জানার চেয়ে অনুমাননির্ভর ভাবার্থ গঠনের সম্ভাবনা থাকে। শব্দভাণ্ডারে নতুন শব্দ সংযোজন

তখনই কার্যকর হবে, যখন অনেকগুলো পদ্ধতির সমন্বয়ে তা শেখানো হবে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে শেখানো হলে শিখনের পুনরাবৃত্তির সুযোগ ঘটে। ফলে ধারণা যথাযথ ও দৃঢ়ভাবে শিশুমনে প্রোথিত হতে পারে।

৪) একই শব্দ খুঁজে বের করা

যেকোনো নতুন শব্দ মাত্র একবার পড়ে মনে রাখা খুবই কঠিন। শিশুরা নতুন শব্দ ভালোভাবে শিখতে পারে, যদি সেটি পড়ার বা লেখার সময় বারবার শব্দটির ব্যবহার দেখে বা নিজে ব্যবহারের সুযোগ পায়। যেমন—কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বস্তুর নাম পড়ানোর সময় ব্যক্তি বা বস্তুটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারেন। সংশ্লিষ্ট পাঠ উপকরণের ব্যবহারে বিষয়টি শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় হয় এবং শব্দটি মনে রাখাও সহজ হয়। পড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো পাঠে বা অন্যান্য সহশিক্ষাক্রমিক কাজেও নতুন শব্দটি ব্যবহার করা যায়। এমনকি ঐ মাসের পাঠ্য বিষয় থেকে এরূপ অপরিচিত শব্দগুলো শনাক্ত করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে শব্দকোষ বা শব্দের ক্যালেন্ডার হিসেবে তৈরি করে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে শিশুরা অপরিচিত শব্দটি বারবার দেখার সুযোগ লাভ করবে। এ ধরনের নতুন শব্দ গঠনে ও বাক্য রচনার অনুশীলন অত্যন্ত কার্যকর একটি উপায়।

সাবলীলতা

১. রচনা (Text) শুদ্ধভাবে ও স্বাভাবিক গতিতে পড়তে দেওয়া;
২. সরবে পাঠ্যাংশ পড়তে দেওয়া;
৩. নীরবে পাঠটি পড়তে দেওয়া;
৪. আবৃত্তি করতে দেওয়া;
৫. রচনার মূলভাব বলতে ও লিখতে দেওয়া;

বোধগম্যতা

১. রচনা পড়ার পর মূল বক্তব্য বলতে ও লিখতে দেওয়া;
২. শব্দ বলতে ও লিখতে দেওয়া;
৩. শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে ও লিখতে দেওয়া;
৪. পাঠের বিষয়ের ভাবানুসারে আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে দেওয়া;
৫. পাঠ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যমূলক বিষয় শনাক্ত করতে দেওয়া;

৬. পাঠের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে দেওয়া;

বোধগম্যতায় দক্ষ শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ –

১. কেন পাঠটি পড়ছে সে সম্পর্কে তারা সচেতন;
২. পড়ার আগে তারা একনজরে পাঠটি দেখে নিয়ে পাঠ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা গ্রহণ করে;
৩. পরবর্তী পাঠ্যাংশ সম্পর্কে আগাম অনুমান করতে পারে;
৪. পাঠের সার্বিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে তারা প্রয়োজনানুসারে পাঠ্যাংশ নির্বাচন করে পড়ে;
৫. পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে পাঠের ধারণার যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে;
৬. পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব-অনুমান ও পড়ার পর প্রাপ্তি পূরণ সম্পর্কে নোট লিখে রাখে;
৭. নতুন ধারণার সঙ্গে পূর্বের ধারণার সামঞ্জস্য না হলে যৌক্তিক বিবেচনায় তারা পূর্ব-ধারণাকে প্রয়োজনানুসারে পরিমার্জন করে;
৮. বিষয়বস্তুর সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তারা পাঠের অপরিচিত শব্দের অর্থ বের করে;
৯. তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বা লেখার নিচে দাগ দেয়, বারবার পড়ে, লিখে রাখে, নিজের মতো করে মনে রাখার কৌশল আয়ত্ত করে, পাঠ্যাংশ ব্যাখ্যা করে এবং এর মান মূল্যায়ন করে;
১০. পড়া শেষে তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা শিখন পর্যালোচনা করে;
১১. পাঠের ধারণা পরবর্তীকালে কীভাবে ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে;
১২. বিভিন্ন ধরনের পাঠ (যেমন-বর্ণনামূলক বনাম তথ্যভিত্তিক) বিভিন্নভাবে পড়ে এবং গল্পের ভিন্নতার ব্যাপারে সচেতন থাকে।

ভাষাদক্ষতা: লেখা

লেখা (Writing) কী?

লেখা / লিখন ভাষার একটি স্থায়ী রূপ। বিশ্বের প্রতিটি ভাষারই লেখ্যরূপ রয়েছে। মানুষ লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে এবং যোগাযোগ করে থাকে। লিখিত বক্তব্য লেখকের অনুপস্থিতিতেও পড়ার সুযোগ থাকে। গুনগতমানসম্পন্ন লেখা হলে পড়েন অসংখ্য পাঠক এবং লেখাটিও দীর্ঘদিন টিকে থাকে। লেখার ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার রয়েছে। যেমন – কেউ লেখেন কবিতা, কেউ চিঠি, আবার কেউ কেউ লেখেন গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি। লেখার মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। লেখার সময় খুব মনোযোগী হতে হয়। কেননা লিখতে গেলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে লিখতে হয়। লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়

উপযোগিতা হলো এর মাধ্যমে মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যারা লিখতে পারেন বা লেখেন তারা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হন।

লেখার বৈশিষ্ট্য

১. লেখা ভাষার স্থায়ী রূপ;
২. লেখা উৎপাদনমূলক ভাষিক দক্ষতা;
৩. এটি একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া;
৪. লেখার সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হয়।

লেখার গুরুত্ব

লেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এটি ভাষার একটি স্থায়ী রূপ। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে লেখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আগে লেখাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত। বর্তমান কালেও আমরা চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করি। লেখা দলিল-দস্তাবেজ এর ক্ষেত্রে লেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদেরকে অনেক তথ্য এবং প্রয়োজনীয় বিষয় (Document) লিখে রাখার প্রয়োজন হয়। আমরা সবসময় সব কথা বা তথ্য মনে রাখতে পারি না। সেসব ক্ষেত্রেও ঐ তথ্যগুলো আমাদের লিখে রাখার প্রয়োজন হয়। সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে লেখার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিখিত বই-পুস্তক পড়ে আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং লেখা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে লেখা অত্যন্ত কার্যকর। সংবাদপত্রে সংবাদ লিখে তা দেশবাসীকে জানানো যেতে পারে। লেখার মাধ্যমে লেখকদেরও আত্মপরিচয় ঘটে এবং লেখার মাধ্যমে তাঁরা অমরত্ব লাভ করতে পারেন। লেখক অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর লেখার মাধ্যমে মানুষ লেখক সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাঁর লিখিত বিষয়াবলি পড়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

লেখার কাজে আমাদের যে প্রত্যঙ্গগুলো জড়িত তা হচ্ছে চোখ, হাত ও আঙুল। এর পশ্চাতে কাজ করছে আমাদের মানস ও ইচ্ছাশক্তি। তাই লেখায় মানসিক তৎপরতা ও স্পর্শানুভূতি একই সঙ্গে কাজ করে। এর ফলস্বরূপ লেখায় ব্যক্তি ও সমাজ-মানসের বিশিষ্ট রূপ প্রতিফলিত হয়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে লিখন-কলা মানসসম্পদ সংরক্ষণে সর্বজনীন ও সহজসাধ্য বাহন রূপে পরিগণিত। কথার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হলেও তা সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ করা সহজসাধ্য নয়। লেখার মাধ্যমেই স্থান ও কালের সীমা ছাড়িয়ে মনন ও চিন্তনের বিস্তার ও রক্ষণ সম্ভব হয়ে থাকে।

লিখন হলো বিভিন্ন কালের যোগসূত্র রক্ষার সর্বোত্তম মাধ্যম। আমরা বর্তমান জীবনের হলেও অতীত আমাদের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের যোগসূত্র ছাড়া উন্নত জীবনযাপন সম্ভব হতে পারে না। লিখনের মাধ্যমেই এই তিন কালের সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

লেখা ভাষা শেখার অন্যতম প্রধান সূত্র। লিখন-নৈপুণ্য অর্জনের মধ্য দিয়েই ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার সম্ভব হয়। ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার ব্যতিরেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সুসম বিকাশ ঘটে না। কাজেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য লিখন-নৈপুণ্য অর্জনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

লিখনের ধারণা

জন্মের পর থেকেই শিশুরা সক্রিয় ও উৎসুক শিক্ষার্থী। মৌখিক ভাষার ব্যবহারকারী হিসেবে তা প্রথম প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—‘প্রথমত, তারা তাদের শেখার উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয় এবং দ্বিতীয়ত, বর্তমান চাহিদার সাথে এগুলোকে সংযুক্ত করে শেখে’ (Ann Browne, Developing language and literacy 3 - 8, p. 92)। লিখনকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। ‘একটি হলো শিশুরা কীভাবে লেখা শেখে, অপরটি হলো শিশুরা লেখার মাধ্যমে কীভাবে শেখে’ (Cook, Vivian, Second Language Learning and Language Teaching. p. 113)।

Brozo and Simson-এর মতে, শিখনের ক্ষেত্রে লিখন একটি শক্তিশালী উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যে কারণে বলা হয়, ‘Writing is a powerful mean of learning’ (cited শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, শিক্ষায় যোগাযোগ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পৃ. ১১৮)। আবার Flower and Hayes (১৯৮৬)-এর মতে, লেখা হলো সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের মতামত আদান-প্রদান করার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়।

লিখনের প্রথাগত ধারণা

লেখা শেখার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র কাগজে-কলমে গড়ে ওঠে না। ‘এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধারাবাহিক ও সহায়তা নির্ভর প্রচেষ্টা’ (The Nature of Language-JSTOR by WG Moulton-১৯৭৩)। কিন্তু প্রচলিত ধারণায় মনে করা হয়, যেহেতু শিশুদের লেখার অভিজ্ঞতা কম, তাই তারা স্বাধীনভাবে লিখতে পারে না। এর অর্থ এই যে, যখন শিশুরা প্রথম লিখতে শেখে তখন তাদের বড়দের লেখা অনুসরণ করে লেখা উচিত। এক্ষেত্রে সঠিক বানান ও সঠিক আকার-আকৃতিতেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। কারণ হিসেবে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, যেভাবে শিশুরা কোনো কিছু দেখে অথবা যেভাবে তাকে লিখতে বলা হয়েছে সেটিই তার লেখার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেই লেখার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে (Ann Browne, Developing language and literacy 3 - 8, p. 107)।

লিখনের আধুনিক ধারণা

শিশুদের প্রাথমিক লিখন-প্রক্রিয়া বিদ্যালয়ে আসার অনেক আগে থেকেই শুরু হয় এবং শিশুরা এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। শিশুদের অধিকাংশই জানে যে, লেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে বিন্যস্ত হয় এবং উপর দিক থেকে নিচের দিকে বিস্তৃত হয়। শিশুদের অনেকেই বর্ণের আকৃতি জানে, প্রতীক চেনে, এমনকি বর্ণ যুক্ত করলেই যে শব্দ হয় না এটিও তারা জানে। এর কারণ হলো, ‘তার চারপাশে যে সকল লেখা দেখে সেখান থেকেই সে ধারণা পায়, যা দেখে তা অনুকরণ করে, বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য ও কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় তা আবিষ্কারের চেষ্টা করে’ (Ferreiro and Teberosky, 1983)।

লেখার সুবিধাসমূহ

- শিক্ষার্থীরা নিজেরাই লেখার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়।
- নিজেরাই লেখার প্রায়োগিক দক্ষতায় সিদ্ধ হয়।
- ভুল থেকেই শিক্ষার্থীরা সুযোগকে গ্রহণ করে।
- নিজেদের জ্ঞান ও তথ্যের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করে।
- সঠিকভাবে বর্ণ লেখা, বানান ঠিক করা বা হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন করার ওপর বিশেষ তাগিদ থাকে না বলে শিক্ষার্থীরা শিখনে স্বাধীনভাবে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে।
- লেখা শিশুকে চিন্তা-কল্পনা-প্রবণ ও সৃজনশীল হতে সহায়তা করে এবং লেখার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিক্ষার্থীকে লেখা চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য অর্জনে প্রেষণা সৃষ্টি করে।
- দ্রুত লেখার ক্ষেত্রে হয়তো শিক্ষার্থী একটু পিছিয়ে। এর জন্য তাকে সময় দিতে হবে। তাকে ধারণা দিতে হবে যে, লেখা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। নিজেই লেখার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুকে তার লক্ষ্যে যেতে দিতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে সে লেখার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আবিষ্কারের সুযোগ পাবে।

লিখন শিখনে শিক্ষকের করণীয়

- লেখার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল করে না তোলা;

→ পঠনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া।

লেখার পূর্ব-প্রস্তুতি ও লেখার উপ-দক্ষতা

প্রত্যেক শিশুই সহজাতভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে লেখার প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে। ‘ধুলোবালি নিয়ে নাড়াচাড়া করা, দু’হাতে বালি টেনে স্তম্ভ তৈরি করা, আঙুল কিংবা কাঠি দিয়ে ধুলোবালির ওপর আঁচড় কাটা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়েই তার লেখার জন্য পেশিগুলো কর্মক্ষম হতে থাকে’ (P. Jonhon, Teaching Reading and Writing, p. 277)। ‘মাটি দিয়ে পুতুল বানানো, বাসনকোসন তৈরি, অথবা নানা ধরনের প্রতিকৃতি বানানোর প্রচেষ্টাও তাকে স্বাভাবিকভাবে লেখার জন্য প্রস্তুত করে দেয়’ (Ear Wiggle’s Productions 2007, Inc.)। হাতের নাগালে কাগজকলম পেলে সে নিজে থেকেই ইচ্ছেমতো আঁচড় কাটা, হিজিবিজি আঁকা শিখতে শিখতে বর্ণ লেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে। এভাবেই শিশুর কাছে লেখার প্রমিত রূপটি পর্যায়ক্রমে উন্মোচিত হয়।

লেখার পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক কাজ

হিজিবিজি আঁকা

- উপর-নিচে দাগ দেওয়া
- পাশাপাশি দাগ দেওয়া
- ডট (.) চিহ্ন দেওয়া
- অর্ধ-গোলাকার দাগ দেওয়া
- গোলাকার দাগ দেওয়া
- রেখা দ্বারা আবদ্ধ করা ইত্যাদি।

শিশুর প্রাক লিখন-দক্ষতার উন্নয়ন

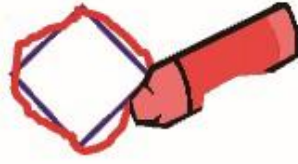
- আঁচড় কাটা বা হিজিবিজি আঁকার মধ্য দিয়েই একটি শিশুর লেখা আরম্ভ হয়। তারপর থেকে সে দাগ টানতে শুরু করে। ১৮ মাস বয়স থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে দাগ টানার সামর্থ্য অর্জন করে।



- ২ বছর বয়স থেকে শিশু আনুভূমিকভাবে (পাশাপাশি) রেখা টানার পূর্বেই উল্লম্বভাবে (উপর থেকে নিচে) দাগ টানতে শুরু করে। আড়াই বছর পর্যন্ত সে এভাবেই চলতে থাকে। ৩ বছর থেকে শিশু গোলাকার দাগ দিতে সমর্থ হয়।



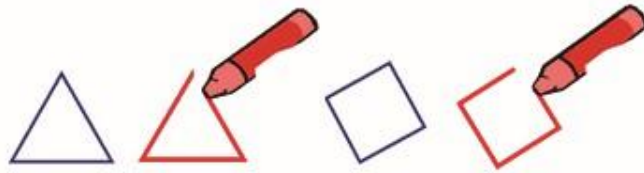
- সাড়ে তিন বছর বয়সে শিশুরা দেখে দেখে বর্ণ আঁকতে চেষ্টা করে। তারা তখন থেকে ডট (.) দিয়ে আঁকা কোনো চিত্র দেখে আঁকার চেষ্টা করে। যদিও এক্ষেত্রে তাদের আঁকা চিত্রের কোণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্ত চাপের ন্যায় ঘোরানো রূপ লাভ করে।



- যোগ চিহ্ন দেওয়ার সামর্থ্য অর্জিত হয় শিশুর ৪ বছর বয়সে। সুচারুভাবে না হলেও তখন থেকে শিশুরা ডট (.) অনুসরণ করে বর্গ এবং ত্রিভুজ আঁকতে পারে। ৫ বছর বয়সের আগেই সে সাধারণভাবে বর্গক্ষেত্র আঁকতে পারে এবং ডট (.) চিহ্ন দেওয়া ডায়মন্ড আকৃতি দাগ টেনে সম্পূর্ণ করতে পারে।



- পরবর্তী ১ বছরের মধ্যেই শিশুরা এক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা অর্জন করে এবং সমর্থ হয়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়েই শিশুরা ধীরে ধীরে বর্ণ আঁকতে ও লেখার দক্ষতা অর্জনের পথে পা দেয়।



লেখার উপদক্ষতা

প্রকাশমূলক দক্ষতার অন্যতম দক্ষতা হলো লেখা। আমরা যা মুখে বলি ‘লেখা’ অর্থ শুধুমাত্র সেটাই প্রকাশ করা নয়। অধিকন্তু এর মাধ্যমে আমরা ধারণা ব্যক্ত করি, চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করি এবং অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। লেখা-দক্ষতার মাধ্যমে সার্থক যোগাযোগ করতে প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন। (English for C-in-Ed Trainees, 2002 NAPE, DPE, Dhaka.p-91)

লেখার উপ-দক্ষতা বলতে আমরা বুঝি—

- লেখার কলাকৌশল (Mechanics of Writing)
- বর্ণ জুড়ে লেখা (Joining Letters)

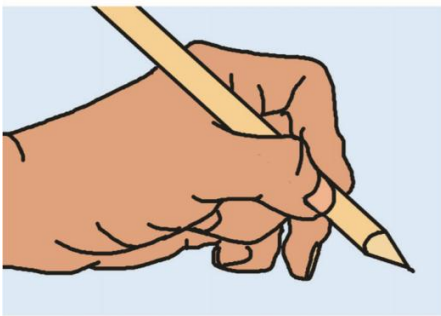
- বাক্য লেখা (Making Sentences)
- অনুচ্ছেদ লেখা (Writing Paragraph)

লেখার কলাকৌশল

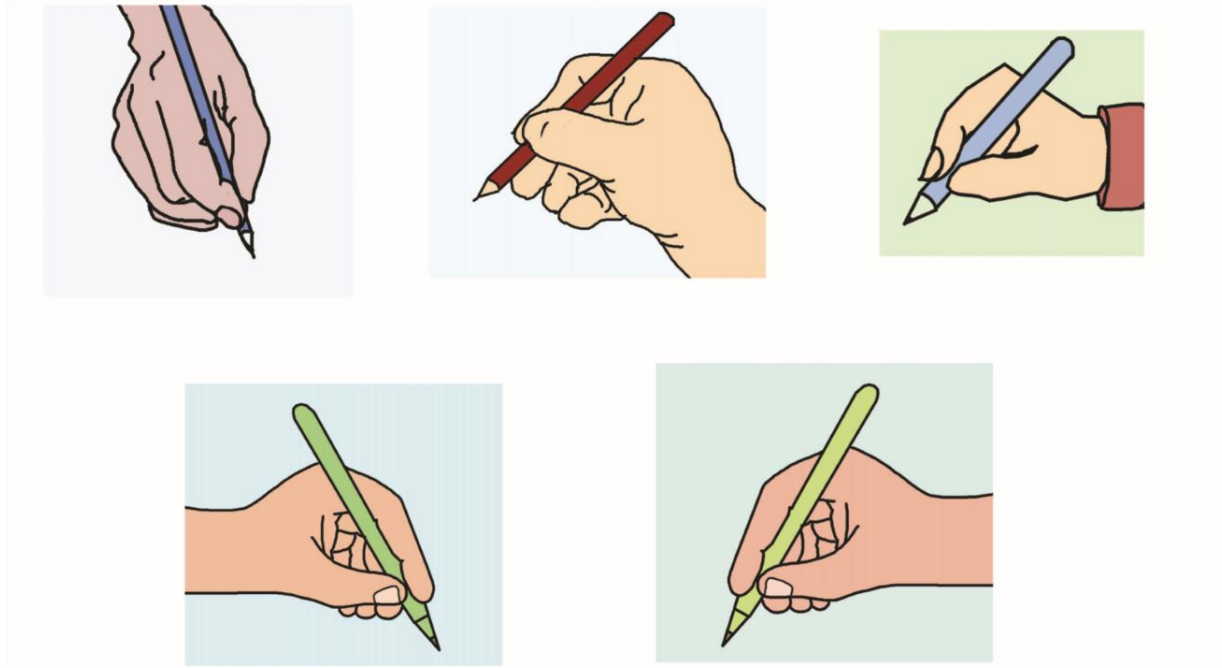


লেখার কলাকৌশল

ক) পেন্সিল নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা : যে সকল শিশু আদৌ লিখতে শেখেনি তাদের বর্ণ লেখা শেখানোর পূর্বেই পেন্সিল বা কলম কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়-তা শেখানো অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে কলমের পরিবর্তে পেন্সিল দিয়ে লেখা শুরু করাই শ্রেয়। বলা বাহুল্য, পেন্সিল ব্যবহার করার পূর্বেই শ্রেণিতে বা শ্রেণির বাইরে কাঠি দিয়ে, আঙুল দিয়ে খাতায় বা মাটিতে বর্ণের গঠন বা প্যাটার্ন আঁকতে সহায়তা করা উচিত। কারণ কলম অপেক্ষা পেন্সিল নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। যখন তারা বর্ণের গঠন লিখতে সমর্থ হবে তখনই তাদেরকে কলম দেওয়া বাঞ্ছনীয়।



লেখার আগেই শিক্ষকের উচিত কীভাবে পেন্সিল ধরতে হয় তা দেখানো। এতে করে শিশুর দক্ষতা অর্জিত হলেও কেবল ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে (খাতা ধরা, পেন্সিল ধরা ইত্যাদি) লেখায় দুর্বলতা থেকে যেতে পারে। এজন্য শিক্ষকের করণীয়—



খ) সঠিকভাবে পেন্সিল ধরা : উত্তম লেখা অনেকাংশে সঠিকভাবে পেন্সিল ধরার উপর নির্ভরশীল। তাই লেখা ভালো করার জন্য কীভাবে পেন্সিল ধরতে হয়—তা শিশুদের জানানো প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষকের প্রয়োজন—

- কীভাবে মধ্যমার অগ্রভাগের উপর পেন্সিলের অবস্থান দিতে হয় তা দেখানো।
- অগ্রভাগ থেকে প্রায় ১ ইঞ্চি উপরে পেন্সিল ধরতে বলা।
- বেঞ্চের/টেবিলের উপর কাগজ বা খাতা একটু কোনাকুনিভাবে স্থাপন করতে বলা।

গ) প্যাটার্ন বা আকৃতি আঁকা : বর্ণ লেখার পূর্বেই খাতায় প্যাটার্ন বা আকৃতি আঁকতে শেখানো অত্যাবশ্যিক। কারণ সাবলীলভাবে পেন্সিলের গতি নিয়ন্ত্রণে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রাচল্যভাবে শিশুর আঁকা প্যাটার্নের মধ্যেই বর্ণ লেখার অনেক কিছু বিদ্যমান।

বানান, হাতের লেখা ও বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার

লেখার সময় কয়কেটি বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। যেমন, লেখার সময় বানান ভুল হলে সঠিকভাবে ভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি শব্দ ভুলের কারণে বাক্যের অর্থও ভুল হয় অথবা পাল্টে যায়। খাতায় কিংবা বোর্ডে লেখার সময় হাতের লেখার প্রতিও যত্নবান হতে হয়। লেখা দেখতে সুন্দর হলে সকলে তা

পড়তে পছন্দ করে। হাতের লেখা স্পষ্ট না হলে সে লেখা পড়া দুরবোধ্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য সঠিকভাবে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার হওয়া আবশ্যিক। বিরতি দেওয়ার জন্য কিংবা হর্ষ, বিষাদ, জিজ্ঞাসা, ইত্যাদি প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষার নির্ধারিত বিরাম চিহ্ন জানা এবং এদের সঠিক ব্যবহাররীতি প্রয়োগ আবশ্যিক।

বানান লেখা

পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক অনুশীলনের আনুষ্ঠানিকতার পর শুরু হয় শিশুদের লিখনের পালা। ক্রমান্বয়ে যখন তাদের অনেকগুলো বর্ণ জানা হয়ে যায় তখন তাদের শেখাতে হয় শব্দ ও সহজ বাক্য লেখা। কিন্তু আমরা যখন শিক্ষক হিসেবে শিশুদের লেখা দেখি তখন প্রথমেই আমাদের নজর আসে বানান ভুলের দিকে এবং দ্বিতীয় বিচারে আসে লেখা বিষয়বস্তু। এর একটি বিশেষ কারণ হলো ‘লেখার কৌশল, কাঠামো বা শব্দ চয়নের থেকে বানান অনেক দৃষ্টিগ্রাহ্য’ (Ann Browne, Developing Language and Literacy 3-8, p.131)। আমরা বানানের ভুলকে দ্রুত শনাক্ত করতে সক্ষম কিন্তু বিষয়বস্তুগত সমস্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে লেখক কী বলতে চেয়েছেন তা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় ভালোভাবে না পড়া পর্যন্ত নির্ণয় করা কঠিন।

বানান শেখানোর কৌশল

গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ‘শিক্ষার্থীরা কীভাবে লেখে তার ওপরই বানান লেখা বিষয়টি নির্ভরশীল’ (Ann Browne, Developing Language and Literacy 3 - 8, p.132)। যখন শিক্ষার্থীদের অনেকগুলো বর্ণ জানা হয়ে যাবে তখন তাদের শব্দ ও সহজ বাক্য লেখা শেখাতে হবে। প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের জন্য copying একটি ভালো কৌশল। কেননা শিশুরা অনুকরণপ্রবণ। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষককে কতিপয় বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন—

- পড়ার নির্ভুল উপকরণ সরবরাহ;
- সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কি না;
- শব্দ লিখতে গিয়ে একই শব্দের মাঝখানে কোনো ফাঁক দিচ্ছে কি না;
- বিলম্বিত প্রতিলিপিকরণ (copying-হুবহু লেখা) তুলনামূলকভাবে সাধারণ প্রতিলিপিকরণ থেকে বেশি কঠিন। যেমন—

– শিক্ষক বোর্ডে একটি শব্দ লিখলেন এবং শিক্ষার্থীদের সেটি পড়তে বললেন। এরপর শিক্ষক শব্দটি মুছে ফেললেন এবং শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দটি লিখতে বললেন। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি কঠিন এ কারণে যে, শব্দটি

সম্পর্কে তাকে সামগ্রিক চিত্ররূপটি কল্পনা করতে হয় (English for C-in-Ed Trainees, NAPE, DPE, Dhaka.78, 79).

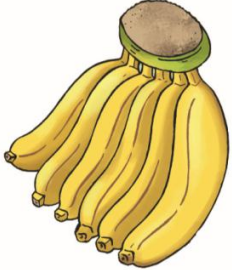
– লেখার দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষককে এমন কাজ দিতে হবে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের চিন্তাকে কাজে লাগাতে পারে। যেমন–

শব্দজট

শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে বর্ণগুলোকে এলোমেলো করে দেওয়া হয়। উদাহরণ, ‘বল’ শব্দ লিখতে ‘লব’, ‘কলা’ শব্দ লিখতে ‘লাক’ লিখে দেওয়া হলো। শিশুদের সেটিকে সাজিয়ে লিখতে বলতে হবে। তবে এক্ষেত্রে নিম্নরূপভাবে ছবিসহ লেখাকে সাজিয়ে দিতে হবে–

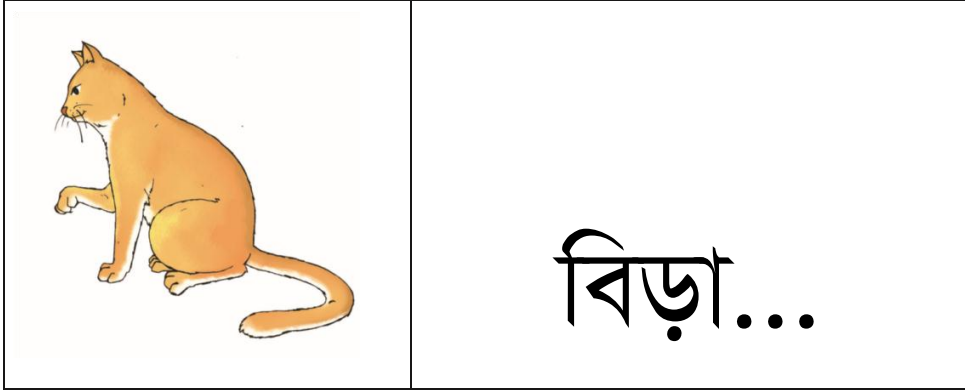
	লব	
--	----	--------

এবং

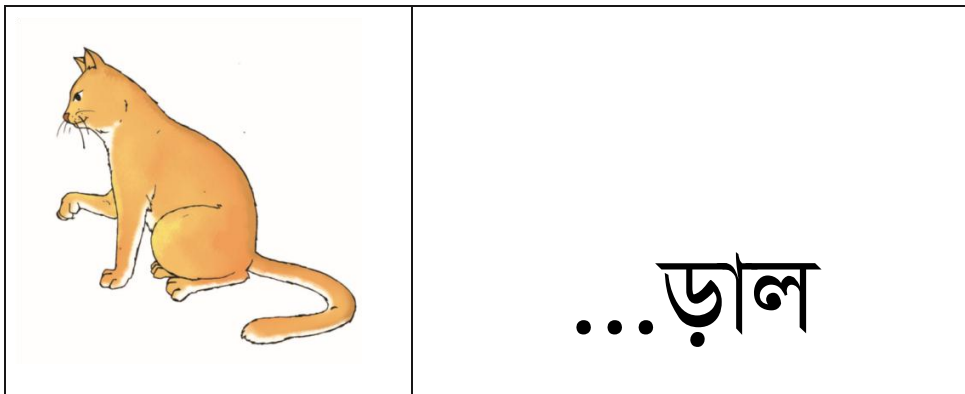
	লাক	
---	-----	--------

শূন্যস্থান পূরণ

শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বর্ণ বা শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে দিতে পারেন।
যেমন–



অথবা



অথবা



এক্ষেত্রে পরবর্তীতে ছবি না দিয়ে শুধুমাত্র বর্ণের স্থান ফাঁকা রেখে শব্দ সম্পূর্ণ করতে বলা যায়। ঠিক একইভাবে বাক্যস্থিত শব্দের স্থান ফাঁকা রেখে বাক্য সম্পূর্ণ করতে দেওয়া যায়। তবে শিক্ষকের মনে রাখা প্রয়োজন, এ সকল আয়োজনের কাঠিন্য নির্ভর করবে শ্রেণির ও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর।

বাক্যজট

বাক্যস্থিত শব্দগুলোকে প্রথমে এলোমেলো করে লিখতে হয়। এরপর ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলা হয়। যেমন—

- ভাত আমি খাই।
- আমোনা খেলে পুতুল।

বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈচিত্র্য বিদ্যমান। তাই বাক্য বিন্যাসের কাব্যিক রূপটি প্রাথমিকভাবে পরিহার করে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাঠামো ও সহজ রূপটিকে এক্ষেত্রে প্রামাণ্য হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

ছবি

বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কোনো জায়গা থেকে একটি ছবি দেখিয়ে ছবিতে কী প্রকাশ করছে সে বিষয়ে শিশুকে শব্দ বা বাক্য লিখতে বলা যায়।

ক্লো-চার্ট

এ-কৌশলটি অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার একটি কার্যকর লিখন-কৌশল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—শিশুদের নিজের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে একটি প্রবাহ-চিত্র লিখতে বলা হলো। নিচে প্রদত্ত ছকের অনুরূপে বা তাদের নিজস্ব প্যাটার্নে লিখতে বলা।

দাদা	দাদি
বাবা	মা
ভাই	আমি

এভাবে বীজ থেকে গাছ, পাতা, ফুল, ফল এবং আবার বীজ—এর প্রবাহ-চিত্র লিখতে দেওয়া যায়। শিশুরা যা কিছু করে তা অন্যকে দেখাতে চায় এবং কাজের স্বীকৃতি পেতে চায়। তাই যখন ছাত্রছাত্রীরা তাদের লেখা কাজগুলো জমা দেবে তাদের কাজগুলো যদি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা যায় তবে তা ছাত্রছাত্রীদের নতুন উদ্যোগে কাজ করতে উৎসাহ যোগাবে।

সৃজনশীল লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখা

সৃজনশীল লেখার নিয়ম

‘সৃজনশীল লেখা’ হলো কারো সহায়তা ছাড়াই একজন শিক্ষার্থীর চিন্তা-ভাবনার লিখিত রূপ, যা শিক্ষার্থী তার জানা আর কল্পনা থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে। এই মনোময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সৃজনশীল হয়ে ওঠে। এভাবে শিক্ষার্থী চিন্তা ও চিন্ত প্রকাশে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর লেখক হয়ে ওঠে।

শ্রেণি শিখনে সৃজনশীল লিখনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলার কৌশল শিক্ষককে জানতে হবে। এ বিষয়ের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক বিস্তারিতভাবে স্কুলভিত্তিক প্রশিক্ষণে প্রদান করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ হলো একটিমাত্র বিষয়ে (topic) কতকগুলো সুসংবদ্ধ বাক্যের সমষ্টি। অনুচ্ছেদের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—একটিমাত্র ভাব বা বিষয় এবং একটি স্বাভাবিক অনুক্রম ও যথাযথ ধারাবাহিকতা।

অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য

বিষয়বস্তু অনুসারে অনুচ্ছেদ তিন ধরনের হতে পারে, যেমন—বর্ণনামূলক (Descriptive), ঘটনামূলক (Narrative) ও চিন্তামূলক (Reflective). অন্যদিকে লেখা শেখানোর কৌশলের দিক বিবেচনা করলে আমরা ভিন্ন ধরনের অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য পাই।

প্রথমত, ‘শূন্যস্থান পূরণ’ প্রক্রিয়ায় অনুচ্ছেদ লেখা। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক প্রথমে পশু, পাখি বা অন্য কোনো বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারেন—যা শুধু শিক্ষকই জানবেন। এরপর সেই অনুচ্ছেদ থেকে কিছু বিশেষ শব্দ তুলে নিয়ে ঐ জায়গা ফাঁকা করে দেবেন। এবার শিক্ষক শূন্যস্থানযুক্ত অনুচ্ছেদ শিশুদের নিকট সরবরাহ করবেন এবং ঐ ফাঁকা স্থানে প্রকৃত/উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করবেন। দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখা। যেমন—

আমার নাম সুমি। আমার বয়স আট বছর। আমি নলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবার নাম আব্দুল গফুর। মায়ের নাম আমেনা বেইসম। আমার বাবা ব্যবসা করেন। মা গৃহিণী। আমার কোনো ভাই-বোন নেই।

এবার শিক্ষক শিশুদের নিজের জন্য প্রযোজ্য বয়স, নাম ইত্যাদি শব্দ বা তথ্য বসিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এ ধরনের লিখনকে ‘সমাস্তুরাল অনুচ্ছেদ লিখন’ও বলা হয়।

তৃতীয়ত, কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে শিশুর নিকট থেকে শিক্ষক কিছু ইঙ্গিতময় শব্দ (clue words) শনাক্ত করিয়ে নেন। শিক্ষক শিশুদের শব্দের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করেন। যেমন-‘বিড়াল’ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখার জন্য ‘ভূমিকা’, ‘রং’, ‘খাদ্য’, ‘উপকারিতা’ ইত্যাদি এ ধরনের শব্দগুলো নির্বাচন করে দেন।

অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল

শিশুদের অনুচ্ছেদ লিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে কতিপয় কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন, (Teaching Reading and Writing, Andrew P. Johnson. p.193)-

- বোর্ডে কোনো বিষয়ের মূল শব্দ লেখা;
- বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলো কী হতে পারে তা শিশুদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা;
- বোর্ডে শব্দগুলো লেখা;
- শব্দগুলোর পর্যায়ক্রম ঠিক করা;
- প্রয়োজনে কতিপয় শব্দ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া;
- খসড়া অনুচ্ছেদ লিখতে বলা;
- প্রত্যেকের লেখার উপর ফলাবর্তন দেওয়া (বানান, ভাষা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদি);
- পুনরায় লিখতে বলা;
- নিরীক্ষণ করা ও মন্তব্য প্রদান;

মনে রাখা আবশ্যিক, এ ধরনের কাজে শিশুর জন্য প্রয়োজন সহায়তা প্রদান ও অনুশীলন। তাই দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

অনুচ্ছেদ লেখার কতিপয় নিয়ম

- একটি প্যারায় লিখতে হবে;
- তথ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে;
- একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না;

- দশ/বারোটির বেশি বাক্য না লেখাই ভালো।

লেখার দক্ষতা উন্নয়নের কৌশল

ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য লেখাই একটি শিশুর জন্য সব নয়। শিশুর লেখার উপর ধারাবাহিক উন্নয়ন তাকে লেখার জগতে একটি অত্যাচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে। এর জন্য প্রয়োজন লেখার দক্ষতা উন্নয়নের ধারাবাহিক কার্যক্রমের নিরন্তর অনুশীলন। লেখার দক্ষতা উন্নয়নের এই কৌশল ভাষার দক্ষতা মূল্যায়নের সমতুল্য হলেও এটি একটি কৌশলও বটে। এ কৌশল মূলত তিনভাবে বিন্যস্ত, যথা-নিয়ন্ত্রিত লিখন, নির্দেশিত লিখন ও মুক্ত লিখন।

১। নিয়ন্ত্রিত লিখন

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ লেখাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন-একটি শব্দ বা বাক্য লিখতে দিয়ে তা অনুশীলন করানো, কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া, কতকগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানার জন্য কতকগুলো প্রশ্নোত্তর লিখতে দেওয়া, এলোমেলো শব্দ/বাক্য সাজিয়ে লিখতে দেওয়া, হাতের লেখা ইত্যাদি। এটা বর্ণের গঠন, শব্দ ও বাক্যের কাঠামো ও বানানের শুদ্ধতা আনয়নে সহায়তা করে।

২। নির্দেশিত লিখন

এরূপ লিখনে শিক্ষার্থীকে কিছু সূত্র দিয়ে দেওয়া হয়, যেন সে সূত্র ধরে কিছু লিখতে পারে। যেমন-বাক্য সম্পূর্ণকরণ, ছবি দেখে বর্ণনা করা, নির্দিষ্ট বাক্যকাঠামো ব্যবহার করে অনেকগুলো বাক্য তৈরি করা, কোনো প্রশ্ন ঘুরিয়ে করা ইত্যাদি। এরূপ লিখনের সাহায্যে সাধারণত কিছু তথ্য সরবরাহ করা হয়। কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয় বিধায় এরূপ লিখনকে নির্দেশিত লিখন বলে।

৩। মুক্ত লিখন

কোনো একটি বিষয় বা বস্তুর উপর শিক্ষার্থী নিজের মতো করে মনের ভাব গুছিয়ে লিখবে। শিক্ষক শুধু লেখার সূত্র ধরে দেবেন (কিসের উপর লেখা)। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশ লাভ করে। অনুচ্ছেদ লিখন, চিঠি লিখন, গল্প লিখন, রচনা লিখন, কোনো কিছুর বর্ণনা, ব্যাখ্যাকরণ, তুলনাকরণ, বিশ্লেষণকরণ ইত্যাদি এরূপ লেখার উদাহরণ।

শোনা ও বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতার সমন্বিত বিকাশ

শিশুদের যে ক্রমান্বয়ে ভাষাদক্ষতার বিকাশ হয় এবং বয়সের ধাপ অনুসারে ভাষার ক্রমবিকাশের একটি রূপরেখা তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই জেনেছি। যদিও সকল শিশুর ভাষাবিকাশ একইভাবে সাধিত হয়, নির্দিষ্ট করে এ কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না, কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের কাছে বয়সের ধাপ অনুসারে ভাষার ক্রমবিকাশের একটি রূপরেখা বর্ণিত তথ্যের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। কারণ এই যে শিক্ষক যখন ৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের মাতৃভাষা বিষয়ের একটি পাঠের পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করবেন তখন তাঁর অবশ্যই অনুমান করার প্রয়োজন হবে, এ বয়সে শিশুদের ভাষাদক্ষতা ও ভাষা-অভিজ্ঞতা কিরূপ এবং কী পরিমাণ হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, শিশুর জন্মের এক মাস বা দুই মাস পর থেকেই তার ভাষাগত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ শুরু হয়। দুই/তিন বছর বয়সে সে অর্থবহ কিন্তু সরল বাক্যে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে। এভাবে সে এক সময়ে ভাষাকে তার সকল কাজের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শেখে। বিদ্যালয়ে আসার পূর্বেই তার প্রধানত শোনা ও বলা দক্ষতার বিকাশ ঘটে যায়।

কোনো কোনো শিশু তার নিজ পরিবেশের কারণে মুদ্রিত লেখা এবং লিখিত কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। যেমন, শিশু সাইনবোর্ডের ছবি দেখে/লেখার বিষয়বস্তু শুনে তার করণীয় সম্পর্কে ধারণা পায়। যেমন, একটি দোকানের সাইনবোর্ড থেকে বোঝা যায় এটি কাপড়ের দোকান, না ঘড়ির দোকান অথবা টয়লেট সামগ্রীর দোকান। ঠিক তেমনি কোনো চিঠি লেখা অথবা কম্পিউটার টাইপ করা থেকে শিশু লেখার গুরুত্ব বিষয়ে অনুমান করতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়ে এসে শুধু যে পড়া ও লেখা দক্ষতার চর্চা করবে এবং শুধু এই দুটি বিষয়েই পারদর্শী হয়ে উঠবে সেটা ঠিক নয়। কেননা আমরা জানি, পড়া দক্ষতার বিকাশের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে শোনা ও বলা দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়ে থাকে। অর্থবহভাবে শব্দ অথবা বাক্যের যে ধ্বনিরূপ সে জানে, পড়তে গিয়ে একই ধ্বনিরূপ তাকে পড়া দক্ষতায় পারদর্শী করতে সাহায্য করে। একই কথা লেখা দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ সে যখন লেখে তখন প্রকৃতপক্ষে তা তার কথার লিখিত রূপ। একই কথা না লিখে সে বলেও প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু কথা বলার উন্নত রূপ হলো কথার লিখিত রূপ। কারণ কোনো কথা বলা হয়ে গেলে তা সংশোধন বা উন্নয়ন করা যায় না। কিন্তু লেখা সংশোধন ও উন্নয়ন করে প্রকাশিতব্য কথা বা চিন্তার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ দেওয়া সম্ভব এবং এভাবে লেখা দক্ষতা উন্নয়নের সার্থকতা পাওয়া যায়। বলা হয়, লেখা মানব-মেধার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেজন্য বিদ্যালয়ে পড়া ও লেখা দক্ষতার বিকাশ ও উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এর পূর্বে আমরা দেখিয়েছি পড়া ও লেখার মতো শোনা ও বলা দক্ষতার উন্নয়ন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ভাষাবিদরা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে পর ভাষার চারটি দক্ষতাকে সমন্বিতভাবে উন্নয়নের উপর জোর দেন। সাম্প্রতিককালে শিশুদের সাক্ষরতা লাভের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

বস্তুত সাক্ষরতা দ্বারা পড়া, লেখা, শোনা ও বলা ছাড়াও দেখা, প্রযুক্তির ব্যবহার, অনুচিন্তন তথা সৃষ্টিশীলতা প্রভৃতি দক্ষতার প্রকাশকে মনে করা হয়। অর্থাৎ শিশুর অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক পরিবেশে যে বিষয়গুলো তার জীবনধারণ থেকে গুরু করে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন হয়, যেমন— মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির ব্যবহার থেকে গুরু করে বিদ্যালয়ে অথবা অনুরূপ পরিবেশে যোগাযোগ করা, আয়োজন করা, সম্পর্ক বজায় রাখা, তথ্য সরবরাহ করা ইত্যাদি তার সাক্ষরতার উপাদান। এছাড়া এগুলো তার সাক্ষরতার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ, কারণ শিশুর প্রাথমিক কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি-দক্ষতা এবং সর্বোপরি চিন্তাশক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সে আধুনিক এবং সভ্য পৃথিবী-পরিবেশে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে। এ কারণে মুদ্রিত ভাষারূপের অর্থ উদ্ধার করা এবং যেকোনো বিষয়ে লিখতে পারার দক্ষতা ছাড়াও চিন্তা করতে পারার দক্ষতা, প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা এবং জীবন দক্ষতা (Life Skill) অর্জন করার জন্য বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা রাখা হয়।

শোনা, বলা, পড়া ও লেখা—এই চারটি দক্ষতা সমন্বিতভাবে অর্জনের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক কৌশল সম্পর্কে শিক্ষককে প্রথম শ্রেণি থেকেই সচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন শেখানো কার্যাবলির পরিকল্পনা করতে হবে, শিশুরা ভাষাকে ব্যবহার করে তাদের জানা কাজ যাতে সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রথম চাহিদা হলো—ব্যবহৃত শব্দের অর্থ জানা। পড়ার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কাজ। শিশুরা কখনো বানান করে পড়া শেখে না। পড়া শেখার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থপূর্ণ শব্দ এবং বাক্যটি, যা ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে পরিচিত। সে শব্দ ও বাক্যটি তাকে পড়িয়ে দিলে শিশু অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেই পড়তে সক্ষম হবে। পাশাপাশি তাকে পরিচিত শব্দটির অক্ষর এবং বানান সম্পর্কে অবহিত করলে সে ক্রমান্বয়ে পড়তে পারদর্শী হয়ে উঠবে।

এক্ষেত্রে গল্প বলা এবং পাঠ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে। শিক্ষক গল্প বলবেন, শিক্ষার্থীরা গল্প মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এরপর শিক্ষক ঐ গল্পটি পাঠ করবেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাথে প্রত্যেকটি শব্দের নিচে আঙুল দিয়ে ধরে পাঠ করবে। অবশ্য এভাবে বারবার পাঠ অনুশীলনের কাজে শিক্ষক পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন। এরূপ পাঠে পাশাপাশি বর্ণ, কার-চিহ্নসহ শব্দের বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হয়ে উঠবে। এভাবে শিক্ষার্থী নিজেই স্বাধীনভাবে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করতে শিখবে।

এখানে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, শব্দ, বর্ণ ইত্যাদি জানার পাশাপাশি হাতের লেখা হিসেবে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য লেখা চলতে থাকবে। হাতের লেখা শেখার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ যেন সে যথাযথভাবে জানে। এভাবে লেখায় মোটামুটি পারদর্শী হলে শিক্ষার্থীকে গল্প লিখতে উৎসাহিত করে তুলতে হবে যেন সে এক সময় স্বাধীনভাবে গল্প বা যেকোনো ধরনের লেখা লিখতে পারে।

গল্প বলা ছাড়াও কথা বলতে দিয়ে, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে দিয়ে, বিতর্ক করতে দিয়ে উপর্যুক্ত দক্ষতাগুলো সমন্বিতভাবে উন্নয়ন করা যায়। এখানে অবশ্য একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তক পড়া এবং সে সম্পর্কিত কোনো লেখা ব্যতীত অন্য কোনো কাজকে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার কাজ বলে মনে করি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেকোনো জ্ঞান এবং দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। শ্রেণিকক্ষে খেলাধুলা (ভাষা সম্পর্কিত খেলা : এরূপ কিছু খেলা পরিশিষ্টে প্রদান করা হলো), ভূমিকা অভিনয়, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, গল্প লেখা, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, শারীরিক কসরত করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ করা যায়। শিক্ষার্থীরা এসব কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একদিকে একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেয়ে লেখাপড়া উপভোগ করবে, অন্যদিকে নতুন শব্দ ও বাক্যরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক গুরুত্রে সক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করবেন, কিন্তু এক সময় তা শিক্ষার্থীদের উপর সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেবেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাত্রা উপলব্ধি করবেন। অনিচ্ছুক অথবা অপারগ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে উৎসাহী করে তুলবেন।

উল্লিখিত কাজগুলো পরিচালনার জন্য শিক্ষককে সচেতনভাবে শ্রেণিকক্ষ-সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পরিচালনা করতে হবে। প্রথমত পঠন-দক্ষতা-পারদর্শিতা অনুসারে দল ভাগ করতে হবে। প্রত্যেকটি দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা থাকতে হবে। শিখনসামগ্রীর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেক দলে শিক্ষার্থীরা কখনো জোড়ায়, কখনো সকলে মিলিতভাবে, কখনো একাকী শিক্ষকের প্রদত্ত কাজ করবে। অনুরূপভাবে একই ক্লাসে কিছু শিক্ষার্থী অভিনয় করতে পারে, অন্যরা কিছু পড়বে অথবা লিখবে বা আবৃত্তি করবে। একইভাবে সময়-ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিপাঠের নির্ধারিত সময় প্রতিটি শিশুর জন্য সমান হওয়া উচিত। অর্থাৎ কোনো শিশু শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে

অন্যরা তা নির্বাকভাবে শুনছে অথবা ক্লাসে মাত্র দুতিনজন সক্রিয় অন্যরা প্রায় নিষ্ক্রিয়-এরূপ অবস্থা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষক প্রতিদিন যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে (সাত দিন/পনের দিন) শিক্ষককে বিবেচনা করতে হবে, নির্ধারিত শিখন ফল অর্জনের ক্ষেত্রে কার অবস্থান কোথায়। ভাষাজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষাদক্ষতার সমন্বিত ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকদের তাই সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকা অপরিহার্য।

অধ্যায় ৫

বাংলা শিখন শেখানো কৌশল

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা। আবার শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য রয়েছে নির্ধারিত শিখনফল। আর এই শিখনফলগুলো অর্জনের জন্য প্রতি শ্রেণির বাংলা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে ছবির পাঠ, পরিচয়মূলক পাঠ, বর্ণ, ছড়া, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি রচনাই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শিক্ষার্থীরা এ বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে যাতে শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। একটি শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি প্রত্যাশার প্রকাশ ঘটে। প্রকৃত অর্থে সেই প্রত্যাশার সফল পরিণতি শ্রেণিকক্ষে শিখনক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। আর এ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষকগণ। তাই শিক্ষকগণকে বিষয়বস্তু অনুসারে শিখন শেখানো কৌশল জানা ও তা প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে বিষয়বস্তু অনুসারে শিখন শেখানো কৌশল শনাক্ত করা এবং তা প্রয়োগের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে মূলত নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যের পাঠ রয়েছে। যেমন:

- ছবিতে গল্প
- পরিচয়মূলক পাঠ
- বর্ণ শেখার পাঠ
- ছড়া ও কবিতার পাঠ
- গল্প ও প্রবন্ধের পাঠ
- সংলাপধর্মী বা কথোপকথনধর্মী পাঠ

এ ধরনের পাঠের বৈশিষ্ট্য যেমন আলাদা, তেমনি শিখন শেখানো কৌশলও ভিন্ন।

ছবিতে গল্পের পাঠ উপস্থাপন কৌশল (শুনি ও বলি পাঠের জন্য)

শিক্ষকের করণীয়

প্রস্তুতি পর্যায়

- শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে সকলের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক এমন স্থানে বসবেন বা দাঁড়াবেন যেন সকল শিক্ষার্থী তাঁকে দেখতে পায়।
- তিনি নিজে আজকে গল্প শোনার আগ্রহ প্রকাশ করবেন। প্রশ্ন করতে পারেন, যেমন-

- তোমরা কি বড়দের (মা-বাবা, দাদা-দাদি ইত্যাদি) কাছ থেকে কোনো গল্প শুনেছ ?
- কী গল্প শুনেছ তা বল, ইত্যাদি।
- সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে ১/২ জনের নিকট থেকে গল্প শোনার চেষ্টা করবেন।
- গল্প বলার জন্য প্রশংসা করবেন এবং তিনি আজকে একটি গল্প শেনাবেন তা - বলবেন।

উপস্থাপন পর্যায়

- বইয়ের ছবির দিক শিক্ষার্থীর সামনের রেখে এমনভাবে বইটি ধরবেন যেন সকলে তা দেখতে পায়।
- কতিপয় প্রশ্নের মাধ্যমে ছবিতে কী আছে?, কে কী করছে ?, গল্পের নাম কী হতে পারে ? ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা প্রদানে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের প্রথমে পাশের জনের সাথে আলাপের সুযোগ দিয়ে পরে একাকী বলতে উৎসাহ দেবেন।
- পরবর্তী ছবি দেখিয়ে পরস্পর আলোচনা করে বলতে বলবেন। এজন্য শিক্ষক এমনভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন যেন, প্রশ্নের উত্তর ছবির নিচে লেখা বিবৃতি বা বাক্যের কাছাকাছি হয়। কোনোভাবেই যেন ছবির প্রদত্ত বাক্য ব্যবহার না করেন।
- এভাবে সব ছবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা গ্রহণ ও প্রদান করবেন।
- পুনরায় শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ভাষা-কাঠামো ব্যবহার করে ছবির ক্রমানুসারে গল্পটি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে বলবেন। বলার সময় গল্পের কথা অনুযায়ী শারীরিক ভাষা, আবেগ ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।

শিক্ষার্থীর অনুশীলন পর্যায়

- শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুসারে সুবিধামত কয়েকটি দলে ভাগ করে দলে বসার ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রতিবেশে বসে থাকা শিক্ষার্থীদের একটি করে দল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এতে শিক্ষকের সময় সাশ্রয় হবে এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন কম হবে।
- প্রত্যেক দলে একটি করে বই ব্যবহার করে ছবির ক্রমানুসারে এক এক জনকে গল্প নিজের ভাষায় দলের অন্যদের শোনাতে বলবেন।
- অনুশীলন পর্যায়ে এটি নিশ্চিত করবেন যেন সকল শিক্ষার্থী এককভাবে একাধিকবার ছবি দেখে গল্প বলার সুযোগ পায়।
- প্রতি দলে গল্পের ওপর অভিনয় করার জন্য চরিত্র বন্টন করে দেবেন।
- প্রত্যেক দলকে অভিনয় করিয়ে অভিনয়ের বিষয়বস্তু অন্যদের বলতে সহায়তা করবেন।

মূল্যায়ন পর্যায়

- ছবির ক্রম ঠিক রেখে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে গল্প বলতে বলবেন। এক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ছবির ওপর ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে গল্প বলতে দেবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বলা কতিপয় শব্দের উচ্চারণ তিনি সঠিকভাবে বলতে সহায়তা করবেন।
- গল্পের ওপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর বলতে বলবেন।

(শুনি, বলি, পড়ি ও লিখি পাঠের জন্য)

প্রস্তুতি পর্যায়

- শুনি ও বলি পর্যায়ের অনুরূপ।

উপস্থাপন পর্যায়

- বইয়ের ছবির দিক শিক্ষার্থীর সামনের রেখে এমনভাবে ধরবেন যেন সকলে তা দেখতে পায়।
- কতিপয় প্রশ্নের মাধ্যমে ছবিতে কী আছে?, কে কী করছে?, গল্পের নাম কী হতে পারে? ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা প্রদানে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে, পাশের জনের সাথে আলাপের সুযোগ দিয়ে একাকী বলতে উৎসাহ দেবেন।
- এরপর পরবর্তী ছবি দেখিয়ে পরস্পর আলোচনা করে বলতে বলবেন। এজন্য এমনভাবে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন যেন ছবির নিচে লেখা বিবৃতির কাছাকাছি হয়। এভাবে সব ছবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা গ্রহণ ও প্রদান করবেন।
- পুনরায় ছবির নিচে লেখা বাক্য ঠিক রেখে গল্পটি ২/১ বার প্রমিত উচ্চারণে পড়ে শোনাবেন।
- বলার সময় গল্পের কথা অনুযায়ী শারীরিক ভাষা, আবেগ ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।
- গল্প পড়ে শোনানোর সময় বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন এবং প্রয়োজনে বিশেষ শব্দের অর্থ বলতে সহায়তা করবেন।

শিক্ষার্থীর অনুশীলন পর্যায়

- শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুসারে সুবিধামত কয়েকটি দলে ভাগ করে দলে বসার ব্যবস্থা করবেন।
- প্রত্যেক দলে একটি করে বই ব্যবহার করে ছবির ক্রমানুসারে এক এক জনকে ছবির নিচে লেখা বিবৃতি পড়তে ও দলের অন্যদের শোনাতে বলবেন।

দলগত পঠন পর্যায়ে যে সকল শিক্ষার্থীর বর্ণ বা শব্দ চিনে পড়তে সহায়তার প্রয়োজন তাদের নিয়ে শিক্ষক নিজেই একটি দল গঠন করবেন। ঐ সকল শিক্ষার্থীদের তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী বর্ণ চিনতে সহায়তা করা, বর্ণ ও কার চিহ্ন যুক্ত করে কীভাবে শব্দ উচ্চারিত হয় তার অনুশীলন করানোসহ পড়তে সহায়তা করবেন। সম্ভব হলে এ সহায়তামূলক কাজে পারগ শিক্ষার্থীদেরও ব্যবহার করতে পারেন। যাদের সহায়তা করা হচ্ছে তাদের রিডিং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

- অনুশীলন পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থী যেন এককভাবে একাধিকবার পড়ার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবেন।
- প্রতি দলে গল্পের ওপর অভিনয় করার জন্য চরিত্র বন্টন করে দেবেন।
- প্রত্যেক দলকে অভিনয় করিয়ে অভিনয়ের বিষয়বস্তু অন্যদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা উন্মোচনের জন্য কতিপয় ভাষাভিত্তিক কার্যক্রমের সুযোগ দেবেন। যেমন-
 ১. পাঠের ওপর প্রশ্ন তৈরি ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা করা
 ২. ধারাবাহিকভাবে গল্প বলার ব্যবস্থা করা
 ৩. নতুন গল্প লেখার সুযোগ সৃষ্টি করা।

বিগবুক তৈরির উপায় অনুশীলন

- শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পূর্বেই সাদা কাগজ (এ-৪ / বি-৪) আনতে বলা।
- শিক্ষার্থীদের পঠিত গল্পের অনুরূপ বা যে কোন একটি গল্প লিখতে হবে তা বলা।
- কাগজের এমন জায়গা থেকে লেখা শুরু করতে বলা যেন লেখার ওপরের দিকে বেশ কিছু অংশ (প্রায় অর্ধেক জায়গা) খালি থাকে।
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী এভাবে একাধিক কাগজ ব্যবহার করতে বলা। এক্ষেত্রে কাগজের এক পিঠ ব্যবহার করার নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- লেখা শেষ হলে নিজে বা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা বাক্য বিন্যাস, বানান ইত্যাদি সংশোধন করা।
- লেখা শেষে গল্পের একটি নাম দিতে বলা এবং নামটি প্রথম পাতার ওপরে লেখার ব্যবস্থা করা।
- প্রথম পাতায় গল্পের নামের নিচে এবং অন্যান্য পাতায় খালি জায়গায় নিজের মত করে ছবি আঁকতে বলা।
- গল্পের কাগজগুলোকে সামনে ও পেছনে একটি করে কাগজ দিয়ে পিন-আপ করা।
- সামনের পাতায় পুনরায় ইচ্ছেমত ছবি আঁকা, নিজের নাম লেখার জন্য বলা।
- সকলকে পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা করা এবং প্রদর্শন করা।

মূল্যায়ন পর্যায়

- ছবির ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে গল্প পড়তে বলবেন। এক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ছবির ওপর ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে বলার মূল্যায়ন করবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বলা কতিপয় শব্দের উচ্চারণ তিনি সঠিকভাবে বলতে সহায়তা করবেন।
- গল্পের ওপর প্রশ্নোত্তর বলা ও লিখতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন।

পরিচয়মূলক পাঠ উপস্থাপন কৌশল

শিক্ষকের করণীয়

- শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সকলের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আনন্দদায়ক কোন কাজ সম্পন্ন করবেন।
- পরে বলবেন, আজ আমরা প্রত্যেকের পরিচয় নেব এবং দেব।
- সকলকে মনোযোগ সহকারে শুনতে বলে শুদ্ধ উচ্চারণে এবং স্পষ্টভাবে নিজের নাম বলবেন।
- প্রয়োজনে আরও ১/২ বার নাম বলবেন।
- প্রত্যেকের নাম পর্যায়ক্রমে বলতে বলবেন। এ পর্যায়ে কোনো শিক্ষার্থীর নাম বলার ক্ষেত্রে উচ্চারণে সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সঠিক উচ্চারণে বলতে সহায়তা করবেন।
- একজন বা দুজন শিক্ষার্থীকে শ্রেণির সামনে এনে মডেলিং করা এবং তা সকলকে দেখতে বলবেন।
 - মডেলিং এর বিষয়- তোমার নাম কী? বলা এবং উত্তর পাওয়ার পর তোমার নাম কী? প্রশ্ন করে অন্যের নাম জেনে নেওয়া
- মডেলিং এর জন্য শ্রেণির সামনে আসা শিক্ষার্থীদের নিজ আসনে বসতে বলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে জোড়া গঠন করবেন এবং প্রতি জোড়ায় অনুরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ও নাম বলার অনুশীলন করার নির্দেশনা দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজ পরিবীক্ষণ করবেন এবং কারো কোনো সমস্যা হলে তা সংশোধন করে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলবেন। এর মাধ্যমে নাম জিজ্ঞেস করা ও নাম বলার অনুশীলন করাবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের পরিচয়মূলক তথ্য বলতে দিয়ে তথ্য বলার মূল্যায়ন করবেন।

- এরপর ক্রমান্বয়ে মায়ের নাম, বাবার নাম, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণির নাম, নিজ শহর/গ্রামের নাম, দেশের নাম বলার অনুশীলন করাবেন।
- কীভাবে একজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো জানা যায় তার প্রক্রিয়া অনুশীলন করাবেন।

বর্ণ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল

শিক্ষকের করণীয়

প্রথম পর্যায়

- যথাসময়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিশুদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- প্রয়োজনে আসন বিন্যাস করে পাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিশুরা মজা পায় এমন একটি বিষয়ের মাধ্যমে আবেগ সৃষ্টি করবেন।
- নিচের অনুরূপ কাজের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন -
 - বোর্ডে পূর্বে শেখা কয়েকটি বর্ণ লিখে কোন বর্ণটির উচ্চারণ (ধ্বনি) কী তা বলতে বলা।
 - এমন কয়েকটি শব্দ বলতে বলবেন যার প্রথম বর্ণটি বোর্ডে লিখিত বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে।
- শিক্ষণীয় বর্ণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন করবেন এবং শিশুদের একাকী চিন্তা করে ও দলে আলোচনা করে ছবিতে কে কী দেখতে পাচ্ছে তা কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- ছবির সাথে মিল করে ছড়ার ছন্দে যেমন- ইট আনি, ইলিশ কিনি, ঈগল ওড়ে, ঈশান কোণে, বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে ২/১ বার বলতে বলা।
- ইটের ছবির পাশে ইট আনি বাক্য কার্ডটি প্রদর্শন করে এর থেকে ইট শব্দ আলাদা করে বর্ণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে মূলধ্বনি চর্চা করাবেন। যেমন- ইট - ই ট। এরপর ই বর্ণের মূল ধ্বনির চর্চা করাবেন।
- অনুরূপভাবে ঈ বর্ণের ওপর কাজ করাবেন। সাথে সাথে ই এবং ঈ বর্ণের ধ্বনির প্রকৃত উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন।
- এমন কয়েকটি শব্দ বলতে বলবেন যার প্রথম বর্ণটি যথাক্রমে শেখা বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে পাঠের অন্তর্গত শব্দ দুটি ছবির মাধ্যমে সনাক্ত করিয়ে নতুন শব্দের অনুসন্ধানে শিশুদের দলগতভাবে কাজ করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিশুকে শেখা বর্ণের ধ্বনি উচ্চারণ করতে দিয়ে পাঠ যাচাই করবেন।

- ই বা ঈ বর্ণ দুটির ধ্বনি উচ্চারণে অসুবিধা আছে এরূপ শিশুদের চিহ্নিত করে পারগ শিশু দিয়ে পুনঃশিখন নিশ্চিত করবেন ।

দ্বিতীয় পর্যায় (ই, ঈ বর্ণের জন্য)

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বাক্যগুলো নিয়ে কবিতার ছন্দে শিশুদের পাঠের মাধ্যমে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করবেন ।

যেমন- ইট আনি

ইলিশ কিনি

ঈগল ওড়ে

ঈশান কোণে

- শিশুদের দুই দলে ভাগ করে একদলকে ই এবং অন্য দলকে ঈ নাম দেবেন । বোর্ডে বর্ণ দুটির মূলধ্বনি উচ্চারণ করে শোনাবেন । এবার বোর্ডে বড় করে বর্ণ দুটি ফাঁকা করে লিখবেন । দুই দলের শিশুদের পৃথকভাবে উচ্চারণ করতে দিয়ে দুটি বর্ণের ধ্বনিগত পার্থক্য অনুশীলন করাবেন ।
- কয়েকটি বর্ণের মধ্য থেকে বর্ণ দুটি সনাক্ত করতে বলবেন ।
- বর্ণ লেখার প্রবাহ ঠিক রেখে সকল শিশু দেখতে পায় এমনভাবে বোর্ডে বর্ণ দুটি লিখবেন ।
- পাঠ্যবইয়ের যেখানে উদ্দিষ্ট বর্ণ আছে সেখানে বর্ণের ওপর আঙ্গুল সঠিকভাবে ঘুরিয়ে লেখার অভিনয় করাবেন ।
- শিশুদের শূন্য হাত ঘুরিয়ে সঠিক প্রবাহে লেখার অনুকরণ করতে বলবেন ।
- খাতা বের করে প্রত্যেককে লেখার অনুশীলন করতে সহায়তা করবেন এবং জোড়া গঠন করে একজনের লেখা অন্যজনকে যাচাই করতে বলবেন ।
- ই বা ঈ বর্ণ দুটি লেখায় অসুবিধা আছে এরূপ শিশুদের চিহ্নিত করে নিজে অথবা পারগ শিশু দিয়ে পুনঃলিখনের এবং পুনরায় তা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন ।
- বাংলা শিক্ষক সংস্করণে প্রদত্ত পিরিয়ড সংখ্যা অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যাবলি সম্পাদনে পরিকল্পনায় অনুশীলনমূলক কাজ এবং ভাষাভিত্তিক কাজ সন্নিবেশ করবেন ।

কবিতা ও ছড়া শিখন শেখানো কৌশল

ছড়া/কবিতা শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে ছন্দ তাল ঠিক রেখে শিশুদের ছড়া/কবিতা শোনাবেন। শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও বলবে। শিক্ষার্থীরা অঙ্গভঙ্গি সহকারে আনন্দের সাথে ছড়া/কবিতা বলবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষক কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাবেন। শিক্ষক কবিতা পড়ে শোনাবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কবিতা পঠন সুনির্দিষ্টভাবে পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিচে পাঁচটি ধাপ দেওয়া হলো:

ধাপ ১: শিক্ষক যতি ও ছন্দ বজায় রেখে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি একবার (প্রয়োজনে একাধিকবার) প্রত্যেকটি শব্দ নির্দেশ করে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।

ধাপ ২: শিক্ষক প্রত্যেকটি শব্দ আঙুল নির্দেশ করে পড়বেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও সরবে পড়বে। এই ধাপে শিক্ষক প্রয়োজনে ২/৩ বার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে এভাবে পড়বেন। এ সময় তিনি লক্ষ রাখবেন, সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কিনা। কোনো শব্দ বা বাক্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে পড়তে না পারলে শিক্ষক ঐ শব্দ বা বাক্যটি আবার পড়বেন।

ধাপ ৩: শিক্ষক নির্দিষ্ট একজন শিক্ষার্থীকে তার সঙ্গে নিয়ে পড়বেন। শিক্ষক এই ধাপে বেশি করে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়বেন। এভাবে এক এক করে ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে পড়বেন।

ধাপ ৪: উৎসাহী শিক্ষার্থীকে দিয়ে একা পড়াবেন। কিন্তু কেউ একা পড়তে উৎসাহী না হলে জোর করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পুরো কবিতাটি পড়াবেন। এভাবে কয়েকজনকে দিয়ে এককভাবে পড়াবেন।

ধাপ ৫: একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। তার সঙ্গে সব শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন।

গল্প বা প্রবন্ধ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল

সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক আলোচনা, ছবি বিশ্লেষণ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক গদ্যের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবেন। শিক্ষক নিজে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। পড়াশেষে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট অনুশীলন করাবেন। শিশুর পড়ার দক্ষতা বিকাশের জন্য নির্ধারিত কোনো পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক সাধারণভাবে নিচে উল্লিখিত তিনটি ধাপ অনুসরণ করবেন:

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।

- শিক্ষক গল্পের সঙ্গে মিল রেখে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন।
- সংশ্লিষ্ট পাঠের ছবি বিশ্লেষণ করবেন।
- এরপর পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

পড়ার সময়

- শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে সম্পূর্ণ গল্প বা পাঠের অংশটুকু সরবে পড়বেন। শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে শব্দে আঙুল নির্দেশ করে নীরবে পড়বে।
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য আবার পাঠ্যাংশটুকু পড়বেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন। শিশুদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে পড়া চালিয়ে যেতে হবে। যেমন পাঠের সঙ্গে মিল রেখে/ পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন- এরপর কী হবে? এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে? পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও শিশুকে পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চমানের চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন (বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক ও প্রায়োগিক প্রশ্ন) করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা/ এসব হলো? বা কীভাবে হলো?
- তারপর শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (৪/৫ বার) পড়বেন। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন, শিশুরা শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কি না।
- শিক্ষক অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে আবার পড়বেন, অন্যরা শুনবে ও বইয়ে আঙুল নির্দেশপূর্বক পড়া মেলাবে।
- এরপর শিক্ষক পারগ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে দিয়ে পড়াবেন, অন্যরা তা শুনবে এবং বইয়ে আঙুল নির্দেশপূর্বক পড়া মেলাবে।
- এবার শিক্ষক সবাইকে নিয়ে গল্পটি আবার পড়বেন।
- দলে বই খুলে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে কয়েকবার সরবে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- শ্রবণযোগ্য স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে এককভাবে পাঠের অংশবিশেষ পর্যায়ক্রমে সবাইকে পড়তে বলবেন। অন্য শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।

পড়ার পরে

- শিক্ষক সহায়ক শিখন-অনুশীলনী চর্চা করা ও সবশেষে আজকের পাঠের সার-সংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন।

শিক্ষক পাঠের জন্য নিম্নে বর্ণিত কতিপয় কাজ করাবেন।

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে পাঠ অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। যেমন-
 - দলে বসতে বলা
 - একজনকে পড়তে দিয়ে অন্যদের শুনতে বলা
 - এভাবে সকলের পড়া নিশ্চিতকরা ও অন্যদের শোনার ব্যবস্থা করা
 - পড়ার ক্ষেত্রে কার, কী ধরনের অসুবিধা রয়েছে তা শনাক্ত করা
 - শিক্ষার্থীদের দ্বারা শনাক্তকৃত বিষয়ের ওপর অনুশীলন করানো
- এ পর্যায়ে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার করে পড়ার সুযোগ পায় এবং একাধিকবার শোনার সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীর পঠনকালে কোন শিক্ষার্থীর পঠনে অসুবিধা (উচ্চারণে অসুবিধা, শব্দ শনাক্ত করতে সমস্যা ইত্যাদি) হচ্ছে তা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা (স্তরভিত্তিক চাহিদার নিরিখে) দেবেন।
- সকল শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের সাধারণ ভুলগুলো সংশোধন করে দেবেন এবং এককভাবে পড়তে দিয়ে পঠনের মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে সম্পূর্ণ পাঠ থেকে কী কী প্রশ্ন হতে পারে তা আলোচনা করে একজনের খাতায় লিখতে বলবেন।
- সকল দলের নিকট থেকে প্রশ্নগুলো সমন্বয় করে একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন।
- দলগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন।
- বাংলা বিষয়ের জন্য প্রতিটি শ্রেণিতে যেসকল ভাষিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে অনুশীলন করাবেন।

নাটক ও কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন শেখানো কৌশল

শিক্ষকের করণীয়

- শ্রেণিকক্ষের সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।
- সংশ্লিষ্ট ছবি প্রদর্শন করবেন।

- সকলকে একাকী ছবির বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে এবং পরস্পর আলোচনার সুযোগ দিয়ে ছবির বিষয়বস্তু বলতে দেবেন।
- পাঠের মূলভাব বা বিষয়বস্তু বলে দেবেন।
- শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রথমে গল্পটির / প্রবন্ধটির নির্ধারিত অংশ ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন।
পড়ার ক্ষেত্রে প্রথমবার সাবলীলভাবে, দ্বিতীয়বার শব্দে উচ্চারণ, তৃতীয়বার বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দের ওপর জোর দিয়ে পড়বেন। প্রয়োজনে শব্দের অর্থ জেনে, অর্থের প্রয়োগ অনুশীলন করাবেন।
- পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। যেমন, (আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করা ইত্যাদি)
- শিক্ষার্থীর পড়ার অনুশীলনের পর চরিত্র অনুযায়ী অনুশীলনদল গঠন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের চরিত্র বন্টন করবেন। প্রত্যেককে চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। যে সকল শিক্ষার্থীর পড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে তাদের পড়তে সহায়তা দেবেন।
- অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন। কয়েকটি দলকে পর্যায়ক্রমে তা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ভাষাভিত্তিক কার্যক্রম (শব্দার্থ, বাক্যে প্রয়োগ, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ, বিপরীত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, এক কথায় প্রকাশ, প্রশ্নোত্তর অনুশীলন ইত্যাদি) অনুশীলন করাবেন।
- শিখনফল অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে পারগ শিশুদের ব্যবহার করবেন।
- এককভাবে পড়তে দিয়ে পড়ার মূল্যায়ন করবেন

মূল্যায়ন হলো শিখন শেখানোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই, শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো, চলমান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নকে আলাদাভাবে বিবেচনা না করে শিখন-শেখানো কৌশলের অন্তর্ভুক্ত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে এমন শিখন শেখানো কৌশল অবলম্বন করবেন। শিখন শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি প্রণয়নে পাঠের শিখনফল অর্জনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক সম্পূরক ও নতুন শিখন শেখানো কৌশল কার্যাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কার্যকর পাঠ-পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত এ নির্দেশনা অনুসরণ শিক্ষকের জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষক নিয়মিত শিক্ষক সংস্করণ অনুসরণে ও নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে পাঠের প্রস্তুতি নেবেন।

অধ্যায় ৬

প্রাথমিক স্তরে বাংলা বিষয়ে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন

আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক। আর এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা। আবার শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য রয়েছে নির্ধারিত শিখনফল। আর এই শিখনফলগুলো অর্জনের জন্য বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হয়েছে ছড়া/গল্প/কবিতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু। তার অর্থ কি এই যে, পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তুই শিখনফল অর্জনের একমাত্র উপাদান?

কোনো যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু পূর্ব নির্ধারিত হলেও শিক্ষাক্রমের সব জায়গায় কিন্তু এমন কথা বলা নেই যে একই ধরনের অন্য কোনো ছড়া/গল্প/কবিতা দিয়ে কোনো শিখনফল পরিমাপ করা যাবে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। বাংলা বিষয়ের পড়া দক্ষতার ২ নম্বর প্রান্তিক যোগ্যতাটি হচ্ছে ছড়া, কবিতা, গল্প, কথোপকথন, বক্তৃতা, বর্ণনা ইত্যাদি পড়ে মূলভাব বুঝতে পারা। আর এ যোগ্যতাটির তৃতীয় শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতা হচ্ছে ২.২ প্রমিত উচ্চারণে ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে। আবার এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতাটির জন্য দুটি শিখনফল নির্ধারিত। সেগুলো হচ্ছে ২.২.১ প্রমিত উচ্চারণে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.২ প্রমিত উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে। এই শিখনফল দুটি অর্জনের জন্য তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অনেকগুলো ছড়া, কবিতা রয়েছে। বিষয়টি এমন নয় যে, এই শিখনফল দুটি অর্জনের জন্য একটি মাত্র ছড়া ও কবিতা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বা পাঠ বহির্ভূত যেকোনো ছড়া ও কবিতার মাধ্যমে এই শিখনফল দুটি অর্জন করা যাবে। এই শিখনফল দুটির মূল অংশগুলো হচ্ছে- প্রমিত উচ্চারণে পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং বই দেখে প্রমিত উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। অর্থাৎ প্রমিত উচ্চারণে পড়া ও তার অর্থ বুঝতে পারাই আসল কথা। ছড়া বা কবিতা বা গল্প বা সংলাপ এখানে মুখ্য নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী যে কোনো ছড়া বা কবিতা বা গল্প বা সংলাপ দিয়ে শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাই করাটাই যুক্তিযুক্ত।

মৌলিক দক্ষতাগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূলত প্রাত্যহিক জীবনে বাংলা ভাষার যথোপযুক্ত ব্যবহার শেখে। বাংলা ভাষার যথোপযুক্ত ব্যবহার কি কেবল পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত শব্দ ও বাক্য হুবহু ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ? ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এটি খুবই জরুরি সন্দেহ নেই। তবে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্য প্রয়োজনে নিজের ভাষায় ব্যবহার করতে পারার মধ্যেই ভাষা শেখার কৃতিত্ব নির্ভর করে। এজন্য শিক্ষার্থীকে আমরা কতটা সুযোগ দিয়েছি? এ বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হবে।

বাংলা বিষয়ের অনুশীলনী অংশে বর্ণিত বিশ্লেষণ, আলোচনা ও প্রশ্ন কি শিক্ষার্থীর প্রাত্যহিক জীবনে ভাষার সফল প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে এ কথা বলা যায় যে, পাঠটি আয়ত্তকরণ ও ভাষার সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহুলাংশেই যথেষ্ট। কিন্তু শিক্ষার্থীর ভাষার ব্যবহারকে সৃজনশীলতার দিকে নিয়ে যেতে অনুশীলনী অংশ কতটা সহায়ক? কোনো কোনো পাঠের অনুশীলনী অংশে এ ধরনের প্রশ্ন সন্নিবেশিত থাকলেও তার পরিমাণ যৎসামান্য। মনে রাখা দরকার অনুশীলনী অংশে প্রদত্ত মূল্যায়ন পদ কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। আমরা ইচ্ছে করলে এখনই তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের যেকোনো দু/তিনটি অনুশীলনী অংশ দেখে নিতে পারি। খুঁজে বের করার চেষ্টা করি প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি বই থেকে পাওয়া যাবে কি না। যদি যায়, তবে কি শিক্ষার্থী শিখন একেবারে স্মৃতিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে না? শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য পাঠের অন্তর্গত কোনো লাইনে হুবহু উত্তর পাওয়া যায় এমন প্রশ্নের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তবে এ ধরনের প্রশ্ন কি জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের একেবারে নিচু স্তরের নয়? শিক্ষার্থীর পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করতে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের অনুধাবন, প্রয়োগ, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ের প্রশ্ন থাকাও জরুরি। এজন্য পাঠ্যাংশের কয়েকটি লাইন বা একটি অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্ন থাকাও বেশ জরুরি। এতে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া চিন্তা করারও একটি ক্ষেত্র তৈরি হয় যা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়তা করে। অর্থাৎ পঠিত বিষয়টির ভাব ভালোভাবে বুঝে অনুরূপ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। তাই শিক্ষক হিসেবে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শিখি অংশে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকলে তা পূরণ করার দায়িত্ব যিনি শিক্ষকতা করবেন তার। বর্ণিত আলোচনা থেকে আমরা কি অনুমান করতে পারি, শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কী? নিজেদের খাতায় নোট রাখি। প্রয়োজনে সহপাঠীদের সাথে মিলিয়ে নেই ও আলোচনা করে বিষয়টি স্পষ্ট করি।

শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তক শ্রেণিকক্ষে সফলভাবে প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীর অর্জনই শিখনফল। তাই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনসহ প্রাথমিক পর্যায়ের শিখন শেখানো সংক্রান্ত নানা ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জাতীয়ভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর আমাদের শিক্ষাক্রম যেহেতু যোগ্যতাভিত্তিক সেহেতু জাতীয়ভাবে মূল্যায়নের ভিত্তিও যোগ্যতাভিত্তিক হওয়া উচিত। এ বিবেচনায় জাতীয় কৃতি অভীক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য ভাষার দক্ষতাভিত্তিক কতিপয় প্রশ্ন

দক্ষতা : শোনা

প্রান্তিক যোগ্যতা- ১ : বাংলা ভাষার গঠন- বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা- ১.৩ : নির্দেশনা, প্রশ্ন, ঘোষণা, অনুরোধ শুনে বুঝতে পারবে ।

শিখনফল: ১.৩.২ নির্দেশ শুনে পালন করতে পারবে ।

১.৩.৪ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে ।

১.৩.৬ ঘোষণা শুনে বুঝতে পারবে ।

১.৩.৯ অনুরোধ শুনে বুঝতে পারবে ।

নির্দেশনা : আমি ৪টি বাক্য পড়ছি । তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে । বলতে হবে কোন বাক্যে প্রশ্ন করা হয়েছে ।

ক) আমার নাম প্রাচী ।

খ) খেতে বসো ।

গ) তোমাদের স্কুলের নাম কী?

ঘ) দয়া করে কলমটা দাও ।

নির্দেশনা : আমি ৪টি বাক্য পড়ছি । তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে । বলতে হবে কোন বাক্যে অনুরোধ করা হয়েছে ।

ক) কী সুন্দর দৃশ্য!

খ) অনুগ্রহ করে তোমার বইটা দাও ।

গ) তোমার বাড়ি কোথায়?

ঘ) চুপ করে বসো ।

নির্দেশনা : আমি ৪টি বাক্য পড়ছি । তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে । বলতে হবে কোন বাক্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

ক) বোর্ডের মাঝামাঝি লেখ ।

খ) তুমি কোন শ্রেণিতে পড়?

গ) দালানটা দেখতে সুন্দর!

ঘ) আমি প্রীতম ।

নির্দেশনা : আমি ৪টি বাক্য পড়ছি । তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে । বলতে হবে কোন বাক্যে ঘোষণা করা হয়েছে ।

ক) মন দিয়ে পড় ।

খ) আগামীকাল স্কুল বন্ধ থাকবে ।

গ) তোমার বাবার নাম কী?

ঘ) সে যাবে না।

দক্ষতা : বলা

প্রাতিষ্ঠিক যোগ্যতা- ২ : ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বুঝে বলতে পারা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা- ২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে এবং বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল: ২.৫.১ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

নির্দেশনা : নিচে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে তোমরা একজন আরেকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ কর।

- তোমার নাম কী?
- তুমি সকালে ঘুম থেকে উঠে কী কী কাজ কর?
- তোমার বাংলা শিক্ষকের নাম কী?
- তুমি যে বিষয়গুলো পড় তার মধ্যে কোন বিষয়টি তোমার ভালো লাগে?
- কেন ভালো লাগে?

দক্ষতা : পড়া

প্রাতিষ্ঠিক যোগ্যতা- ২ : ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি পড়ে মূলভাব বুঝতে পারা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা- ২.৪ গল্প ও উপকথা পড়ে বুঝতে পারবে।

শিখনফল : ২.৪.৩ প্রমিত উচ্চারণে রূপকথা পড়তে পারবে।

২.৪.৪ উপকথা পড়ে বুঝতে পারবে।

নির্দেশনা : গল্পটি মন দিয়ে পড়। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

অনেক দিন আগের কথা। কয়েক জন নাবিক জাহাজে চড়ে সমুদ্র যাত্রা শুরু করল। গভীর সমুদ্রে তাদের জাহাজ ঝড়ে ডুবে গেল। ভাসতে ভাসতে তাদের কয়েক জন একটি প্রাণহীন দ্বীপে এসে ঠেকল। তাদের কাছে ছিল বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ। তারা বীজ বপন করল, গাছ হলো, গাছ বড় হলো, ফুল হলো। ভোমর এলো, পাখি এলো। গাছে ফল হলো। সবুজে সবুজে ছেয়ে গেল দ্বীপ। নাবিকেরা নোঙর ফেলতে শুরু করল। তারা দ্বীপের রাজা হলো। সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

১. জাহাজ কীভাবে ডুবে গিয়েছিল?

- ক. ইঞ্জিন বিকল হয়ে।
- খ. ঝড়ে পড়ে।
- গ. ধাক্কা খেয়ে।
- ঘ. কাত হয়ে পরে।

২. প্রাণহীন দ্বীপে প্রাণীর আগমনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?

- ক. মানুষের
- খ. নাবিকের
- গ. গাছপালার
- ঘ. জাহাজের

৩. তাদের কাছে বীজ না থাকলে কী হতো ?

- ক. অন্যত্র চলে যেত
- খ. মারা যেত
- গ. মাছ মেরে খেত
- ঘ. রাজা হতে পারত না

দক্ষতা: লেখা

প্রান্তিক যোগ্যতা- ৩ : পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মনোভাব ইত্যাদি শুদ্ধ ও স্পষ্ট ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা- ৩.১ ছবিতে দেখা ঘটনা সহজ বর্ণনায় লিখতে পারবে।

শিখনফল : ৩.১.১ ছবিতে দেখা ঘটনা সহজ বর্ণনায় লিখতে পারবে।

নির্দেশনা: নিচের ছবিটি ভালো করে দেখ। তারপর ছবিটি সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ।



- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.
- ৫.

শিক্ষার্থীর সামষ্টিক ও গাঠনিক মূল্যায়নে শিক্ষকের এ ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনে তা যেমন সহায়ক তেমনি বাংলা শেখার মূল উদ্দেশ্যও সাধন হবে। অর্থাৎ ভাষার সকল মৌলিক দক্ষতাই শিক্ষার্থী অর্জন করবে।

ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি

শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন অপরিহার্য। মূল্যায়ন (assessment) হলো শিক্ষাক্রম এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা উপাদান যা শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বা অবস্থা নিরূপণের জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো বাংলা বিষয়ের জন্যও ভাষাদক্ষতার এবং নির্ধারিত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য শিখনফল তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিখনফল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে। এনসিটিবি ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ মূল্যায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। এগুলো হলো-

- ধারাবাহিক ও সামষ্টিক উভয় প্রকার মূল্যায়নে ভাষার চারটি দক্ষতাই যেমন- শোনা, বলা, পড়া ও লেখা যাচাই করতে হবে।
- পাঠ চলাকালে এই মূল্যায়ন চলবে। শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিতে হবে।
- সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এ মূল্যায়ন অব্যাহত থাকবে।
- নম্বর প্রদানই এ মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য নয়।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর পাঠের দুর্বল দিক চিহ্নিত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কাজেই চারটি দক্ষতা অর্জনেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।
- পাঠের প্রকৃতি অনুযায়ী একই সঙ্গে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বলে শিক্ষক মনে করলে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন।
- সামষ্টিক মূল্যায়ন অবশ্যই আনুষ্ঠানিক হবে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখা সকল ক্ষেত্রেই সবার জন্য প্রশ্নপত্র অভিন্ন হতে হবে। শোনা ও বলার ক্ষেত্রে একই মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করতে হবে।
- সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় পরীক্ষা চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে শিক্ষক শোনা ও বলার দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। অন্য কোন সময়ে এই পরীক্ষা নেওয়া যাবে না।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে এনসিটিবি এর নির্দেশনা মোতাবেক শোনা, বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতার বিপরীতে পৃথক করে নম্বর বন্টন করতে হবে।

- প্রতি মাসে একবার করে প্রতি প্রান্তিকে অন্তত তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি প্রান্তিকে তিন মাসের প্রাপ্ত নম্বরকে গড় করে সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।
- ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন টুলস ও উদাহরণগুলো নমুনা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক এই নমুনার ভিত্তিতে সকল শ্রেণির সকল পাঠের জন্য টুলস তৈরী করে নেবেন।
- মূল্যায়ন টুলস অবশ্যই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপযোগী হতে হবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নমনীয়ভাবে মূল্যায়ন করবেন।
- একই সাথে একজন শিক্ষার্থীর বলা এবং অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের শোনা মূল্যায়ন করলে সময় সাশ্রয় হবে।

নম্বর বিভাজন :

সাধারণ নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাষার সকল দক্ষতাই নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। তবে এই নম্বর বিভাজন নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ (এনসিটিবি বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর) প্রদান করবেন। এই বিভাজন শ্রেণির শিখনফলের আলোকে এবং ভাষাদক্ষতার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ধরা যাক, চতুর্থ শ্রেণির জন্য মূল্যায়ন-পদ্ধতি-ভিত্তিক নম্বর বন্টন নিম্নরূপ :

দক্ষতা ভিত্তিক নম্বর বন্টন নমুনা

ধারাবাহিক মূল্যায়ন				শ্রেণি	সামষ্টিক মূল্যায়ন			
শোনা	বলা	পড়া	লেখা		শোনা	বলা	পড়া	লেখা
৮	৭	৮	৭	৪র্থ	১০	১০	৩০	২০

উপরিউক্ত ছক থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রতিমাসে শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়নের সময় ভাষাদক্ষতার আলোকে প্রদত্ত নম্বরের বিপরীতে নম্বর প্রদান করবেন। এজন্য প্রয়োজন হবে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনার সময় বিষয়বস্তুর দক্ষতাভিত্তিক শিখনফলের আলোকে শিক্ষককে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ

শোনা	বলা	পড়া	লেখা
■ বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা ■ মনোযোগ, ধৈর্য্য সহকারে শুনে পারা ■ শুনে বুঝতে পারা	■ স্পষ্টতা, শুদ্ধতা, প্রমিত উচ্চারণ, শ্রবণযোগ্যতা, সঠিক ছন্দে বলা ■ কথোপকথন, প্রশ্ন করা, অনুভূতি ব্যক্ত	■ পাঠোদ্ধারতা ■ শব্দকোষ/ ভাণ্ডার ■ পড়ে বুঝতে পারা	■ স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লেখা ■ শব্দভাণ্ডার (শুদ্ধ বানান, সঠিক শব্দ) ■ ব্যাকরণ

■	করা, বর্ণনা করা ■ প্রাসঙ্গিকতা ■ বাচন ভঙ্গি ■		■ প্রাসঙ্গিকতা ■ ধারাবাহিকতা ■
---	--	--	--------------------------------------

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো : মূল্যায়ন কৌশল, পদ্ধতি, টুলস ও উদাহরণ

যে সকল শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পিছিয়ে থাকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায় এবং তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ধারাবাহিক মূল্যায়ন অবশ্যই শিখনফল এবং বিষয়বস্তুর আলোকে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নের কৌশলগুলো অবলম্বন করা যায়;

- মৌখিকভাবে
- লিখিতভাবে
- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

ভাষাদক্ষতা : শোনা

মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস ও উদাহরণ	
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা	ক. শিশু বিভিন্ন রকম শব্দ শুনে ধ্বনি আলাদা করতে পারছে কিনা এবং শিশু বিভিন্ন রকম বাক্য শুনে শব্দ আলাদা করতে পারছে কিনা	মৌখিক	ক. মৌখিক চেকলিস্ট: বর্ণ/শব্দ/বাক্য তালিকা যেমন শব্দ তালিকা- অজ, আম, অলি, ইলিশ	ক. শিক্ষক কোন ধ্বনি/বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন অথবা সিডি হতে শোনাবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিকভাবে লিখতে বা বলতে পারল কি না শিক্ষক তা যাচাই করে মূল্যায়ন করবেন।
খ. মনোযোগ, ধৈর্য্য সহকারে শুনতে পারা	খ. শিশু মনোযোগ সহকারে শুনছে কিনা এবং শিশু ধৈর্য্য সহকারে শুনছে কিনা	পর্যবেক্ষণ	খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: ছড়া আবৃত্তি যেমন, আতা গাছে তোতা পাখি	খ. শিক্ষক কোন একটি ছড়া নিজে এক লাইন বাদ দিয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা তার এই ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারলে বুঝতে পারা যাবে তার মনোযোগ ছিল।

মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস ও উদাহরণ	
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়		মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
গ.শুনে বুঝতে পারা	গ. শিশু শুনে বুঝতে পারছে কি না	লিখিত	গ. প্রশ্নপত্র বা চিত্র: প্রশ্ন তালিকা যেমন, রাজার কয়জন কন্যা ছিল? তার ছোট কন্যার নাম কি? বড় কন্যা তাকে কি রকম ভালোবাসে?	গ. শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি শ্রুতি সকল শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে তারা কি বুঝলো তা শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে যাচাই করতে পারেন। -একই উদাহরণ হতে বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতাও যাচাই করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে বলা, পড়া ও লেখার ওপর এনসিটিবি কর্তৃক নির্দেশিত কাঠামোর আলোকে প্রণয়ন করতে হবে।

সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো পরিচিতি:

- শোনা ও বলা দক্ষতা মূল্যায়ন : একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিকে যে সকল পাঠ আলোচনা করা হয়েছে সেই পাঠের মধ্য থেকে শিক্ষক কতকগুলো প্রশ্ন নির্ধারণ করে নেবেন। অতঃপর পরীক্ষা চলাকালীন প্রতি শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীর উত্তর গ্রহণ করবেন। এতে তার শোনা ও বলা দক্ষতা যাচাই হয়ে যাবে। প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য সর্বোচ্চ ৩মিনিট সময় বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- পড়া দক্ষতা: পেপার পেন্সিল টেস্টের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নের ধরন এমসিকিউ, মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, একটি অনুচ্ছেদ পড়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া ইত্যাদি হতে পারে।
- লেখা দক্ষতা : পেপার পেন্সিল টেস্টের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নের ধরন অনুচ্ছেদ, রচনা, চিঠি, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি হতে পারে।

সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র কাঠামো

নমুনা প্রশ্ন : ৪র্থ শ্রেণি

শোনা (নম্বর-১০)

* নির্দেশনা: (ঘোষণাটি শোন এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ)

ঘোষণা (নোটিশ)

আগামীকাল ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। এই উপলক্ষে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিশুদের চিত্রাংকন, আবৃত্তি ও ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের চিত্রাংকন ও উপস্থিত বক্তৃতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে সকাল নয়টায়। তাই সকল শিক্ষার্থীকে সকাল ৮:৩০ মিনিটের মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হলো।

১। কত তারিখে স্বাধীনতা দিবস?

২ × ৫ = ১০

২। ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কী কী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে?

৩। ২য় ও ৪র্থ শ্রেণির প্রতিযোগিতা কখন শুরু হবে?

৪। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কী কী প্রতিযোগিতা রয়েছে?

৫। কোন প্রতিযোগিতাটি সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে?

বলা (নম্বর-১০)

শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বলবেন তোমাকে যদি শ্রেণির ক্যাপ্টেন (ক্লাশ মনিটর) নির্বাচন করি তাহলে তুমি কী কী দায়িত্ব পালন করবে?/স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনে তুমি বিজয়ী হলে বিদ্যালয়ের জন্য কী কী দায়িত্ব পালন করবে?/ফুটবল/ক্রিকেট দলের দলনেতা।

শিক্ষক শিক্ষার্থী বলা দক্ষতার যে দিকগুলো মূল্যায়ন করবেন তা হলো-

১	স্পষ্টতা	-	২
২	শুদ্ধতা	-	২
৩	প্রমিত উচ্চারণ	-	২
৪	শ্রবণ যোগ্যতা	-	২
৫	প্রাসঙ্গিকতা	-	২

পড়া (নম্বর-৩০)

* নির্দেশনা: (নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও)

ইন্টারনেট হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্য্য আবিষ্কার। ইন্টারনেটের আবিষ্কার সারা পৃথিবীকে বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে। ইন্টারনেটের সাহায্যে আমরা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি। ইন্টারনেট বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা তথ্য আদান প্রদান ছাড়াও উভয়কে দেখতে পাই। আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করা যায়। চাকুরী করে অর্থ উপার্জন করা যায়। ইন্টারনেট এখন কেবল কম্পিউটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মোবাইল ব্যবহার করে ইন্টারনেটের নানাবিধ কাজ সম্পাদন করা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীর বিখ্যাত সব লেখকের বই পড়তে পারি, যে কোনো লাইব্রেরির বই পড়তে পারি। আমাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের আধার হচ্ছে ইন্টারনেট। পৃথিবীর সকল দেশই এখন তাদের তথ্য প্রযুক্তির পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। বাংলাদেশও এইক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বর্তমান যুগকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ বলা হয়।

ক) ঠিক উত্তরটি খাতায় লিখ:

২ × ৫ = ১০

১। প্রকাশনা ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন যন্ত্রটি?

- (ক) মুদ্রণযন্ত্র (খ) ছাপার কালি
(গ) কম্পিউটার (ঘ) মোবাইল ফোন

২। বর্তমান যুগকে কি বলা হয়?

- (ক) কম্পিউটারের যুগ (খ) তথ্য প্রযুক্তির যুগ
(গ) জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ (ঘ) মোবাইল ফোনের যুগ

৩। কোন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে?

- (ক) মোবাইল ফোন (খ) কম্পিউটার
(গ) ইন্টারনেট (ঘ) টেলিফোন

৪। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে বিদেশে চাকুরি করে আমরা কী উপার্জন করতে পারি?

- (ক) বৈদেশিক মুদ্রা (খ) বৈদেশিক ডিগ্রি
(গ) বৈদেশিক ভিসা (ঘ) বৈদেশিক নাগরিকত্ব।

৫। মানুষের ঘরই এখন বিশ্ববিদ্যালয়- কোন প্রযুক্তির অবদান।

- (ক) ইন্টারনেট (খ) রেডিও
(গ) টেলিভিশন (ঘ) টেলিফোন

খ) নিচের শব্দগুলোর একটি করে সমার্থক শব্দ লিখ:

১ × ৫ = ৫

উপার্জন, অর্থ, ভাবা, যুগ, বিচিত্র।

গ) নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ কর।

১ × ৫ = ৫

তথ্য, বিনোদন, পড়ালেখা, আজকাল, প্রান্ত

- ১) তিনি..... নিয়মিত বাজারে আসেন।
২) ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার সময় নিয়ে ব্যস্ত থাকে।
৩) পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবস্থাও রাখতে হবে।
৪) সমাপনী পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন..... জমা দিতে হবে।

ঙ) আমাদের গ্রামের এক দিয়ে পদ্মা নদী বয়ে গেছে।

ঘ) মিল করণ:

১ × ৫ = ৫

ক-কলাম	খ-কলাম
১) বর্তমান যুগ হচ্ছে	ক) অপরিহার্য।
২) বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যোগাযোগ করতে পারি	খ) ঘরে বসে পড়ালেখা করা যায়
৩) আজকাল ঘরে বসেই	গ) তথ্য প্রযুক্তির যুগ।
৪) শিক্ষা ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার	ঘ) ইন্টারনেটের মাধ্যমে।
৫) ইন্টারনেটের মাধ্যমে	ঙ) অর্থ উপার্জন করা যায়।
	চ) ভ্রমণ করা যায়।

৫। নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য গঠন কর।

১ × ৫ = ৫

ইন্টারনেট, তথ্য, যোগাযোগ, লাইব্রেরি, চাকুরী।

৬। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ইন্টারনেট ও তোমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত মোবাইল ফোনের মধ্যে কী কী মিল আছে তা পাঁচটি বাক্যে লিখ।

১ × ৫ = ৫

লেখা (নম্বর-২০)

১। নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয়ের ওপর পাঁচটি বাক্যে অনুচ্ছেদ লিখ।

৫

ক) মুক্তিযুদ্ধ

খ) ঋতু বৈচিত্র্য

২। একদিনের অনুপস্থিতির জন্য ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট দরখাস্ত লিখ।

৫

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ।

২ × ৫ = ১০

ক) নেমন্তন্ন কবিতায় যিনি ভজন শুনতে যাচ্ছেন তিনি সঙ্গী নিতে চাইছেন না কেন?

খ) অন্য দেশের তুলনায় ঋতুর ক্ষেত্রে আমরা ভাগ্যবান কেন?

গ) ‘বাংলার খোকা’ প্রবন্ধে মানুষের প্রতি খোকার মমত্ববোধ বিষয়ে পাঁচটি বাক্যে লিখ।

ঘ) মৃত্যুর সময় স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থ বেইসম রোকেয়া কী কাজে লাগালেন?

ঙ) মুক্তির ছড়া কবিতায় “সবুজ সোনালি ফিরোজা রূপালি” বলতে কিসের রং বোঝানো হয়েছে?

অধ্যায় ৭

শেখানোর জন্য পরিকল্পনা

সকল শিশু সমান নয়। একটি শিশু আরেকটি শিশু থেকে ভিন্ন। শেখার ক্ষেত্রে শিশুদের যেমন ভিন্নতা রয়েছে, এদের মানসিক বা বৌদ্ধিক সামর্থ্যেরও তারতম্য রয়েছে। তাই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একইভাবে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করলে সকল শিশুর শিখন সমানভাবে হয় না। শেখানোর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূতা আনতে শিশুর অবস্থান জানা শিক্ষকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এ কাজটি করার জন্য বেইসলাইন মূল্যায়ন একটি আবশ্যিকীয় পদক্ষেপ। প্রত্যেকটি শিশুর শিখন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য এটি একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

বাংলা বিষয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন কেন ?

- শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার নিরিখে শিক্ষার্থীর অবস্থান জানার জন্য
- শিশুর পড়তে শেখার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষাদক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কৌশল পরিবর্তনের / নির্ধারণের জন্য
- শিশুর শিখনে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য
- শিখন শেখানো পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য
- বেইসলাইন নির্ণয় হলো মূল্যায়নের একটি অংশ
- শিখন শেখানোর ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের জন্য।

বেসলাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক। এর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে আবশ্যিকীয় শিখনক্রম। আবশ্যিকীয় শিখনক্রম থেকে বাংলা বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের উপযোগী প্রশ্নোত্তর বলতে, লিখতে, পড়তে দিয়ে প্রতিটি শিশুর শিখন স্তর নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি শিশুর জন্য বাংলা বিষয় শ্রেণিভিত্তিক আলাদা শিখন স্তর নির্ধারণ করতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে টুলস তৈরি করে বেইসলাইন মূল্যায়ন করতে হবে। যেমন প্রথম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস হবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রের শিখনফলের আলোকে। অর্থাৎ প্রতি শ্রেণির জন্য মূল্যায়ন টুলস

পূর্ববর্তী শ্রেণির শিখনফলের আলোকে তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি টেক্সট ব্যবহার না করে শিখনফলের আলোকে অনুরূপ উপকরণ ব্যবহার করা শ্রেয়। বর্ণ কার্ড, শব্দ কার্ড, ছবি ইত্যাদি উপকরণগুলো শিক্ষার্থীর স্তর নিরূপণে সহায়তা করে বিধায় শিক্ষককেই বেইসলাইন সার্ভের জন্য উপকরণ নির্বাচন, বাছাই বা সংগ্রহ করে নিতে হবে। কেননা শিক্ষার্থীর যে অসীম স্মৃতি শক্তি রয়েছে, অনেকাংশে এটি ব্যবহার করে সে অনেক কিছু হুবহু পড়তে, বলতে ও শনাক্ত করতে এমনকি লিখতেও পারে। বেইজ-লাইন মূল্যায়ন ছকে কতটি নির্দেশক থাকবে এর কোনো ধরা-বাধা নিয়ম নেই। নির্দেশকের সংখ্যা যত বেশি হবে হবে মূল্যায়নও ততটা নিখুঁত হবে। শিক্ষার্থীর অবস্থান কী তা কখনও একটি নির্দেশকও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারণা প্রদান করতে পারে।

বেসলাইন মূল্যায়ন টুলস ব্যবহারের সাধারণ নির্দেশাবলি

- প্রতিটি শিশুর সাথে আলাদাভাবে বসে টুলস ব্যবহার করে বেইসলাইন সার্ভে করতে হবে
- বাংলা বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে প্রয়োজনীয় উপকরণ (প্রশ্নমালা, বর্ণকার্ড, চার্ট ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে
- ভয়ভীতিহীন পরিবেশ সৃষ্টি করে সার্ভে করতে হবে
- প্রশ্নের ভাষা সহজ ও শিশুদের উপযোগী হতে হবে
- প্রতিটি আইটেমের ওপর প্রশ্ন করতে হবে
- উত্তর সঠিক হলে (✓) চিহ্ন এবং ভুল হলে (×) চিহ্ন দিন। বিশেষ করে শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে পড়তে পারে এ কলামের একটি ঘরে টিক দিতে হবে।

বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকের করণীয়

- শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে পূর্বের ন্যায় ভাষার দক্ষতাভিত্তিক কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখতে হবে। অর্থাৎ বেইস-লাইন মূল্যায়নের সময় শ্রেণি কাজে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটানো যাবে না
- চার/ছয়জনকে দলে বসিয়ে পূর্ববর্তী শ্রেণির উপযোগী পাঠের শব্দ লিখতে দিতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর লেখার মান থেকে তার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাবেন
- এরপর ঐ শিক্ষার্থীর লেখার সিট থেকে একেকজনকে ডেকে প্রথমে—
 ১. তার উপযোগী বই থেকে রিডিং পড়তে দেবেন
 ২. সেটা পড়তে না পারলে তার নিচের লেভেলের বই পড়তে দেবেন
 ৩. বই না পড়তে পারলে শব্দ চিনতে দেবেন ও বলতে দেবেন

৪. সেটা পড়তে না পারলে পর্যায়ক্রমে বর্ণ যাচাই করবেন

৫. শব্দ/শব্দ/বাক্য লিখতে দিয়ে খোঁ যাচাই করবেন।

- শ্রেণিকক্ষের কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় শিক্ষার্থী শিক্ষক বেসলাইন সার্ভের জন্য একজন করে শিক্ষার্থীকে এনে ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন
- মূল্যায়নকৃত তথ্য/ফলাফল যথাযথভাবে ছকে লিপিবদ্ধ করবেন
- শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের পাঠগত অবস্থান জানবেন এবং সার-সংক্ষেপ তৈরি করবেন।

বেজলাইন সার্ভের পর করণীয়

- শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী দলে ভাগ করা
- দলের জন্য কাজ নির্ধারণ করা
- শিক্ষার্থীদের এমন পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেন শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী শ্রেণির ঘাটতি পূরণ করতে পারে
- জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই এ ঘাটতি দূর করে সকলকে একটি সাধারণ মানে উন্নীত করা
- শিক্ষার্থীদের কোনো ঘাটতি থাকলে ওই শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে তা পূরণে সচেষ্ট হওয়া;

বাংলা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ ফর্ম (নমুনা)

বিদ্যালয়ের নাম	:				
শ্রেণি	: প্রথম শ্রেণি,	শাখা :	তারিখ :		
রোল	শিক্ষার্থীর নাম	পারঙ্গমতার নির্দেশক			শিক্ষার্থীর স্তর
		সরল শব্দ পড়তে পারে	বর্ণ চেনে	ছড়া বলতে পারে	
		১	২	৩	

অনুমিত শিখনস্তরের ব্যাখ্যা:

- অগ্রবর্তী শিক্ষার্থী : (নির্দেশক ১ ও ৩ পারলে)
- মধ্যম মানের শিক্ষার্থী : (নির্দেশক ২ ও ৩ পারলে)
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থী : (নির্দেশক ৩ পারলে)

শ্রেণি : প্রথম
বিষয়- বাংলা

সার্ভে টুলস্

পারঙ্গমতার নির্দেশক - ১

শব্দগুলো পড়

বল	মগ	জগ
ঘর	বক	কম
মই	ইট	টব
সময়	কলস	সময়

পারঙ্গমতার নির্দেশক - ২

ঠিক বর্ণটি শনাক্ত কর

এ	আ	ই	ঈ	ও
উ	অ	ঊ	ঐ	ঋ
		ঋ		
খ	জ	ঞ	ঘ	ঙ
চ	ছ	ক	ঝ	ণ
ট	ঠ	ড	ঢ	গ
ব	থ	দ	ভ	ন
ল	ফ	ড়	শ	ম
ত	ঃ	স	প	ষ
য	হ	ধ	ং	র
	ঢ়	ণ্		

পারঙ্গমতার নির্দেশক - ৩

একটি ছড়া বল।

বাংলা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ ফরম (নমুনা)

বিদ্যালয়ের নাম :			
শ্রেণি :	দ্বিতীয় শ্রেণি,	শাখা :	তারিখ :

[illegible]

অনুমিত শিখনস্তরের ব্যাখ্যা:

- অগ্রবর্তী শিক্ষার্থী : (নির্দেশক ১ ও ২ পারলে)
- মধ্যম মানের শিক্ষার্থী : (নির্দেশক ২ ও ৩ পারলে)
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থী : (নির্দেশক ৩ ও ৪ পারলে)

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর

শ্রেণি : দ্বিতীয়
বিষয়- বাংলা

সার্ভে টুলস্

পারঙ্গমতার নির্দেশক - ১

নিচের অংশটুকু পড় ও দেখে দেখে খাতায় লেখ

(ক) ছেলেরা খেলে। গাছে পাখি ডাকে। নদীতে নৌকা চলে।
গাছে গাছে মধু। বধু মধু খায়। কৃষক বৈকালে বৈঠক করেন।
ঢাকি ঢোলক বাজায়।

পারঙ্গমতার নির্দেশক - ২

শব্দগুলো পড় ও দেখে দেখে খাতায় লেখ

সজ্জা	চক্র	বৃহৎ	বস্তা
স্বাদ	স্পট	শকু	ক্লাব
পদ্ম	বিস্কুট	সম্মান	গুপ্ত

পারঙ্গমতার নির্দেশক - ৩

শব্দগুলো পড় ও দেখে দেখে খাতায় লেখ

নৌকা	মধু	বৃহৎ	কলম
কথা	আদান	খাতা	কলমি
সঠিক	শরৎ	বৈশাখ	শুভ্র

পারঙ্গমতার নির্দেশক – ৪

সঠিক বর্ণটি শনাক্ত কর

এ	আ	ই	ঈ	ও
উ	অ	ঊ	ঐ	ঋ
		ঋ		
খ	জ	ঞ	ঘ	ঙ
চ	ছ	ক	ঝ	ণ
ট	ঠ	ড	ঢ	গ
ব	থ	দ	ভ	ন
ল	ফ	ড়	শ	ম
ত	ঃ	স	প	ষ
য	হ	ধ	ং	র
	ঢ়	ণ্		

তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন, ডিপিএড শিক্ষার্থী যখন বেইসলাইন মূল্যায়ন ছক প্রণয়ন করবেন তখন বিষয়বস্তু ও শ্রেণির ওই অবস্থানের অর্জনোপযোগী যোগ্যতার বিভিন্ন ভাষাদক্ষতার ওপর ভিত্তি করে পারঙ্গমতার নির্দেশক পরিবর্তন করে নিতে হবে। তাহলে এর মূল্যায়ন উপকরণেও ভিন্নতা আসা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে গাইড ইনস্ট্রাক্টরের সাথে আলোচনা করে তা ঠিক করে নিতে হবে।

পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা

একটি শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর মেধা যেমন এক নয়, তেমনি তাদের শিখন অর্জনেও তারতম্য রয়েছে। কাজেই শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা রয়েছে। শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার আলোকে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করা। এজন্য শিক্ষককে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদী কাজের পরিকল্পনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত উপায়ে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনার জন্য পাক্ষিক পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাক্ষিক পাঠ

পরিকল্পনা অবশ্যই এনসিটিবি'র শিক্ষাক্রম, বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা ও শিক্ষক সংস্করণের নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

পাঞ্চিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অনুসরণীয় কার্যক্রম

- একটি পাঞ্চিক পাঠ পরিকল্পনায় বাংলা পাঠ্যপুস্তকের একাধিক গল্প/প্রবন্ধ/ছড়া/কবিতা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে;
- সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল লিপিবদ্ধ করতে হবে;
- পিরিয়ড সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।
- এ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা / শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজন যথার্থ উপকরণ। এ সকল উপকরণের নাম লিখতে হবে উদ্দিষ্ট কলামে;

পাঞ্চিক পরিকল্পনা

বিষয় : বাংলা

শ্রেণি : দ্বিতীয়

বিদ্যালয়ের নাম :

তারিখ : ----- হতে ----- ইং তারিখ পর্যন্ত ।

তারিখ	কার্যদিবস	বিষয়বস্তু	শিখনফল	মূল্যায়ন কৌশল	উপকরণ
১০/০৫/২০১৬ থেকে ১৮/০৫/২০১৬	৮/৮	ট্রেন	শোনা ২.২.১ কবিতা শুনে বুঝতে পারবে । বলা ২.২.১ কবিতার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর বলতে পারবে । পড়া ২.২.১ প্রমিত উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে । লেখা ১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে । ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে শব্দ লিখতে পারবে । ১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে । ২.৩.২ কবিতা-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে ।	শোনা ২.২.১ কবিতার বিষয়ে প্রশ্ন করে, - কবিতার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে - কবিতা আবৃত্তি করতে দিয়ে, - যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে দেওয়া, নতুন শব্দ লিখতে দেওয়া, বাক্য গঠন করানো	পাঠের ছবি, প্যাঠ্যপুস্তক, যুক্তব্যঞ্জনের কার্ড বা চার্ট, যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত নতুন শব্দমালা, প্রশ্ন চার্ট,

তারিখ	কার্যদিবস	বিষয়বস্তু	শিখনফল	মূল্যায়ন কৌশল	উপকরণ
			১.৫.১ পার্টে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে। ২.৩.৩ গল্প সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।		
২৬/০৫/২০১৬	১	পাঙ্কিক মূল্যায়ন	নির্ধারিত শিখনফলের আলোকে	৪টি দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য পৃথক প্রশ্নোত্তরিকা প্রণয়ন করে	প্রশ্নোত্তরিকা

এখানে ট্রেন কবিতার জন্য কার্যদিবস ৮/৮ এর অর্থ হলো ৮ = ১০/০৫/২০১৬ থেকে ১৮/০৫/২০১৬ দিন ৮ কর্মদিবস এবং পরের আট = শিক্ষক সংস্করণে উক্ত ট্রেন কবিতাটির জন্য মোট নির্ধারিত পিরিয়ড সংখ্যা। একই ভাবে দুখুর ছেলেবেলা গল্পের জন্য কার্যদিবস ৬/১১ এর অর্থ হলো ৬ = ১৯/০৫/২০১৬ থেকে ২৫/০৫/২০১৬ দিন ৬ কর্মদিবস এবং পরের ১১ = শিক্ষক সংস্করণে উক্ত গল্পের জন্য মোট নির্ধারিত পিরিয়ড সংখ্যা-১১। অর্থাৎ ১১ টি পিরিয়ডের মধ্যে ৬টি পিরিয়ড পরিচালনা করতে হবে। পরের একদিন অর্জিত শিখনফলের আলোকে গাঠনিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

পাঞ্চিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা

দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা

যেকোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কার্যকর পরিকল্পনার প্রয়োজন। পাঠদান একটি জটিল কাজ। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ, পরিকল্পনাটি করা হলে শিক্ষার্থীদের শিখনে এর প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা, বিষয় ও বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মেধা, শ্রেণি ঘণ্টা, শিক্ষার্থীকে কতটা সময় দেবেন- এসব বিবেচনায় রেখে কার্যকর পাঠপরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। পাঠ থেকে শিখরা কী দক্ষতা অর্জন করবে, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ কী হতে পারে, শিক্ষার্থীরা কী ধরনের প্রশ্ন করতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষককে পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। পাঠপরিকল্পনায় শিখরা কী যোগ্যতা অর্জন করবে, ঐ যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য শিক্ষক কী উপকরণ ব্যবহার করবেন, শিখনফল অর্জন করানোর জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষক ব্যবহার করবেন তার উল্লেখ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ডিপিএড শিক্ষার্থীগণ যে কোনো পরিকল্পনা কাঠামো ব্যবহার করতে পারেন। তবে এনসিটিবি কর্তৃক শিক্ষক সংস্করণ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য হলেও উক্ত কাঠামোর মধ্যে শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মেধা, সময় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবেন।

দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা (নমুনা)

বিষয় : বাংলা, শ্রেণি : দ্বিতীয়, সময় : ৪০ মিনিট, তারিখ :
পাঠের শিরোনাম : শীতের সকাল
পাঠ্যাংশ : পৃষ্ঠা : ১৬ (শীতের সকাল.....শীত করত খুব।)

শিখনফল

শোনা

- ১.১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে মনে রাখতে পারবে।
- ১.২.১ পাঠের অন্তর্গত ছোট ছোট বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।
- ১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করতে পারবে।
- ১.৩.২ অনুরোধ শুনে পালন করতে পারবে।
- ১.৩.৩ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে।

বলা

- ১.১.১ শব্দে ব্যবহৃত বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাবে বলতে পারবে।
- ১.১.২ বাক্যস্থিত শব্দে ব্যবহৃত বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাবে বলতে পারবে।
- ১.৩.২ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
- ২.৫.১ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- ২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
- ৩.১.২ অন্যের সঙ্গে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।

৩.২.১ সম্মানসূচক সম্ভাষণ করতে পারবে।

পড়া

- ১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন পড়তে পারবে।
- ১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।
- ১.৪.২ পাঠ্যপুস্তকের বাক্য প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে।
- ১.৫.৩ বিরামচিহ্ন চিনে বাক্য পড়তে পারবে।
- ২.৫.২ কথোপকথনের আকারে লেখা বিষয় পড়ে বুঝতে পারবে।
- ৩.১.১ নিজের লেখা শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।
- ৩.১.২ নিজের লেখা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, বিশেষ শব্দের কার্ড ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

১। শ্রেণিকক্ষের সাধারণ কাজ সম্পন্ন করে এবং সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবিটি পাঠ্যবই খুলে ১মিনিট দেখতে বলব। এরপর মুখোমুখি বসে থাকা শিশুদের দিয়ে এক একটি দল গঠন করে ছবিতে কে কী দেখেছে তা আলোচনা করতে বলব। প্রথমে পিছিয়েপড়া, এরপর মধ্যমমানের এবং শেষে অগ্রবর্তী মেধার শিশুদের পর্যায়ক্রমে ছবির বিষয়বস্তু বলতে বলব। পরিশেষে নিম্নরূপ কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করে শিশুদের অভিজ্ঞতা পাঠের সাথে যুক্ত করব-

- তোমাদের সবারই কি দাদা-দাদি, নানা-নানি আছে?
- তারা কি তোমাদের সাথে থাকেন?
- তোমরা যখন দাদা-দাদি, নানা-নানির বাসায় যাও তখন তোমরা কী কর?
- তোমাদের বাসায় যখন দাদা-দাদি, নানা-নানি আসেন তোমরা তখন কী কর?
- তোমরা কীভাবে তাদের সাথে সময় কাটাও?
- দাদা-দাদি, নানা-নানি অসুস্থ থাকলে তোমরা তাঁদের জন্য কী কর? শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনবেন।

আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে আজকের পাঠ ঘোষণা করব।

সময় : ৭ মিনিট

২। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে পাঠ্যাংশটুকু ২/৩ বার পড়ে শোনাব। পড়ার সময় পাঠের অন্তর্গত বিশেষ শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন, বানান ভেঙ্গে দেখানো ও অর্থ সম্পর্কে ধারণা দেব। অতঃপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ দিয়ে শব্দ ধরে ধরে ২/৩ বার আমার সাথে সমস্বরে পড়তে সহায়তা করব। পড়ার সময় চরিত্র অনুযায়ী গলার স্বর পরিবর্তন করে পড়তে সহায়তা করব। বিভিন্ন সামর্থ্যের শিশুদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করব।

সময় : ১০ মিনিট

৩। শ্রেণির অগ্রবর্তী দুজন শিক্ষার্থীকে শ্রেণির সামনে এনে একজনকে শরিফা, অন্যজনকে নানার ভূমিকায় পাঠের বিষয়বস্তুর ওপর অভিনয়ের ব্যবস্থা করব। এ পর্যায়ে চরিত্র অনুযায়ী ডায়লগ ঠিক করে দেব এবং কার পরে কীভাবে বলতে হবে তা ব্যাখ্যা করব। দুজনকে শ্রেণির সামনে এমনভাবে অবস্থান নিতে বলব যেন সকলে দেখতে ও শুনতে পায়। শিক্ষার্থীদের অভিনয় দেখতে ও শুনতে আহ্বান জানিয়ে পাঠ্যাংশটুকু অভিনয় করতে বলব। প্রয়োজনে অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করতে বলব।

সময় : ১০ মিনিট

৪। এবার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করব। প্রত্যেক জোড়ার একজনকে শরিফা এবং আরেকজনকে নানার ভূমিকায় নির্বাচন করে দেব। পূর্বে প্রদর্শিত উপস্থাপনের ন্যায় অনুশীলন করতে বলব। পরে চরিত্রগুলো পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করে অনুশীলন করতে বলব। শ্রেণিতে সকলের অভিনয়মূলক পড়া পরীক্ষণ করব। প্রয়োজনে সহায়তা দেব। এবার কয়েকটি দলকে শ্রেণির সামনে অভিনয় করে তা প্রদর্শন করতে বলব। কার অভিনয় কেমন হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করব।

সময় : ৭ মিনিট

৫। শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের সুযোগে ছোট দলে শিক্ষার্থীদের ১ মিনিট রিডিং এর কাজ করাবো। এরপর শিক্ষার্থীদের শীতের সকাল এর পাঠ্যাংশ হতে শিখনফল ভিত্তিক কাজের অনুশীলনের সুযোগ দিয়ে তা মূল্যায়ন করব। যেমন- যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট নতুন শব্দ তৈরি ও বাক্য গঠন করে বলা ও লেখা, পাঠ থেকে বিশেষ শব্দ খঁজে বের করা ও ঐ শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া, প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে দেওয়া ইত্যাদি।

সময় : ৬ মিনিট

উপরিউক্ত পাঠ পরিকল্পনাটিকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়—

১ম অংশ : এখানে শ্রেণি, বিষয়, সময়, তারিখ, পাঠের শিরোনাম ও পাঠ্যাংশ রয়েছে। একজন শিক্ষক বা তত্ত্বাবধানকারী সহজেই কী বিষয়ে কোন শ্রেণির কোন পাঠ পরিচালনা করছেন তা এখান থেকে বুঝতে পারেন।

২য় অংশ : এখানে রাখা হয়েছে শিখনফল ও শিখন শেখানো কাজে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ। এর মাধ্যমে শিক্ষক, সহায়ক বা পাঠ তত্ত্বাবধানকারী জানতে পারেন কোন শিখনফলের আলোকে পাঠটি পরিচালনা করা হচ্ছে। এই পাঠটিতে দেখা যায় যে, পাঠের জন্য নির্ধারিত শিখনফল রয়েছে ১৯টি। প্রশ্ন আসতে পারে এতগুলো শিখনফল একদিনে অর্জন সম্ভব কি না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষার দক্ষতাভিত্তিক শিখনফলগুলো পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। শোনা দক্ষতার ১.১.১, ১.২.১ শিখনফল শিক্ষকের আদর্শ পাঠের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বলা দক্ষতার ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.১, ৩.১.২, ৩.২.১, এবং পড়া দক্ষতার ১.১.১, ১.৪.১, ১.৪.২ একই কাজের বিভিন্ন প্রকাশের সাথে যুক্ত। আবার শোনা দক্ষতার ১.৩.১, ১.৩.২, বলা দক্ষতার ৩.১.২, ৩.২.১ শ্রেণিকক্ষের সাধারণ আচরণিক প্রকাশের সাথে জড়িত। এভাবে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যায় শিখন শেখানোর প্রতিনিধিত্বকারী শিখনফল হলো –

শোনা

১.২.১ পাঠের অন্তর্গত ছোট ছোট বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।

বলা

১.৩.২ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

২.৫.১ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।

পড়া

১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।

১.৫.৩ বিরামচিহ্ন চিনে বাক্য পড়তে পারবে।

৩য় অংশ। এই অংশে মূলত শিখনফলের আলোকে পরিকল্পিত উপায়ে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা বর্ণনা করা হয়েছে। ১ম ও ২য় অংশের তথ্যগুলো অনেকটা নির্ধারিত হলেও এই অংশ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মেধা, সময় ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই শিক্ষকের মেধা, পরিকল্পনার ধরন ইত্যাদির জন্য পরিকল্পনায় কার্যকর পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক। এখানে শিক্ষক শিখন শেখানোর প্রত্যেক ধাপের জন্য সময় নির্ধারণ করবেন যাতে ভাষাদক্ষতাগুলো শিখনফলের গুরুত্ব অনুসারে শিক্ষার্থীরা কার্যকর অনুশীলনের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় প্রতিপালনীয় যে, বিভিন্ন সামর্থ্যের শিশুকে নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করা।

[illegible]

পাক্ষিক মূল্যায়ন

পাক্ষিক পরিকল্পার মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে তার শিখন সামর্থ্য অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো হয় এবং তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়। একেই বলা হয় পাক্ষিক মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীর শিখনের মাত্রা চিহ্নিত করার জন্য এবং এই মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি (Learning achievement) জানা যায়।

পাক্ষিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- পাক্ষিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত শিক্ষার্থীর বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সাথে রাখবেন। শিক্ষার্থীর যে সকল ক্ষেত্রে শিখন প্রতিবন্ধকতা ছিল তার অগ্রগতি কী পরিমাণে হচ্ছে তা নোট করবেন।
- পাক্ষিক মূল্যায়ন হবে শিখনফলের আলোকে। শিক্ষার্থীকে প্রথম ১/২ মাসের মধ্যেই নির্দিষ্ট শ্রেণির সাধারণ মানে উন্নীত করতে হবে।
- নির্ধারিত পুরো সময় ধরেই মূল্যায়ন কাজ চলমান রাখতে হবে।
- মূল্যায়নের সময় একজন বা জুটিতে বা দলে অথবা শিক্ষকের সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ডেকে নিয়ে তার মূল্যায়ন করবেন।
- রিডিং পড়ানোর জন্য আলাদা করে মূল্যায়ন হবে না, তবে তিনি প্রতিদিন রিডিং এর সময় খেয়াল করবেন শিক্ষার্থীর রিডিং এর সাবলীলতার পরিবর্তন হচ্ছে কি না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১০), জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০০৮), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
৩. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০১০), অন্তর্বর্তীকালীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ, ঢাকা।
৪. প্ল্যান বাংলাদেশ (২০০৫), শিক্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা, প্রি-স্কুল কার্যক্রম, ইসিসিডি কর্মসূচি, প্ল্যান বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৩), শিক্ষক সহায়িকা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা।
৬. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১২), প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, ঢাকা।
৭. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০১৫) বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বাংলা, ঢাকা।
৮. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৭), আমার বাংলা বই, শিক্ষক সংস্করণ (প্রথম শ্রেণি), ঢাকা।
৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৬), আমার বাংলা বই প্রথম শ্রেণি, ঢাকা।
১০. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৬), আমার বাংলা বই তৃতীয় শ্রেণি, ঢাকা।
১১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৬), প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, ঢাকা।
১২. সত্যগোপাল মিশ্র (১৯৯৪), বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা।
১৩. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য (২০০৯), শিক্ষায় যোগাযোগ: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, এডুকেশন ওয়েভ, ঢাকা।
১৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০০২), প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলা বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকা, ঢাকা।
১৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১৩), আমার বাংলা বই, প্রথম শ্রেণি – পঞ্চম শ্রেণি, ঢাকা।
১৬. শিক্ষক সংস্করণ, বাংলা-প্রথম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
১৭. শিক্ষক সংস্করণ, বাংলা-দ্বিতীয় শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
১৮. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৩), প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ঢাকা।
১৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০১১), প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, ঢাকা।
২০. নাসিমা খান ও উত্তম কুমার ধর (১৯৯৯), শিশু মনোবিজ্ঞান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২১. Caldwell, J. (2008). Reading assessment : A Primer for Teachers and Coaches (2nd Ed.) NY : Guilford Publications Inc.
২২. Coles, M. & Jenkins, R. (1998). Assessing Reading : Changing Practice in Classrooms, International Perspectives on Reading Assessment. London : Routledge.
২৩. Fischer, S.R. (2003). A History of Reading. Reaction Book Ltd : UK
২৪. Rumelhart, D. E. (1977). Toward an Interactive Model of Reading. In Dornic, S. (Ed) Attention and Performance. Lawrence Erlbaum Associates : NJ